একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ রাম মন্দির পুনর্নির্মাণে পশ্চিমবঙ্গের প্রগতিশীলরা নির্লিপ্ত কেন

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম দুই টেস্টে কোহলির বিকল্প রজত পাতিদার ৮

কলকাতা ২৫ জানুয়ারি ২০২৪ ১০ মাঘ ১৪৩০ বৃহস্পতিবার সপ্তদশ বর্ষ ২২৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 25.1.2024, Vol.17, Issue No. 224, 8 Pages, Price 3.00

'ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গে রাজ্যে সম্পর্ক নেই'

বাংলায় 'একলা চলো'র বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার বর্ধমানের প্রশাসনিক বৈঠকে যাওয়ার আগে হাওড়ার ডুমুরজলা হেলিপ্যাড থেকে 'ইন্ডিয়া' জোট নিয়ে তৃণমূলের অবস্থান স্পষ্ট করে দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আসন্ন লোকসভা ভোটে রাজ্যে একলা চলার কথা জানিয়ে দিলেন মমতা। রাজ্যে কোনওরকম জোটে না গিয়ে তৃণমূল একাই সব আসনে লড়বে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন তিনি।

মমতা বলেন, 'বাংলায় লোকসভা ভোটে ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। ওরা আমার রাজ্যে মিছিল করছে, আমাকে একবারও সৌজন্যতা দেখিয়েও জানায়নি। জাতীয় ক্ষেত্রে নির্বাচনের পর ভাববো। আমার ধর্মনিরপেক্ষ দল, বিজেপিকে আটকাতে যা করার আমরা করবো। দেশজুড়ে ৩০০ আসনে বড় দল প্রার্থী দিক, বাকি আসন আঞ্চলিক দলগুলোকে ছেড়ে দিক। আমরা প্রস্তাব দিয়েছিলাম, যদি না মানে তাহলে আমরা অন্যরকম বুঝবো।' এছাড়াও তিনি কাজল ও শেখ শাহজাহান প্রসঙ্গে বলেন, 'কাজল জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও ওকে বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, এটা নিয়ে সংবাদ মাধ্যম অহেতুক ভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। আর কালকে আমার বাড়িতেও রেড হবে।'

এছাড়াও তৃণমূল সুপ্রিমো জানান, ইন্ডিয়া জোট কারোর সম্পত্তি নয়। সেখানে আঞ্চলিক দলগুলোকেও মর্যাদা দিতে হবে। বুধবার তৃণমূল সুপ্রিমো স্পষ্ট করে দিলেন পশ্চিমবাংলায় বাম-কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও জোটে নেই তৃণমূল কংগ্রেস। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করেন, পশ্চিমবাংলায় জোট নিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে কোনো আলোচনা হয়নি। এমনকী, রাহুল গান্ধি ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার উপর দিয়ে যাবে তাতেও তৃণমূল কংগ্রেসকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। অথচ তৃণমূল কংগ্রেস ইন্ডিয়া জোটের মধ্যে রয়েছে। এই নিয়ে তিনি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

'আজ মরেই যেতাম...'

ফের দুর্ঘটনা, মাথায় আঘাত মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের দুর্ঘটনার কবলে মুখ্যমন্ত্রী। বর্ধমান থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মাথায় চোট লেগেছে। তা নিয়েই বুধবার সন্ধ্যায় রাজভবনে যান মমতা। সেখান থেকে বেরিয়ে জানান, যে ভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে, তাতে তাঁর মৃত্যুও হতে পারত। একটি গাড়ি ২০০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা বেগে তাঁর কনভয়ে ঢুকে পড়েছিল। যে কারণে তাঁর চালক ব্রেক কষতে বাধ্য হন। এখনও মাথা টনটন করছে বলে জানান মমতা।

তিনি বলেন, 'একটা গাড়ি আমার গাড়ির সামনে আচমকা চলে আসে। ২০০ কিলোমিটার বেগে ওই গাড়িটা যাচ্ছিল। আমার গাড়ি গলি দিয়ে বেরোচ্ছিল। আমার চালক বুদ্ধিমানের মতো জোরে ব্রেক কষে। পুরো ড্যাশবোর্ডটা এসে আমার মাথায় লেগেছে। একটু রক্তও পড়েছে। এখন ফুলে আছে সামান্য।' বলেন, 'মাথাটা এখনও টনটন করছে। তাই নিয়েই কাজ করলাম। আমার মনে হচ্ছে জ্বর আসছে। গা গোলাচ্ছে। হালকা ঠান্ডাও লাগছে। এখন একটু বাড়ি যাচ্ছি।'

পরিস্থিতির বর্ণনা দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'আমার গাড়ির কাচ খোলা ছিল। যদি কাচ বন্ধ থাকত, আমার মৃত্যু হতে পারত। কাচ ভেঙে ড্যাশবোর্ড-সহ আমার সারা গায়ে ঢুকে যেত। মানুষের আশীর্বাদে বেঁচে গিয়েছি। আমি ওষুধ খেয়েছি। আপাতত হাসপাতালে যাচ্ছি না।'

মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ে ঢুকে পড়েছিল কি না জিজ্ঞাসা করাতে সে প্রসঙ্গে মমতা কোনও মন্তব্য করতে চাননি। বলেন, 'অনেক সময়ে অনেকে অন্য কারও গাড়ি ব্যবহার করে। সে বিষয়টি পুলিশ তদন্ত করে দেখুক। আইনের হাতে ছেড়ে দিচ্ছি। এটা নিয়ে আমি কোনও মন্তব্য করতে চাই না।' পূর্ব বর্ধমানের পুলিশ সুপার আমনদীপ বলেন, 'কোন গাড়ি মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ে ঢুকে পড়েছে, আমরা তদন্ত করে দেখছি।'

বর্ধমানের প্রশাসনিক সভা থেকে বিজেপিকে ফের আক্রমণ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার পূর্ব বর্ধমান জেলার গোদা ফুটবল ময়দানে প্রশাসনিক সভা করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন সভায় একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন করার পাশাপাশি বেশ কিছু প্রকল্প প্রদান ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সভাকে ঘিরে গোটা এলাকা নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছিল।

এদিন মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী মলয় ঘটক, প্রদীপ মজুমদার, স্বপন দেবনাথ, সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী, বিধায়ক ও সাংসদরা-সহ উপস্থিত ছিলেন দুই বর্ধমান জেলার আধিকারিকরা। এদিন বর্ধমানের গোদার প্রশাসনিক বৈঠকে বেশ কিছু প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এদিন সভামঞ্চ থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'রাজ্যের সাথে দিনের পর দিন কেন্দ্র বঞ্চনা করলেও তিনি মাথা নত করবেন না। কেন্দ্র সরকার পোশাক থেকে শুরু করে খবর, সব কিছুতেই জিএসটি লাগু করে দিয়েছে। সব কিছুতেই মানুষকে জিএসটি দিতে হয়। রাজ্য থেকে কেন্দ্র সরকার কোটি কোটি টাকার জিএসটি আদায় করে নিয়ে যাচ্ছে। অথচ রাজ্যকে টাকা দেওয়ার বেলায় তারা নানা বাহানা দিচ্ছে। যেভাবে মানুষকে সবকিছুর উপর জিএসটি দিতে হচ্ছে তাতে আগামী দিনে এমন পরিস্থিতি হবে যে নকুল দানা কিনতে গেলেও জিএসটি দিতে হবে সাধারণ মানুষকে।'

তিনি বলেন, বাংলায় কর্মসংস্থান বন্ধ হওয়ার জন্য রাম ও বাম দায়ী। কেন্দ্র সরকার দিনের পর দিন রাজ্যকে বঞ্চনা করে চলেছে, ১০০ দিনের কাজের ন্যায্য টাকা কেন্দ্র দিচ্ছে না। যত বাধাই আসুক না কেন তিনি কেন্দ্রের কাছে মাথা নত করবেন না বলে স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

এদিন সভামঞ্চ থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ব বর্ধমান জেলার গলসি ১ নম্বর ব্লকের তিনটি সেতুর উদ্বোধন করেন। জানা গিয়েছে, গোলসি ১ নম্বর ব্লকের বুদবুদ থানার অন্তর্গত চাকতেতুঁল গ্রাম পঞ্চায়েত ও লোহা কৃষ্ণরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা ওই এলাকার সেচ খালের উপর জরাজীর্ণ সেতুর জায়গায় নতুন সেতু তৈরির দাবি জানিয়েছিলেন।

এলাকাবাসীর দাবি মেনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তিনটি সেতু নির্মাণের কাজ শুরু করিয়েছিলেন। সেই তিনটি সেতুর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। জানা গিয়েছে, তিনটি সেতু নির্মাণ করার জন্য প্রায় ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল রাজ্য সরকার। ওই তিনটি সেতু নির্মাণ হওয়ার ফলে বুদবুদ এবং পানাগড়ে আসার জন্য প্রায় কুড়ি থেকে ত্রিশটি গ্রামের মানুষ উপকৃত হয়েছেন। এছাড়াও এদিন সভা মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী পূর্ব এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলায় ৫৪৭ টি প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বর্ধমান আরামবাগ রোড সম্প্রসারণ। ২০০ টি ছাত্র এবং ২০০ টি ছাত্রীদের জন্য নতুন ছাত্রাবাস ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন, ৩৬ টি বিদ্যালয়ে ৩৬ টি বিজ্ঞান গবেষণাগার, ত্রিশটি গ্রন্থাগার নির্মাণ-সহ একাধিক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তিনি।

এছাড়াও প্রতচ্ছি প্রকল্পের অধীনে ৫১৯.৫৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ৩৯০ টি রাস্তা। বোতাম থেকে রায়না পর্যন্ত রাস্তা মেরামতের কাজ। কাটোয়া জেলা হাসপাতালে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট কোভিড হাসপাতাল, জেলার বেশ কয়েকটি পানীয় জলের প্রকল্প। ৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বর্ধমান মেডিক্যাল হাসপাতালের নব নির্মিত অক্সিজেন ম্যানুফোল্ড বিল্ডিং এবং ইউরোলজি মেশিন বসানোর কাজ, পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর সরকারি আইটিআই ওয়ার্কশপ বিল্ডিং-এর জন্য সম্প্রসারণের কাজ-সহ পানীয় জলের বেশ কিছু প্রকল্প নতুন জনসাস্থ্য ইউনিট-সহ একাধিক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তিনি।

রাহুলের ন্যায় যাত্রা নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করলেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরে চলছে জোর জল্পনা। তবে বুধবার বর্ধমান যাওয়ার আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একেবারে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্পষ্ট করে দিলেন জোটের অঙ্ক। জানিয়ে দিলেন, বাংলায় একলাই চলবে তৃণমূল। একইসঙ্গে মমতা বলেন, রাজ্যে কংগ্রেসের ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা আসছে। অথচ তাঁদের কেউ কিছু জানায়নি। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই ন্যায় যাত্রার প্রসঙ্গ তুলে বলেন, 'ওরা যে র‍্যালি করেছে একবারও অ্যাজ অ্যা ম্যাটার অব কার্সি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স হিসাবে আমাকে জানিয়েছে? দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি? না জানায়নি। সুতরাং আমার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করব না করব আফটার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি। তবে এখন কোনও চর্চা নেই।' তবে এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তীব্র ক্ষোভ উগরে দিলেও মঙ্গলবারই রাহুল গান্ধি সুসম্পর্কের কথাই বলেছিলেন। রাহুলের বক্তব্য ছিল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক খুবই ভাল। দলের সঙ্গেও সম্পর্ক ভাল। রাহুল বলেছিলেন, 'আমাদের যে আসন সমঝোতা তা নিয়ে আলোচনা চলছে। একটা সিদ্ধান্তে তো আসবেই। এটা নিয়ে এখন কিছু বলব না। তবে মমতাজির সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত এবং দলের সম্পর্ক খুবই ভাল সম্পর্ক। কখনও কখনও ওনাদের কেউ কিছু বলে দেন, আমাদের কেউ কিছু বলে দেন। এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। এর জন্য কোনও কিছু বিঘ্নিত হবে এমন নয়।' অথচ রাহুলের এই মন্তব্যের ২৪ ঘণ্টা কাটেনি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জোট নিয়ে স্পষ্ট বার্তা দিয়ে দিলেন।

বর্ধমান থেকে ফিরেই রাজভবনে গেলেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার বিকেলে সাড়ে ৫টা নাগাদ রাজভবনে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে দেখা করতে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, একাধিক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর। আলোচনায় থাকতে পারে আসন্ন বাজেটের প্রসঙ্গও। আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে পেশ হবে কেন্দ্রীয় বাজেট। এরপর রাজ্যেও হবে বাজেট অধিবেশন। তার আগেই রাজ্যপালের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা হতে পারে মমতার। রাজভবনের সঙ্গে রাজ্য সরকারের সংঘাত একাধিকবার প্রকাশ্যে এসেছে। সিভি আনন্দ বোস রাজ্যপাল থাকাকালীন কখনও উপাচার্য নিয়োগ, কখনও পঞ্চায়েত নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে সংঘাত সামনে এসেছে। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে একাধিকবার মুখ খুলতে দেখা গিয়েছে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে, পঞ্চায়েত নির্বাচন চলাকালীন রাজ্য নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন রাজ্যপাল। এখনও উপাচার্য নিয়োগ সংক্রান্ত মামলা চলছে সুপ্রিম কোর্টে। এরই মধ্যে রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ মমতার। ৪৫ মিনিট বৈঠক হয় মমতা ও রাজ্যপালের। বেরিয়ে মমতা জানিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, বৈঠক হয়েছে রাজ্যপালের সঙ্গে। ভালভাবে সেই বৈঠক হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বাংলায় জোট বাঁচাতে ড্যামেজ কন্ট্রোলে কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি: 'আমরা একা লড়ব। আমাদের সঙ্গে বাংলার ব্যাপারে কোনও সম্পর্ক নেই।' বুধবার বর্ধমানে যাওয়ার পথে ইন্ডিয়া জোট নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তাঁর এই একটি বাক্যেই রীতিমতো হইচই পড়ে গিয়েছে জাতীয় রাজনীতিতে। জোটকে কটাক্ষ করতে আসরে নেমে পড়েছেন বিজেপি নেতারা। আর এরই মধ্যে ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমেছে কংগ্রেস। বাংলায় আসন ভাগাভাগির আলোচনা সম্পূর্ণ ভেস্তে যাওয়ার ইঙ্গিত পেয়েই তাঁদের দাবি, 'মমতা ছাড়া ইন্ডিয়া জোট কল্পনাই করা যায় না'। তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া যে ইন্ডিয়া জোট সম্ভব নয়, প্রকারান্তরে সেই বার্তা দিয়েছেন ইন্ডিয়া জোটের অন্যান্য নেতারাও।

ঠান্ডার মধ্যেই নিম্নচাপের কবলে বাংলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার রাত থেকেই হালকা বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। বুধবার সকাল থেকেও একই ছবি। দিন কেটে সন্ধ্যা নামলেও মেঘলা আকাশের ছবিটা বদলালো না। দিনভর কলকাতা-সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় চলল হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম বাদ দিয়ে সব জেলায় হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। হাওয়া অফিস বলছে, বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প ঢুকছে বাংলায়। ঝাড়খণ্ড, তেলঙ্গানা ও ছত্তিশগড়ের উপর রয়েছে একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা। সেটাই ধীরে ধীরে কলকাতার উপর আসছে। সে কারণেই বৃষ্টির পরিমাণ বাড়ছে বলে মনে করা হচ্ছে।

১৯ দিন পর ভাঙা হল ১৯টি তালা

প্রস্তুতি নিয়েই শাহজাহানের ডেরায় ইডির ফের অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালিতে শাহজাহান শেখের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়ে বুধবারও পদে পদে বাধা পেয়েছে ইডি। এ বার বিক্ষুব্ধ জনতার মুখে তাদের পড়তে হয়নি ঠিকই, তবে বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়ে বার বার হোঁচট খেয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। কারণ, বাড়ির প্রায় সর্বত্র তালা দেওয়া ছিল। কোনও তালার চাবিই পাওয়া যায়নি। তালা ভেঙে চলেছে তল্লাশি। সেই সঙ্গে পাঁচটি জিনিস পাওয়া গিয়েছে শাহজাহানের বাড়ি থেকে।

ইডি সূত্রে খবর, শাহজাহানের বাড়িতে গিয়ে বুধবার মোট ১৯টি তালা ভাঙতে হয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে। দরজা ছাড়াও আলমারি, বিভিন্ন ড্রয়ারের তালা ভাঙা হয়েছে। যদিও খুব বেশি কিছু সেখানে পাওয়া যায়নি।

বুধবার সকাল সকাল সন্দেশখালিতে পৌঁছে গিয়েছিল ইডি। সকাল ৭টা ৪৫ মিনিট থেকে শুরু হয় শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান। বাড়িটি তালাবন্ধ ছিল। ইডি চাবির খোঁজ করেছিল, কিন্তু চাবি পাওয়া যায়নি। শাহজাহানের বাড়ির মূল ফটকে দু'টি তালা ভাঙে ইডি। এর পর বাড়িতে ঢুকে একের পর এক আলমারি, ড্রয়ার খোলার চেষ্টা করা হয়। বাড়িতে কোথাও সেই আলমারি বা ড্রয়ারের চাবি পাওয়া যায়নি। ফলে সেই তালাগুলিও এক এক করে ভাঙতে শুরু করেন কেন্দ্রীয় আধিকারিকেরা। মোট ১৯টি তালা ভাঙা হয়েছে। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, যে আলমারি এবং ড্রয়ারের তালা ভাঙা হয়, তাতে কিছু জামাকাপড় এবং গৃহস্থালির সরঞ্জাম ছাড়া বিশেষ কিছুই ছিল না। ওই বাড়ির এক তলার একটি ঘর থেকে কিছু নথি পাওয়া যায়। এ ছাড়া ছিল ৫০০ টাকার পুরনো পাঁচটি নোট, যা বর্তমানে অচল। সেগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

শাহজাহানের বাড়িতে ছ'জন ইডি কর্তার সঙ্গে স্থানীয় দু'জনও সাক্ষী হিসাবে ঢুকেছিলেন। ইডির তরফে সাক্ষী ছিলেন তিন জন। এ ছাড়া, এক জন ইডির ভিডিওগ্রাফার ছিলেন। দুপুর ২টো পর্যন্ত তাঁরা বাড়ির ভিতরে ছিলেন। তল্লাশি অভিযান শেষ করে তাঁরা বাড়িটি সিল করে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে 'নিখোঁজ' নেতাকে আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে কলকাতায় হাজিরা দিতে বলে নোটিস সেঁটে দিয়ে এসেছেন বাড়ির দরজায়। আগামী ২৯ তারিখ সকাল ১১টার মধ্যে শাহজাহানকে ইডি দপ্তরে হাজিরা দিতে হবে। গত ৫ জানুয়ারি রেশন 'দুর্নীতি'কাণ্ডে তাঁর বাড়িতে তল্লাশি অভিযানে গিয়েছিল কেন্দ্রীয় সংস্থা। সে দিন ইডি আধিকারিকেরা নেতার বাড়িতে ঢুকতেই পারেননি। উল্টে বাড়ির বাইরে তাঁরা আক্রান্ত হন। নেতার অনুগামীরা ইডি আধিকারিকদের উপরে চড়াও হন এবং তিন জনকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বুধবার প্রস্তুত হয়েই সন্দেশখালিতে পা রেখেছিল ইডি। আবার যাতে তাদের বিক্ষুব্ধ জনতার রোষের মুখে পড়তে না হয়, তার জন্য বুধবার ইডির সঙ্গে ছিল পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী। আদালতে ইডি সন্দেহ প্রকাশ করে, সে দিন শাহাজাহান বাড়িতেই ছিলেন। ভিতর থেকে ফোন করে ইডির বিরুদ্ধে বাইরে লোক জড়ো করেন তিনি। তার পর পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যান। এখনও তাঁকে ধরা যায়নি।

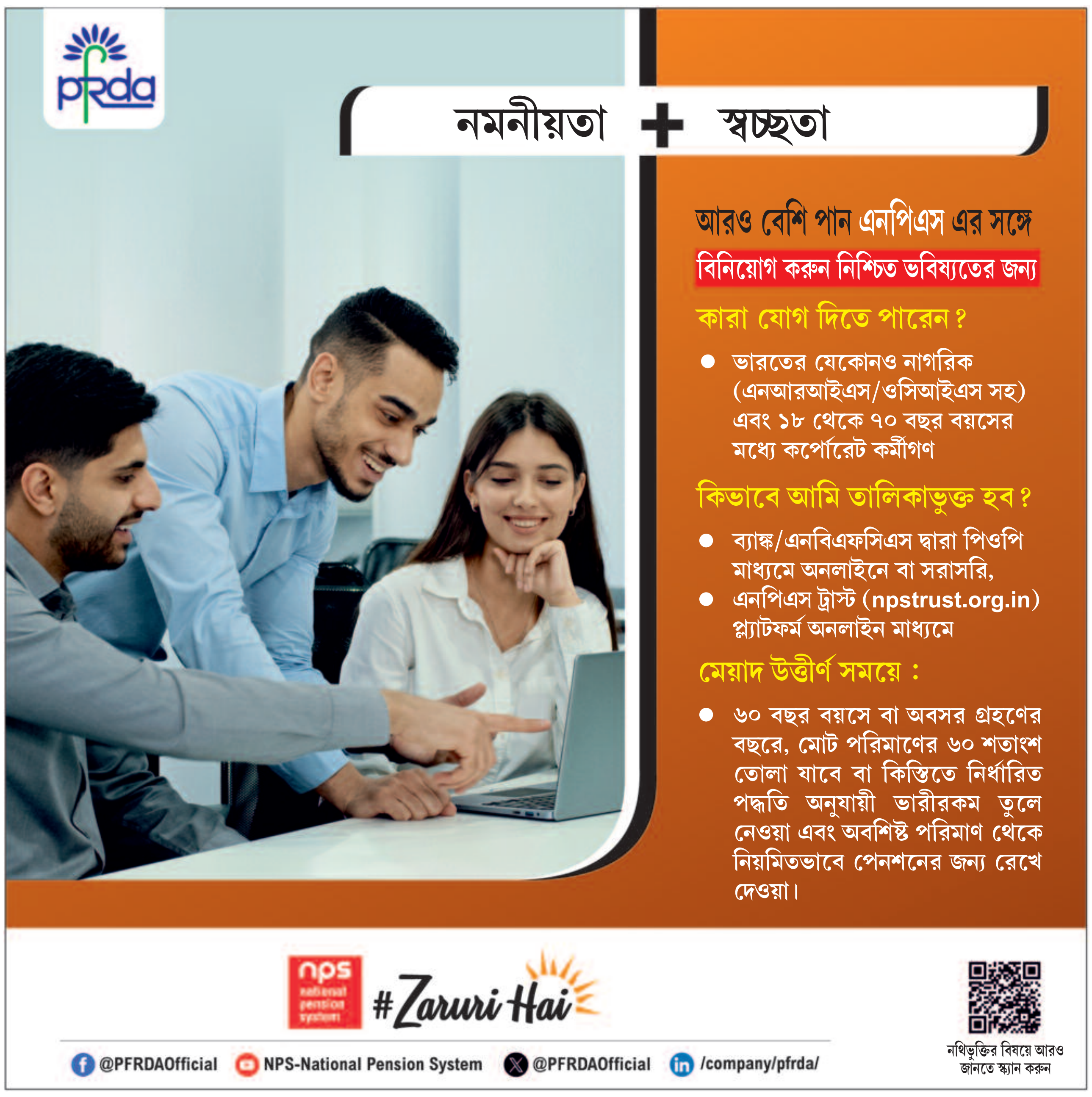

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৯/১২/২৩ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতা কোর্টে এফিডেভিট বলে Debashis Sarkar ও Debashish Sarkar S/o. Pratul Chandra Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৭/০১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৮০ নং এফিডেভিট বলে Alok Sadhukhan S/o. Narayan Chandra Sadhukhan ও Alok Sadhukhan S/o. N. Sadhukhan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৫/০১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৮২ নং এফিডেভিট বলে Bhuti Prasad Das S/o. Jugal Kishor Das ও Bhuti Pr. Das S/o. J. K. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/০১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০২ নং এফিডেভিট বলে Pallab Kumar Nandan S/o. Nalin Chandra Nandan ও Pallab Kr. Nandan S/o. N. Ch. Nandan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/০১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৪৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Mansur Ali & Sk. Syed Mansur Ali S/o. Mahammad Ali, আমার স্ত্রী Abeda Bibi W/o. Mansur Ali & Abeda Khatun W/o. Sk. Syed Mansur Ali ও আমার কন্যা Sohana Khatun D/o. Mansur Ali & Abeda Bibi & Mst. Sohana Khatun D/o. Sk. Syed Mansur Ali & Abeda Khatun সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৮৩১৯১৯৭৯১ ৯৩৩১০৫৯০৬০ ৯০০৭২৯৯৩৫৩ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

E-Tender

E- Tenders are invited by the Prodhan, Karimpur- I Gram Panchayat (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Karimpur, Nadia. **NIET No. E30/KGP-I/2023-24.** Last date of submission **07.02.2024 up to 5p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/- Prodhan,
Karimpur- I Gram Panchayat.**

E-Tender

E- Tenders are invited by The Prodhan, Chhitka Gram Panchayat (Under Tehatta- I Panchayat Samity), Vill & P.O- Chhitkadaspara, Nadia. **NIET No- ET- 27/15TH FC (UNITED)/ CHH/23-24, ET-28/15TH FC (ITED)/CHH/23-24,** Last Date of submission - **04.02.2024 upto 11a.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/- Prodhan,
Chhitka Gram Panchayat.**

E-Tender

Sealed tenders are invited by the Prodhan, Rahamatpur Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Goas, Nadia. MEMO **NO- RGP/47/15thFC Tied (11)/ 2024,** Last date of application **22.01.24 upto 3p.m.** For details please contact to the office.

**Sd/- Prodhan,
Rahamatpur Gram Panchayat.**

দলিল হারিয়েছে

মূল হস্তান্তর স্বত্ব দলিল তারিখ ১৩/০৪/২০০৫ সংশ্লিষ্ট ফ্ল্যাট পরিমাণ আনুমানিক **ফ্ল্যাট নং "৩এ", চতুর্থ তলে, দক্ষিণ-পূর্ব** দিকে পরিমাণ আনুংানিক **৫২০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া** কমবেশি "ডলফিন অ্যাপার্টমেন্ট" নামক বহুতল ভবনে অবস্থিত **মৌজা : ইছাপুর,** জেএল নং ৩, আরএস নং ৮৯, তৌজি নং ৬১৭স এলওপি নং ১১৭স ২৬৩, আরএস দাগ নং ৩২৯৫ (অংশ) ৩২৯১ (অংশ), ৩০০২ (অংশ), হোল্ডিং নং ৮৭৫/২, থানা : নোয়াপাড়া, ওয়ার্ড নং ৭, উত্তর বারাকপুর পুরসভা অধীন, রেজিস্ট্রেশন অফিস এডিএসআর বারাকপুর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, উক্ত জমির চৌহদ্দি : ১৬ ফুট পুর সড়ক, দক্ষিণে : এলওপি নং ১১৬/এ, পূর্বে : এলওপি নং ১০৬/এ, পশ্চিমে : পুর সড়ক এবং যথাযথভাবে রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বারাকপুর অফিসে, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ৭০, পৃষ্ঠা ১৭ থেকে ৩৮, দলিল নং **২৩০৪-২০০৫** সালের এবং উক্ত দলিল হারিয়ে এবং স্থানান্তরিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি জেনারেল ডায়েরি **জিডিই নং ১৪৫-১৯/০১/২০২৪ তারিখে** নোয়াপাড়া থানায় আমার মক্কেল **অর্পিতা বিশ্বাস** দাখিল করেছেন। উক্ত দলিল কোনও ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখা হয়নি। আমার মক্কেল সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দলিলটি ব্যাঙ্কে বন্ধক রেখে ঋণসুবিধা পেতে আগ্রহী। কোনও ব্যক্তি উক্ত দলিল পেয়ে থাকলে বা কোন দাবি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে দাবি দাখিল করতে পারেন, অন্যথায় ব্যর্থ হলে পরবর্তীতে কোনও দাবিই গ্রাহ্য হবে না।

সুরজিৎ পাল, অ্যাডভোকেট
বারাসত জেলা আদালত
মো :নং : ৮২৪০৫৫৪১০৫

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of Ld. Civil Judge (Jr. Divn.), Ghatal (District Delegate) District - Paschim Medinipur
J. Misc Case No.- 15/2023

১। শ্রী গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য, ২। শ্রী শংকর চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সর্ব্ব পিতা মৃত শক্তিনাথ ভট্টাচার্য্য সর্ব্ব সাং- রসিকগঞ্জ, পোঃ- নিমতলা, থানা- দাসপুর, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর। ৩। শ্রীমত্যা শিবানী চট্টোপাধ্যায়, স্বামী মৃত বিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায় সাং ও পোঃ- ইড়পালা, থানা- ঘাটাল, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর। ৪। শ্রীমত্যা অপর্ণা পান্ডে, পিতা মৃত শক্তিনাথ ভট্টাচার্য্য সাং- রসিকগঞ্জ, পোঃ-নিমতলা, থানা- দাসপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর।

...দরখাস্তকারীগন

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারীগন দাসপুর থানার অন্তর্গত রসিকগঞ্জ (গাদিঘাট) গ্রামনিবাসী মৃত গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য, পিতা মৃত শক্তিনাথ ভট্টাচার্য্য এর ওয়ারিশ বিধায় The District Inspector of School (S.E.), Paschim Medinipur P.O.- Midnapore, District- Paschim Medinipur মহাশয়ের নিকট হইতে উক্ত মৃত গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য এর Death Gratuity বাবদ প্রাপ্য মোট ১২,০০,০০০/- with interest আদায়ের জন্য Succession Certificate এর প্রার্থনায় উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছে। তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ইং ০৯-০২-২০২৪ তারিখ সকাল ১০ ঘটিকায় আদালতে স্বয়ং বা এ্যাডভোকেটবাবুর মাধ্যমে আপত্তি প্রদান করিবেন, অন্যথা আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হইবে।

**অনুমত্যানুসারে
প্রদীপ বেরা
সেরেস্তাদার
ঘাটাল সিভিল জজ (জুনিঃ ডিভিশন) আদালত
০৪-০১-২০২৪**

বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১. অমিত নিয়োগী, পিতা- স্বর্গীয় রঞ্জিত নিয়োগী ২. অপূর্ব চ্যাটার্জী, পিতা- স্বর্গীয় নিতাই চন্দ্র চ্যাটার্জী ৩. মহম্মদ ইমরান আল নূর, পিতা- মরহুম মহম্মদ নাজিমউদ্দিন ৪. দেবাশীষ ঘোষাল, পিতা- মহাদেব ঘোষাল ৫. সুরজিৎ চক্রবর্তী, পিতা- সৌরভ চক্রবর্তী এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা চুঁচুড়া আদালতে ল'ক্লার্কস শিক্ষানবিশ হিসাবে দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করিয়া আসিতেছি। আমরা ল'ক্লার্ক লাইসেন্স পাইবার জন্য চেয়ারম্যান ল'ক্লার্কস স্টেট কাউন্সিলে আবেদন করিয়াছি। এ ব্যাপারে যদি কাহারো কোনো আপত্তি থাকে তাহলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে তাহা জানাইবেন।

বিজ্ঞপ্তি

In The Court of District Delegate Hooghly at Chinsurah.
Ref: Act 39, Succession Case no. 63/2021

দরখাস্তকারী ঃ ১) সেখ আব্দুল গনি, ২) সেখ আব্দুল ওহাব, উভয়ের পিতা- মরহুম আব্দুল মাজেদ, উভয়ের সাং কোড়লা, পোঃ- দেবানন্দপুর, খানা- পোলবা, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১২৩।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা হইতেছে যে স্বর্গীয় মোসাম্মত আল্লারাখী বিবি, স্বামী মরহুম রমজান আলী, ১৯৯৫ সালে ডি.এস.আর. হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত উইলনামা অনুসারে পোলবা থানার অন্তর্গত কোড়লা মৌজা, জে.এল. নং ৬৮, হাল খতিয়ান ২৬৭ ও ৩৩ কৃ খতিয়ান ভুক্ত স্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে উইলনামা সম্পাদন করিয়াছেন। উক্ত উইলনামা প্রবেটের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত দরখাস্তকারীদ্বয় অত্র মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোনরূপ আপত্তি থাকিলে তা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে স্বয়ং অথবা উকিলবাবু মারফৎ আদালতে জানাবেন। অন্যথায় মোকর্দ্দমাটি একতরফা বিচার হইয়া নিস্পত্তি হইবে।

সেখ আব্দুল গনি ও সেখ আব্দুল ওহাব এর পক্ষে
প্রভাকর রায়
(আইনজীবি)

জেলা ডেলিগেট আলালতের পক্ষে
শ্রী চরন সিং
সেরেস্তাদার
District Delegate
Hooghly at Chinsurah.

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৫ শে জানুয়ারী । ১০ মাঘ, বৃহস্পতিবার। পূর্ণিমা তিথী। জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা ও বিংশোত্তোরী বৃহস্পতি র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বিপাদ দোষ ।

মেষ রাশি : বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বাণিজ্যে ধন লাভ নিশ্চিত। বাণিজ্যের নতুন সুযোগ বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। যারা মেকানিক্যাল কর্মে আছেন বা যন্ত্রাংশ বিক্রির ব্যবসা করেন তাদের শুভ ।যারা প্রশাসনিক কর্মে রয়েছেন, তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। প্রতিবেশী সহ সুন্দর অবস্থান। ভগবান শ্রী গনেশ জী চরণে দুর্বা দিন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : বৃহস্পতিবার যারা প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা দিচ্ছেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। দাম্পত্য এবং বিবাহিত জীবনে শান্তির বাতাবরণ ।প্রেমিক যুগল, অতীব শুভ দিন, ছোট ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। যারা লেখ ।লেখি করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মে উর্ধ্বতন কর্মচারীর সহায়তা লাভ ।প্রবীন নাগরিকের শরীর সুস্থতার দিকে । মহাশক্তি মা কলী মন্ত্র উচ্চারণ শুভ।

মিথুন রাশি : নতুন সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন। বিক্রয় প্রতিনিধিদের দিনটি শুভ যাবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। তৃতীয় ব্যক্তির সাথে যে বিবাদ ছিল আজ তা মিটে যাবে। সন্ধ্যার পর কোন প্রতিশ্রুতি না দেওয়াই ভালো। আজ নতুন এক সম্ভাবনাময় দিন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ ।ভগবান শিবের চরণে বেলপাতা প্রদান।

কর্কট রাশি : পুরাতন বন্ধু বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। পরিবারের সম্পত্তি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে গোলযোগ ছিল, তা সমস্যা সমাধানের দিকে যাবে। কোন আইনের লড়াইয়ে আপনি প্রবীণ মানুষের সহায়তা পাবেন। সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যদি ইমারতীর দ্রব্য বা ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্যের ব্যবসা করেন তবে অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন

সিংহ রাশি : আজ বৃহস্পতিবার যারা কর্মের অনুসন্ধানে আছেন তাদের আজকের দিনটি শুভ নয়। ব্যাংক ইন্সুরেন্সে দৌড়াদৌড়ি হবে, ছুটোছুটি হবে কিন্তু কাজটি না হওয়ার যোগ। বিবাহের ব্যাপারে পরিবারে যে পাকা কথা হওয়ার ছিল তা বাধা পড়বে। সম্পত্তির বিষয়কে কেন্দ্র করে মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে, ভগবান শ্রী নারায়ন দেবের চরণে ১০৮ তুলসী দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : শুভ যোগাযোগ হবে। বাণিজ্যে অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের ক্ষেত্রে শুভ। গৃহবধূ ও প্রবীণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে অতীব শুভ দিন। বিবাদের আশঙ্কা আছে তবে ধৈর্য সহ কথা শুনলে, বিবাদের আশঙ্কা নেই ।যারা বস্ত্রের ব্যবসায়ী তাদের অর্থ লাভ নিশ্চিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে তুলসীপত্র দিয়ে পূজা পাঠ করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ সতর্ক থাকতে হবে, পুরাতন বান্ধবের থেকে। আজ সতর্ক থাকতে হবে, বাণিজ্য বিষয়ে। যে মানুষটি কথা দিয়েছিলেন নতুন কিছু শুরু করার সেই বিষয় কোন বাধা পড়বে। কোন কিছু না পড়ে সই করা যাবে না। বিদ্যার্থীরা ধৈর্য ধরো, শুভ দিন আসন্ন। যারা ইমারতী দ্রব্যের ব্যবসা করেন, তাদের ধৈর্য ধরা শুভ। ভগবান শ্রী গনেশের চরণে দুর্বা প্রদান করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : বৃহস্পতিবার ছোট ভ্রমণের দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। প্রবীণ দ্বারা পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। হঠাৎ অর্থ প্রাপ্তি প্রবল সম্ভাবনা। যারা বিদ্যালয়ে বা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকতা করেন, তাদের নতুন সুযোগ বৃদ্ধি। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদেরও সুযোগ বৃদ্ধি হবে। বিবাহের ব্যাপারে পরিবারে কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা । মা দুর্গার চরণে নারিকেল প্রদান করুন শুভ হবে।

ধনু রাশি : শুভদিন। যে বান্ধবের দ্বারা কাজটি হওয়ার কথা ছিল, আজ তা সম্পূর্ণ হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছোট ভাই বা পরিবারে কনিষ্ঠ স্বজন দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যাকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি তা পালন করার জন্য অর্থ প্রাপ্তি সম্ভাবনা। মা দুর্গার চরনে লাল পুষ্প দান করুন।

মকর রাশি : বৃহস্পতিবার যারা গাড়ির যন্ত্রাংশ ব্যবসা করেন, তাদের শুভ দিন। যারা গাড়ি কেনা বেচা করেন তাদেরও শুভ দিন। যারা বিদ্যার্থী তাদের শুভ দিন ।বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সহায়তা লাভ অনাত্মীয় প্রতিবেশী দ্বারা সহায়তা লাভ। প্রতিদিন শনি মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : সামান্য তর্ক-বিতর্ক হবে। মানসিক ভাবে শক্তিশালী হলে এই বিতর্ক দানা বাঁধবে না। এক বান্ধবীর দ্বারা সমস্যা মুক্তির পথ আছে। ব্যবসায়ীদের ধৈর্য প্রয়োজন। যারা খাদ্য দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের আজ রিস্ক না নেওয়া শুভ। দেব-দেব মহাদেবের চরণে বিল্লপত্র প্রদান করুন শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ বৃহস্পতিবারএগিয়ে চলুন, এক নতুন সংযোগের দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। বাড়ির সম্পত্তি ভূমি বিক্রয় বা ক্রয়ের জন্য শুভ দিন। সন্তানের কোন চাহিদা পূরণ করতে পারেন। ধৈর্য ধরুন আগামীতেও শুভ ফল পাবেন। ভগবান গনেশ জী চরণে দূর্বা দিন, হলুদ রঙের লাড্ডু প্রসাদ রূপে দিন ভালো হবে।

(মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভূমিষ্ঠ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা মানুষের কাছে পৌঁছনো গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভি কে সিং

চেন্নাই, ২৪ জানুয়ারি: কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা মানুষের কাছে পৌঁছনো দরকার, বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভি কে সিং এই মন্তব্য করেন। কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও বেসামরিক বিমান চলাচলের প্রতিমন্ত্রী ভি কে সিং সাধারণ মানুষের স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রকল্পগুলির প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেছেন। তিনি বুধবার তিরুনেলভেলি শহরের কাছে রাজাবল্লীপুরমে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে একথা বলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সিং কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য তিরুনেলভেলি শহরের কাছে রাজাবল্লীপুরমে আয়োজিত বিকাশ ভারত সংকল্প যাত্রায় অংশ নেন। তিনি জানান, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীর দাবি অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার প্রচারের জন্য কাজ করছে না। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্য হল এই যাত্রার দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পের সুফল জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এরসঙ্গে প্রচারের কোনও সম্পর্ক নেই। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও জানান, কেন্দ্রীয় সরকার জনগণের সুফলের কারণে দরকারি প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে। রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারগুলিকে নিখুঁত সমন্বয়ে কাজ করা উচিত যাতে মানুষ প্রকল্পগুলির সুবিধা পেতে পারে।

ওড়িশায় প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে নিরাপত্তায় কড়াকড়ি

ভুবনেশ্বর, ২৪ জানুয়ারি: প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে ওড়িশার মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। ওড়িশার ডিজিপি অরুণ কুমার সারাঙ্গি জানিয়েছেন, ওড়িশায় প্রজাতন্ত্র দিবসের জন্য ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয়ে ঢেকে ফেলা হয়েছে ওড়িশার মাওবাদী প্রবণ এলাকাগুলিকে। ভিভিআইপিদের নিরাপত্তার জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ডিজিপি অরুণ কুমার সারাঙ্গি আরও জানিয়েছেন, যান চলাচল নির্বিঘ্নে হওয়ার জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যান চলাচলে যাতে কোনও রকম অসুবিধা না হয় সেজন্য বিশেষ কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। নাশকতা বিরোধী দলও ওই সব এলাকায় মোতায়েন করা হচ্ছে। মাওবাদী প্রবণ এলাকাগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থার সঙ্গে বিশাল পুলিশ বাহিনীকেও নিযুক্ত করা হচ্ছে। যে কোনও ধরনের নাশকতা রুখতে সজাগ রয়েছে ওড়িশা পুলিশ।

টিআইএল লিমিটেডকে অধিগ্রহণ করল গেনওয়েল গ্রুপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গেনওয়েল গ্রুপ তাদের গ্রুপের অন্তর্গত কোম্পানি, ইন্দোক্রেস্ট ডিফেন্স সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড এর মাধ্যমে ভারতের অন্যতম ইনফ্রা ইকুইপমেন্ট নির্মাতা টিআইএল (পূর্বতন ট্র্যাক্টর্স ইন্ডিয়া) সিংহভাগ অংশীদারিত্ব অধিকার পেল। মেক-ইন-ইন্ডিয়া কনগ্লোমারেট গেনওয়েল গ্রুপের খ নিজ উত্তোলন, নির্মাণ, শক্তি, প্রতিরক্ষা, রেলওয়ে এবং ভারী যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি রয়েছে। এই অধিগ্রহণের ফলে টিআইএল-এর বৃদ্ধি দ্রুততর হবে এবং তার ইতিমধ্যেই শক্তিশালী ক্রেন, রিচ স্ট্যাকার, মেটিরিয়াল হ্যান্ডলিং ও প্রতিরক্ষার যন্ত্রপাতির অর্ডার বুক আরও জোরদার হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বুধবার টিআইএল-এর ডিরেক্টর হিসাবে নিযুক্ত হওয়া গেনওয়েল গ্রুপের প্রোমোটার সুনীলকুমার চতুর্বেদী টিআইএল-এর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদে বসলেন। এর পাশাপাশি গেনওয়েল গ্রুপ ছয় সদস্যের বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স নিয়োগ করেছে।

ফরিদাবাদ জেলাকে ২৭০ কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কাজ উপহার দিয়েছেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী

ফরিদাবাদ, ২৪ জানুয়ারি: হরিয়ানার ফরিদাবাদ জেলাকে ২৭০ কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কাজ উপহার হিসেবে দিয়েছেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর। বুধবার হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর ফরিদাবাদ জেলায় ১৫টি প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। এর মধ্যে সাতটি উদ্বোধন ও আটটি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে বুধবার মিনি সচিবালয়ের ১২ নম্বর সেক্টরের সভাকক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ক্যাবিনেট মন্ত্রী মুলচাঁদ শর্মা মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লালকে এজন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। এদিনের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হরিয়ানার ক্যাবিনেট মন্ত্রী মুলচাঁদ শর্মা। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সীমা ত্রিখা, বিধায়ক নরেন্দ্র গুপ্তা, ডিসি বিক্রম সিং এবং হরিয়ানা নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ফরিদাবাদের প্রশাসক গরিমা মিত্তল সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা। হরিয়ানার উচ্চশিক্ষা ও পরিবহণ বিভাগের ক্যাবিনেট মন্ত্রী মুলচাঁদ শর্মা জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল ফরিদাবাদ সহ হরিয়ানাকে ২০৩৪ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প উপহার হিসেবে দিয়েছেন। এরমধ্যে সবচেয়ে বড় ২৭০ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প।

ব্রহ্মচারিণী কৃষ্ণপ্রিয়া দেবীর (বড়মা) স্মরণ সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি হাওড়া: দাশনগরের বালটিকুড়ি সদানন্দ মঠে শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের প্রিয় শিষ্যা ব্রহ্মচারিণী কৃষ্ণপ্রিয়া দেবীর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হবে শুক্রবার ২৬ জানুয়ারি।

সীতারামদাসজির অত্যন্ত স্নেহধন্য এবং বড়মা হিসেবে সমধিক পরিচিত কৃষ্ণপ্রিয়া দেবী ওঙ্কারনাথদেবের ভক্তদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন তাঁর সকলকে আপন করে নেওয়ার স্বভাবের জন্যই।

সম্প্রতি তিনি পরলোক গমন করেছেন। তাঁর স্মরণে শুক্রবার ২৬ জানুয়ারি সারাদিনব্যাপী নামকীর্তন, ধর্মকথা, পূজাপাঠ এবং প্রসাদ বিতরণের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের পৌরহিত্য করবেন কিঙ্কর শ্যামানন্দজি মহারাজ। এই উপলক্ষে কিঙ্কর জীবানন্দ মহারাজের জীবনীগ্রন্থ আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করবেন শ্যামানন্দজি।

ইউকো ব্যাংকের ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২৩-এর অক্টোবর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফল ঘোষণা করল ইউকো ব্যাংক। ইউকো ব্যাংকের তরফ থেকে বুধবার এই প্রসঙ্গে জানানো হয়, তাদের মোট ব্যবসা গত বছরের তুলনায় ১০.৪৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অঙ্কের নিরিখে তা ৪৩৫৪৫৬ কোটি টাকায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। যেখানে বার্ষিক আয় বৃদ্ধির হার ১৮.৬৩ শতাংশ। এদিকে আমানত বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৫.৩৮ শতাংশ। টাকার অংকে তা ২৫৬২৬১ কোটি টাকা। খুচরো, কৃষি ও অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ ক্ষেত্রেও ব্যাঙ্কের অগ্রগতি নজরে এসেছে। শতাংশের বিচার তা ১৭.৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং টাকার অঙ্কে এই বৃদ্ধি ৯৩৭২০ কোটি টাকা। এনপিএ- মোট এনপিএ-এর পরিমাণ ১৭৮ বিপিএস কমেছে। একইসসঙ্গে পরিসংখ্যান দিয়ে এও জানানো হয়েছে যে, ৩১.১২.২০২০-২২-এর ৩১.১২.২০২০-২২২-এর হিসাবে মোট ব্যবসা ১০.৪৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ৩১.১২.২০২০-২২ পর্যন্ত মোট আমানতের পরিমাণ ৫.৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৫৬২৬১ কোটি টাকা হয়েছে। ৩১.১২.২০২০-র ৩১.১২.২০২৩ টাকা থেকে ২৪৩১-১৭০ কোটি টাকা পর্যন্ত মোট আমানতের পরিমাণ ৫.৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৫৬২৬১ কোটি টাকা হয়েছে।

ভর্তি শুরু হচ্ছে শিব নাদার ইউনিভার্সিটিতে

কলকাতা: ভারতের তরুণতম ইনস্টিটিউশন অফ এমিনেন্স (আইওই), শিব নাদার ইউনিভার্সিটি, দিল্লি-এনসিআর ২০২৪-২৫ বর্ষের জন্য ভর্তি শুরু করেছে। ইঞ্জিনিয়ারিং, ন্যাচারাল সায়েন্স, ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অন্ত্রপ্রনিওরশিপ এবং হিউম্যানিটিজ অ্যান্ড সোশাল সায়েন্স, এই চারটি বিভাগেই বিশ্ববিদ্যালয়টি আবেদন গ্রহণ করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে http-//www.snu.edu.in/home আবেদনপত্র পাওয়া যাচ্ছে। নিজের নিজের স্কুলে ১২ গ্রেডে পড়াশোনায় শীর্ষস্থানীয় শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়টি ২০২৪-২৫-এর জন্য একটি নতুন বৃত্তি শুরু করেছে। বৃত্তি সম্বন্ধে বিশদে এখানে জানতে পারা যাবে https-//snuadmissions.com

বুধবার কলকাতায় ডঃ পার্থ চ্যাটার্জি, শিব নাদার ইউনিভার্সিটি, দিল্লী এনসিআর-এর ডিন অফ অ্যাকাডেমিকস ও অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর মন্তব্য করেন, 'আমাদের সকল কর্মসূচির ক্ষেত্রেই কলকাতা থেকে উচ্ছসিত সাড়া পেয়ে আমরা অভিভূত এবং প্রতি বছরই আবেদনের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে।'

রামলালার দর্শনে ভিড় উপচে পড়ছে অযোধ্যায়

অযোধ্যা, ২৪ জানুয়ারি: শ্রী রামমন্দির ও রামলালার দর্শনের জন্য ভক্তদের ভিড় উপচে পড়ছে রামনগরী অযোধ্যায়। রামলালাকে দেখতে দূরদূরান্ত থেকে এখন অযোধ্যায় আসছেন ভক্তরা, ভক্তদের ভিড় সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে পুলিশ ও প্রশাসন। তবে, ভক্তদের যাতে কোনও রকম সমস্যা না হয়, সে জন্য পুলিশ ও প্রশাসন তৎপর রয়েছে। রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার তৃতীয় দিন, বুধবার ভোর থেকেই রামপথে ভিড় বাড়তে থাকে ভক্তদের।

ভগবান শ্রীরাম ও শ্রী কৃষ্ণের পদধূলিতে পবিত্র হয়েছে উত্তর প্রদেশ: যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ২৪ জানুয়ারি: ভগবান শ্রীরাম ও ভগবান শ্রী কৃষ্ণের পদধূলিতে পবিত্র হয়েছে উত্তরপ্রদেশ, বুধবার রাজ্যের স্থাপনা দিবসে এই মন্তব্য করেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি রাজ্যের মানুষকে 'উত্তর প্রদেশ দিবস'-এর শুভেচ্ছা জানিয়ে একথা উল্লেখ করেন। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বুধবার 'উত্তরপ্রদেশ দিবস' উপলক্ষ্যে সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ রাজ্যের জনগণকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

তাঁর বার্তায় তিনি অযোধ্যায় মর্যাদা পুরুষোত্তম রাম এবং শ্রী কৃষ্ণের কথা উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি তিনি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় 'আত্মনির্ভর উত্তর প্রদেশ' করার কথাও বলেছেন। যোগী আদিত্যনাথ এক্স-এ লিখেছেন 'উত্তর প্রদেশ দিবসে' রাজ্যের সমস্ত বাসিন্দাদের আন্তরিক অভিনন্দন। ভক্তি, শক্তি এবং সংস্কৃতির রাজ্য উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রী রাম এবং লীলাধারী ভগবান শ্রী কৃষ্ণের পায়ে শুদ্ধ হয়েছিল। তিনি আরও লিখেছেন, আসুন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্দেশনায় 'আত্মনির্ভর উত্তর প্রদেশ' গড়তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই।

ইউক্রেনকে বেহিসাব সামরিক সহায়তার ফলে আমেরিকার অর্থনীতিতে প্রভাব!

ওয়াশিংটন, ২৪ জানুয়ারি রণক্ষেত্রে রাশিয়াকে পালটা মার দিচ্ছে ইউক্রেন। এতে কোনও সন্দেহ নেই আমেরিকার অস্ত্রবলেই এতটা আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছে কিয়েভ। কিন্তু 'বন্ধু' দেশকে বিপুল পরিমাণ সামরিক সাহায্যের জন্য ভাঁড়ারে টান পড়েছে ওয়াশিংটনের। অতিরিক্ত সহায়তা বন্ধের পক্ষেই সরব হয়েছেন সে দেশের বহু জনপ্রতিনিধি। এই প্রেক্ষিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের আশঙ্কা, যদি কিয়েভকে সামরিক সাহায্য করা বন্ধ করে দেয় মার্কিন প্রশাসন, তাহলে জয় হবে রাশিয়ার।

সূত্রে খবর, হোয়াইট হাউসের এক সম্মেলনে মার্কিন কংগ্রেসের নেতাদের কাছে রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধের বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়। যদি আমেরিকা বিভিন্ন যুদ্ধাস্ত্র, সাঁজোয়া গাড়ি ও অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম কিয়েভকে দেওয়া বন্ধ করে দেয় তাহলে তার পরিণতি ভয়ংকর হবে। রণক্ষেত্রে এগিয়ে যাবে রাশিয়া। ধরাশায়ী হবে ইউক্রেন। এই আশঙ্কাও তাঁদের কাছে প্রকাশ করা হয়। মিত্রদেশকে সাহায্য করার জন্য আরও ৬০ বিলিয়ন ডলারের তহবিলের অনুরোধ জানিয়েছে বাইডেন প্রশাসন। যা নিয়ে কংগ্রেসের অন্দরে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। ইউক্রেনকে ফের সাহায্য করা নিয়ে বিরোধিতা করেছেন রিপাবলিকানরা।

ওয়াকিবহাল মহল বলছে, ইউক্রেনকে বেহিসাব সামরিক সহায়তার ফলে আমেরিকার অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। বিশেষ করে এই সহায়তা নিয়ে আমেরিকার অন্দরেই চরম অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। এমনিতেই মুদ্রাস্ফীতিতে জেরবার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের দেশ। এমতবস্থায় ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধে অতিরিক্ত অর্থসাহায্য বন্ধের পক্ষেই সওয়াল করছেন সে দেশের বহু জনপ্রতিনিধি।

সম্প্রতি রয়টার্স-ইপসোস প্রকাশিত এক রিপোর্ট বলা হয়েছিল, ইউক্রেনকে অস্ত্র সরবরাহ করা নিয়ে আমেরিকার প্রধান দুই রাজনৈতিক দলে সমর্থন কমে আসছে।

ডিএ আন্দোলনকারীদের আমরণ অনশনে হস্তক্ষেপের আর্জি, শুভেন্দুর চিঠি রাজ্যপালকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বকেয়া ডিএ-র দাবিতে চলছে আন্দোলন। অনশনে বসেছেন চার জন আন্দোলনকারী। এবার এ বিষয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে চিঠি পাঠালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যপালকে চিঠি লিখলেন শুভেন্দু অধিকারী। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের চার জন সরকারি কর্মচারী গত কয়েকদিন ধরে বকেয়া ডিএ-র দাবিতে আমরণ অনশনে বসেছেন। কেন্দ্র যে হারে তাদের কর্মীদের ডিএ দেয়, সেই হারে রাজ্য সরকারকেও ডিএ দিতে হবে, এই দাবিকে সামনে রেখে যৌথ সংগ্রামী মঞ্চ গড়েছেন বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি কর্মীরা। প্রায় এক বছর ধরে এই মঞ্চ কেন্দ্রের সমহারে ডিএ-র দাবিকে সামনে রেখে অবস্থান আন্দোলন করছে।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার সেই অনশন মঞ্চে যান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এরপর বুধবার রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসকে চিঠি লিখে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ করার জন্য আবেদন জানালেন শুভেন্দু। এদিকে এক্স হ্যান্ডেলে শুভেন্দু অধিকারী লেখেন, 'সংগ্রামী যৌথমঞ্চের চার জন সদস্য আমরণ অনশনে বসেছেন। তাঁরা কেন্দ্রের হারে রাজ্যের কাছে ডিএ-র দাবি করেছেন। আমি এ নিয়ে রাজ্যপালকে চিঠি লিখেছি।'

সূত্রের খবর, চিঠিতে শুভেন্দু রাজ্যপালকে জানান, বুধবার চতুর্থদিন এই অনশনের। চার দিনে

পড়া আমরণ অনশনে অনেকেরই শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হচ্ছে বলে রাজ্যপালকে জানান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি চান, বিষয়টি দেখুন রাজ্যপাল। যেহেতু অনশন অবস্থান, ফলে চার জনের শারীরিক অবস্থাও বিশেষ নজরে রাখা দরকার বলেও জানান তিনি। যে কোনও সময় অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন তাঁরা। বিরোধী দলনেতার বক্তব্য, একটি মেডিক্যাল টিম প্রস্তুত রাখা দরকার। এই কারণে চিকিৎসক ও নার্সদের একটি টিমও অনশন মঞ্চে যাতে পাঠানো হয় সে বিষয়েও রাজ্যপালের কাছে আবেদন করেন শুভেন্দু। যাঁরা নিয়মিত অনশনকারীদের স্বাস্থ্যের অবস্থার নজরদারি চালাবেন। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের কোনও প্রতিনিধি দল যেন মঞ্চে গিয়ে সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে উদ্যোগী হয় সে ব্যাপারে রাজ্যপালকে পদক্ষেপ নেওয়ার আবেদনও করেন শুভেন্দু।

গড়ফার ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার মহিলার দেহ, লিভ-ইন পার্টনারকে জিজ্ঞাসাবাদ পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গড়ফার ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হল এক মহিলার দেহ। মহিলার মৃত্যু ঘিরে দানা বেঁধেছে রহস্য। জানা গিয়েছে, মৃতার নাম মমতাজ বিবি। বয়স ৩৮।

নর্থ পূর্বাচল রোড এলাকায় একটি আবাসনে একতলায় একটি ফ্ল্যাটে বছর চল্লিশের লিভ-ইন পার্টনারের সঙ্গে থাকতেন মহিলা। বুধবার সকালে ওই ফ্ল্যাটের ভিতর থেকে উদ্ধার হয় মহিলার দেহ। মহিলার বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার চম্পাহাটি এলাকায়। কী কারণে মৃত্যু? খুন? নাকি আত্মহত্যা? নাকি নেপথ্যে রয়েছে অন্য কোনও কারণ? তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। মৃতার দেহও ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে আরও কিছু ধোঁয়াশা কাটবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ওই মহিলার লিভ-ইন পার্টনারকে ইতিমধ্যেই আটক করেছে পুলিশ। জানা যাচ্ছে, ওই ফ্ল্যাটটি ভাড়া নিয়ে থাকতেন মমতাজ ও তাঁর পুরুষ সঙ্গী। বুধবার সকালে তাঁদের ফ্ল্যাটে এসেছিলেন বাড়িওয়ালা। দরজা বন্ধ ছিল। বাড়িওয়ালা অনেক ডাকাডাকি করেন। কিন্তু ভিতর থেকে কোনও সাড়াশধ পাননি। সচরাচর এমন হয় না। তাই সন্দেহ হয় বাড়িওয়ালার। তাঁর কাছে ফ্ল্যাটে ঢোকার ডুপ্লিকেট চাবি ছিল। অনেকক্ষণ ধরে নাম ধরে ডাকাডাকির পরও যখন কোনও কাজ হয় না, তখন সেই ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে দরজা খোলেন তিনি। আর দরজা খুলে ভিতরে ঢুকতেই দেখেন, ঘরের মধ্যে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে রয়েছেন মমতাজ। নিথর শরীর। খবর দেওয়া হয় গড়ফা থানায়। পুলিশ আসে।

হাসপাতালের চিকিৎসকও জানান মমতাজ মৃত। এরপর খোঁজখবর করে, মমতাজের সেই পুরুষসঙ্গীকেও আটক করে পুলিশ। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

কলকাতা হাইকোর্টে 'ভর্ৎসিত' এসএসসি, আর কত ভুল করবেন? প্রশ্ন বিচারপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন,কলকাতা: শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ফের কলকাতা হাই কোর্টের প্রশ্নের মুখে স্কুল সার্ভিস কমিশন। 'আর কত ভুল করবেন? ২০২৪ সালেও ভুল করছেন?' প্রশ্ন বিচারপতি দেবাংশু বসাকের।

বুধবার কলকাতা হাই কোর্টে নবম-দশমের এক চাকরিপ্রার্থী আরটিআইয়ের মাধ্যমে সদ্য হাতে পাওয়া ওএমআর শিট আদালতে পেশ করেন নবম-দশমের এক চাকরিপ্রার্থী। বিচারপতি দেবাংশু বসাকের পর্যবেক্ষণ,আরটিআইয়ের বয়ানে এসএসসি জানিয়েছে যে তাদের ডেটাবেসে যে তথ্য আছে সেখান থেকেই এটা দেওয়া হয়েছে। তার মানে তাদের কাছে ওএমআর-এর কপি আছে। এটা তো কোথাও কোনও আদালতে এসএসসি বলেনি। এসএসসি জানিয়েছিল যে সমস্ত নথি 'নায়সা'-র কাছে রয়েছে।

যদিও আদালতে এসএসসি জানায়, আরটিআইয়ের বয়ানে ভুল রয়েছে। সিবিআইয়ের কাছ থেকে আমরা যে ওএমআরের স্ক্যানড কপি পেয়েছিলাম সেখান থেকেই এই চাকরিপ্রার্থীকে ওএমআর দেওয়া হয়েছে। আর নম্বর আমাদের ডেটাবেসে ছিল। একথা শুনেই বিরক্ত হন বিচারপতি দেবাংশু বসাক। এসএসসিকে ভর্ৎসনা করে বিচারপতি বলেন, 'আর কত ভুল করবেন? ২০২৪ সালেও ভুল করছেন?'

উল্লেখ্য, ২০২১ সালে এক বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থী তথ্যের অধিকার আইনে তাঁর ওএমআর সহ নম্বর জানতে চেয়েছিলেন। চলতি বছরের ১৮ জানুয়ারি তাঁকে ওএমআর-এর কপি এবং অন্যান্য নথি পাঠানো হয়। সিবিআই-এর দেওয়া নথি কোথায় রাখা হচ্ছে, সেটাও এসএসসি-র কাছে জানতে চান বিচারপতি বসাক। এসএসসি জানায়, সার্ভারে রাখা হচ্ছে। হার্ড ডিস্কে আছে কি না, সেই প্রশ্ন করেন বিচারপতি। কমিশন জানায়, নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশের তথ্য একটি কম্পিউটারে রাখা আছে, সেটা এসএসসি-র সার্ভার। গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি-র তথ্য কম্প্যাক্ট ডিস্কে আছে।

বেসরকারি স্কুলের যথেচ্ছ ফি-বৃদ্ধিতে রাশ টানতে নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বেসরকারি স্কুলের বারবার ফি বৃদ্ধিতে উষ্মাপ্রকাশ কলকাতা হাইকোর্টের। বুধবার আদালতের তরফ থেকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়, এবার ফি বাড়ানোর আগে অনুমতি নিতে হবে শিক্ষা দপ্তরের। আর কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে এবার তৎপর রাজ্য সরকারও। শিক্ষা কমিশন, এবার দ্রুত কাজ শুরু করতে পারে, এমনটাই সূত্রের খবর।

প্রসঙ্গত, ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিড়লা ভারতী গার্ডিয়ান্স অ্যাসোসিয়েশন কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। সে বছর স্কুলে ৪৮ শতাংশ ফি বৃদ্ধি করা হয়। বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু এজলাসে মামলা ওঠে। তাতে পার্টি হিসাবে অন্য স্কুলের অভিভাবকরাও ছিলেন। সেই মামলায় বিচারপতি বুধবার স্পষ্ট করে দেন, বেসরকারি স্কুল নিজে থেকে যখন তখন ফি বাড়াতে পারবে না। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের অনুমতি নিতে হবে।

বিচারপতির উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ, বেসরকারি স্কুলগুলি নিজের মতো রাজত্ব চালাবে, এটা হতে পারে না। এই মামলার সঙ্গেই উঠে আসে রিপন স্ট্রিটের সেন্ট অগাস্টিনের অনুমোদন সংক্রান্ত সমস্যার বিষয়টি। মামলার শুনানিতে সিবিএসসি-র তরফে জানানো হয়, তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন স্কুলগুলোর ফি নিয়ম অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করে রাজ্য সরকার। শুনানি চলাকালীন একটি সংক্রান্ত একটি আইনের ধারা উল্লেখ হয়। তাতে স্পষ্ট করে বলা রয়েছে, বেসরকারি স্কুলগুলো নিজেদের মতো ফি বাড়িতে দিতে পারে না। রাজ্য সরকারের অনুমতি প্রয়োজন। সেই নিয়ম আগেই আইনে উল্লেখ করা রয়েছে। সেটি আরও ভালোভাবে আদালত মনে করিয়ে দেয়। আদালত এটাও স্পষ্ট করে দেয়, নিয়ম না মানলে প্রয়োজনে বোর্ড নো অবজেকশন সার্টিফিকেটও বাতিল করে দিতে পারে।

স্বাস্থ্যসাথীতে অর্থোপেডিক অপারেশন করতে মানতে হবে নিয়ম, নির্দেশিকা স্বাস্থ্য দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্বাস্থ্যসাথীতে অর্থোপেডিক অপারেশন করার ক্ষেত্রে আগেই বেসরকারি হাসপাতালকে ব্রাত্য করা হয়েছিল। একমাত্র ছাড় ছিল এমার্জেন্সি ক্ষেত্রে। তবে এবার সেই ছাড়ও আর মিলবে না এমনটাই জানানো হয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে। সূত্রের খবর, একটি আদেশনামা মারফৎ স্বাস্থ্য দপ্তর সম্প্রতি জানিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্তের হাড়ের চিকিৎসা স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের অধীনে বেসরকারি হাসপাতালে করাতে গেলেও মানতে হবে একাধিক নিয়ম। আর এই সব নিয়ম মানা নিয়ে তৈরি হয়েছে হাজারো প্রশ্ন।

কারণ, স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, দুর্ঘটনার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সরকারি হাসপাতাল থেকে মেলা চিকিৎসা নথি জমা দিয়েই একমাত্র বেসরকারিতে পরিষেবা পাওয়া সম্ভব হবে এবং

সরকারি হাসপাতালে সেই অপারেশন না হলে তবেই তা করা যাবে বেসরকারি হাসপাতালে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, একই সঙ্গে আহত ব্যক্তিকে দুর্ঘটনার পুলিশি প্রমাণও দাখিল করতে হবে স্বাস্থ্যসাথী পোর্টালে।

আর এই আদেশনানমা ঘিরেই তৈরি হয়েছে প্রশ্ন। প্রশ্ন উঠেছে, দুর্ঘটনা ঘটলে মানুষ আগে হাসপাতালে ছুটবেন, না আগে ছুটবেন পুলিশের কাছে তা নিয়েই। বিশেষ করে তা যদি বাড়িতে হয় সেক্ষেত্রে রোগী যদি সরকারি হাসপাতালে পরিকাঠামোগত কারণে ভর্তি হতে না পারেন, তখন বেসরকারিতে যেতে কোনও বাধা নেই। তবে স্বাস্থ্য দপ্তরের এই নয়া নির্দেশিকায় চিকিৎসকদের একাংশ মনে করছেন, নতুন এই নিয়মের রূপরেখা এমন ভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে বেসরকারি হাসপাতালে অর্থোপেডিক রোগী সহজে স্বাস্থ্যসাথীর সুবিধা না পান।

তাঁরা জানাচ্ছেন, স্বাস্থ্যসাথীতে হাড়ের চিকিৎসা নিয়ে এর আগেও একাধিক নির্দেশিকা জারি করেছিল স্বাস্থ্য দপ্তর। কিন্তু তার পরেও সরকারি চিকিৎসক-সহ স্বাস্থ্য-ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত একশ্রেণির অসাধু ব্যক্তির আঁতাঁতে এমন একটি চক্র চলছে, যেখানে সরকারি হাসপাতালে পরিকাঠামো থাকা সত্ত্বেও বেসরকারিতে রোগী নিয়ে যাওয়া বন্ধ হয়নি।

আইসিডিএস চাকরিপ্রার্থীদের অভিযান ঘিরে উত্তেজনা, পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আইসিডিএস চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভের জেরে বিধাননগরের বিকাশ ভবনে শৈশালি কমপ্লেক্সের সামনে উত্তেজনা ছড়াল। বুধবার দ্রুত নিয়োগের দাবিতে অভিযান করেন আইসিডিএস সুপারভাইজার চাকরিপ্রার্থীরা। এরপর শৈশালি কমপ্লেক্সের ভিতরে ঢুকতে চান তাঁরা। সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে কথাও বলতে চান। কিন্তু বিধাননগর থানার পুলিশ চাকরিপ্রার্থীদের ভিতরে ঢুকতে বাধা দেন। তখন জোর করে ভিতরে ঢুকতে যান চাকরিপ্রার্থীরা। তখনই পুলিশের সঙ্গে চাকরিপ্রার্থীদের ধস্তাধস্তি। স্বাভাবিক ভাবেই উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। এরপরই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় পুলিশের বিশাল বাহিনী।

> বুধবার দ্রুত নিয়োগের দাবিতে অভিযান করেন আইসিডিএস সুপারভাইজার চাকরিপ্রার্থীরা। এরপর শৈশালি কমপ্লেক্সের ভিতরে ঢুকতে চান তাঁরা। সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে কথাও বলতে চান। কিন্তু বিধাননগর থানার পুলিশ চাকরিপ্রার্থীদের ভিতরে ঢুকতে বাধা দেন। তখন জোর করে ভিতরে ঢুকতে যান চাকরিপ্রার্থীরা। তখনই পুলিশের সঙ্গে চাকরিপ্রার্থীদের ধস্তাধস্তি। স্বাভাবিক ভাবেই উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়।

এদিকে সূত্রে খবর, বুধবার সকালে সল্টলেকের শৈশালি কমপ্লেক্সে ডিরেক্টর অফ আইসিডিএস অফিসের ভেতরে প্রবেশ করেন চাকরিপ্রার্থীরা। পুলিশের বক্তব্য, বিনা অনুমতিতেই দপ্তরের ভেতরে প্রবেশ করেন তাঁরা। বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিধাননগর পুলিশের বিশাল বাহিনী। পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছতেই পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় শুরু হয় তাঁদের। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, পুলিশ তাঁদের রীতিমতো জোর করে দপ্তরের ভেতর থেকে বের করে দেয়।

আইসিডিএস সুপারভাইজার পদে সুপারিশ প্রাপ্ত ২৯৩১ জনের মধ্যে একই প্যানেল থেকে ১৩৬ জন চাকরি প্রার্থীকে নিয়োগ করা হয়। এদিকে বাকিরা এখনও নিয়োগ পাননি। তাই বাকিদের দ্রুত নিয়োগের দাবিতেই এদিনের অভিযান করেন তাঁরা।

গঙ্গা ভাঙন রোধে কাঙালি ঘাটে শুরু বাঁধ নির্মাণের কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বেশ কয়েক বছর ধরে গঙ্গা ভাঙন দেখা যাচ্ছিল ছিল গারুলিয়া পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাঙালি ঘাটে। ইতিমধ্যেই ঘাট সংলগ্ন একাধিক বাড়ি গঙ্গার গর্ভে চলে গিয়েছে। যাদের ঘরবাড়ি টিকে রয়েছে, তারাও আশঙ্কায় দিন কাটাতেন। বাসিন্দাদের অভিযোগ ছিল, বারবার পুরসভার তরফে শালবোল্লি ফেলে দায়সারাভাবে ভাঙন রোধের চেষ্টা করা হয়েছে।

বুধবার থেকে শুরু হল রাজ্যের সেচ দপ্তরের উদ্যোগে কাঙালি ঘাটে ভাঙন রোধে কংক্রিটের বাঁধ নির্মাণের কাজ। সেই কাজ দেখতে এদিন কাঙালি ঘাটে হাজির ছিলেন গারুলিয়া পুরসভার পুরপ্রধান রমেন দাস, উপ-পুরপ্রধান অশোক সিং, সিআইসি গৌতম বসু, সেচ দপ্তরের অধিকারিক রবিন হালদার, নোয়াপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত অধিকারিক পার্থ সারথি মজুমদার প্রমুখ। সেচ দপ্তরের অধিকারিক রবিন হালদার বলেন, ভাঙন রুখতে কংক্রিটের বিম বানিয়ে বাঁধ দেওয়া হবে। আশা করা যাচ্ছে, এবার ভাঙন রোধ করা সম্ভব হবে। অপরদিকে পুরপ্রধান রমেন দাস বলেন, 'সার্ভে করার পর সেচ দপ্তরের উদ্যোগে গঙ্গা ভাঙন রোধে কংক্রিটের বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। সেই কাজে সেচ দপ্তর বরাদ্দ করেছে দেড় কোটি টাকা।'

গ্রহণযোগ্যতা যাদের বেশি, তাদের দলের সামনের সারিতে রাখা উচিত: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বীজপুর কেন্দ্রের টানা সাত বারের সিপিএম বিধায়ক প্রয়াত জগদীশ দাসের বাড়িতে তাঁর বউমা সোমা দাসের আমন্ত্রণে বনভোজনে বুধবার হাজির ছিলেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং। যদিও সোমা দাস এখন তৃণমূলে। কাঁচড়াপাড়ার মান্দারি হাই স্কুল সন্নিহিত একসময়ের বামপন্থী নেতার বাড়িতে এদিন দলের বহু পুরানো কর্মী উপস্থিত হয়েছিলেন।

সাংসদ অর্জুন সিং এদিন বলেন, 'সমাজে যাঁদের গ্রহণযোগ্যতা বেশি, তাঁদেরকেই দলের সামনের সারিতে রাখা উচিত।' নবীন-প্রবীণ বিতর্কে জল ঢেলে দিয়ে তিনি বললেন, 'দলে নবীন আর প্রবীণ বিচার না করে দেখতে হবে স্বচ্ছ ইমেজ কার? বামপন্থী নেতার বউমার ডাকে হাজির হয়ে সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'তৃণমূলের জন্মলগ্ন থেকে বীজপুরে যারা দল করেন। তারা এক জায়গায় মিলিত হয়েছি। কিন্তু এমন একটা জায়গায় তারা হাজির হয়েছেন, সেটা সৌভাগ্যের। কারণ, প্রয়াত বাম বিধায়ক জগদীশ দাস শুধু শিল্পাঞ্চলের নয়, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মধ্যে বামপন্থী আন্দোলনের প্রতীক ছিলেন প্রয়াত বাম বিধায়ক জগদীশ দাস।' সাংসদের কথায়, দলের সুপ্রিমোর স্পষ্ট নির্দেশ, পুরানো কর্মীদের যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা দিতে হবে। অন্য দিকে, বাম বিধায়কের বউমা সোমা দাস জানান, সাংসদ অর্জুন সিংয়ের লড়াকু ও কর্মী দরদী মনোভাব দেখেই তাঁর রাজনীতিতে পদার্পণ। যদিও তিনি আগে কোনও দল করতেন না। তাঁর শ্বশুর জগদীশ দাস ছিলেন বীজপুর কেন্দ্রের সাত বারের সিপিএম বিধায়ক। তা সত্ত্বেও অর্জুন সিংয়ের মতো একজন দক্ষ নেতাকে দেখেই তৃণমূলে তাঁর যোগদান। এদিনের বনভোজনে সাংসদ ছাড়াও হাজির ছিলেন কাঁচড়াপাড়া পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান সুদামা রায়, প্রাক্তন কাউন্সিলর সুভাষ চক্রবর্তী, হালিশহর পুরসভার প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান রাজা দত্ত, প্রাক্তন কাউন্সিলর কল্যাণী বসু বিশ্বাস, বন্ধু গোপাল সাহা ও সুজিত দাস, বর্ষীয়ান শ্রমিক নেতা ওঙ্কর নাথ সাউ, মন্নু সাউ, টুম্পা বিশ্বাস-সহ দলের আদি কর্মীরা।

বয়স্ক শ্বশুর-শাশুড়িকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে বউমা

অবিলম্বে বাড়ি ফেরানোর নির্দেশ বিচারপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অসহায় বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়িকে ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে ভয় দেখিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল একমাত্র ছেলের বউয়ের বিরুদ্ধে। ছেলের জন্য পছন্দ করে আনা এহেন বউমার কীর্তি শুনে তাজ্জব হাই কোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। বিস্ময় প্রকাশ করে বিচারপতি বললেন, 'যে শ্বশুর-শাশুড়ি একদিন পছন্দ করে বাড়ি এনেছিলেন, তাঁদেরকেই বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছেন!'

জানা গিয়েছে, বছর চারেক আগে সম্বন্ধ করে মধ্য কলকাতার বাসিন্দা দেবযানীর সঙ্গে সাঁতরাগাছির শুভঙ্করের বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের পর বছর ঘুরতে না ঘুরতেই অশান্তির সূত্রপাত। গত ২৩ ডিসেম্বর সাঁতরাগাছি থানার দুই পুলিশকর্মীর উপস্থিতিতে ছেলের বউ শ্বশুরবাড়িতে ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। পরে বছর পঁচাশির শ্বশুর, পেশায় অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মী ও ৭৫ বছরের শাশুড়িকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। তাই বাধ্য হয়ে তাঁদের একমাত্র অবলম্বন বাড়ি ফিরে পেতে চেয়ে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন বৃদ্ধ দম্পত্তি।

শুক্লা বসু ও সুনীল বসুর দায়ের করা সেই মামলাতেই অবিলম্বে সাঁতরাগাছি থানার পুলিশকে ওই বৃদ্ধ দম্পত্তিকে বাড়ি ফেরানোর

নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সেনগুপ্ত। আদালতের নির্দেশ, কোনওভাবে ওই দম্পতিকে যাতে হেনস্থা হতে না হয়, সাঁতরাগাছি থানাকে তা নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে, ছেলের বউয়ের বিরুদ্ধে ফৌজদারি ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরুর নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

আদালতে মামলাকারীর তরফে আইনজীবীদের দাবি ছিল,আগেই নিম্ন আদালত গার্হস্থ্য হিংসা ও বধূ নির্যাতনের অভিযোগে গৃহবধূর আনা মামলা খারিজ করে দিয়েছে। একইসঙ্গে, স্ত্রীধন পেতে গৃহবধূর আবেদনের ভিত্তিতে হাওড়া আদালত সাঁতরাগাছি থানার পুলিশকে স্ত্রীধন চিহ্নিত করতে নির্দেশ দিয়েছিল। পরে আদালতে উপস্থিত হয়ে সেগুলো ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ ছিল আদালতের। কিন্তু অভিযোগ, স্ত্রীধন চিহ্নিত করার নামে শ্বশুর বাড়িতে ভাঙচুর চালায় বউমা। হাতুড়ি দিয়ে ভাঙা হয় বাড়ির দরজা। বহিরাগত ও পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে বৃদ্ধ দম্পত্তিকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। আদালতে তার ভিডিও ফুটেজও পেশ করা হয়। আইনজীবী জানান, বৃদ্ধ দম্পত্তির ছেলে ১০০ নম্বরে পুলিশকে ফোন করলে পুলিশ উপস্থিত হয়ে দেখে আগেই ভাঙচুর করা হয়ে গিয়েছে।

মাধ্যমিকের পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন না করায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেতন, কলকাতা: মাধ্যমিকের পড়ুয়াদের রেজিস্ট্রেশন করেনি স্কুল। আর এই ঘটনায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। একইসঙ্গে বুধবার পড়ুয়া পিছু ৫ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশও দেন তিনি। পাশাপাশি এ নির্দেশও দেন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ পড়ুয়ার রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ করে অ্যাডমিট কার্ড তুলে দিতে হবে তাঁদের হাতে।

ঘটনাটি ঘটেছে মালদহের ভগবানপুর কে ডি এস হাইস্কুলে। এই স্কুলের ২৪ জন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন করেন। কিন্তু সেই রেজিস্ট্রেশন ফর্ম স্কুলে আলমারি বন্দি অবস্থাতেই থেকে যায়। শুধু তাই নয়, সেই রেজিস্ট্রেশন ফর্মগুলি বোর্ডে পাঠাতে ভুলে যায় স্কুল। ফলে এই ২৪ জন পরীক্ষার্থীর প্রত্যেকেরই অ্যাডমিট কার্ড আটকে যায়। এদিকে দোরগোড়ায় মাধ্যমিক পরীক্ষা। তবে ২৪ জনকেই মাধ্যমিকে বসার নির্দেশ দিতে দেখা যায় বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুকে। পাশাপাশি, বৈঁচির এক স্কুলের ১ পড়ুয়াকেও অ্যাডমিট কার্ড দেওয়ার অনুমতিও দেয় হাইকোর্ট।

এদিকে আবার বুধবারই মাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে জরুরি ঘোষণা করে মধ্য শিক্ষা পর্যদ। মূলত মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড কবে থেকে দেওয়া হবে তা নিয়েই মঙ্গলবার জরুরি নির্দেশিকা দেয় পর্ষদ। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে দেওয়া নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে আগামী ২২ জানুয়ারি থেকে পর্ষদের ক্যাম্প অফিসগুলোতে অ্যাডমিট কার্ড পাঠানো হবে। পাশাপাশি ছাত্র ছাত্রীরা আগামী ২৪ জানুয়ারি থেকে স্কুল থেকে অ্যাডমিট পাবেন।

পর্ষদের পক্ষ দেওয়া নির্দেশিকায় আরও জানানো হয়েছে অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে কোনও অভিযোগ থাকলে আগামী ২৯ জানুয়ারির মধ্য পর্ষদকে জানাতে হবে। তারপর কোনও অভিযোগ নেওয়া হবে না। পর্ষদের নির্দেশ অ্যাডমিট কার্ড পাওয়ার পর, শিক্ষার্থীদের তাঁদের পুরো নাম, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, পরীক্ষার কেন্দ্রের নাম, জন্ম তারিখ, পরীক্ষার তারিখ এবং সময়, পরীক্ষার স্থানের ঠিকানা, ছবি এবং স্বাক্ষর ভাল করে দেখে নেওয়ার।

সম্পাদকীয়

উত্তর তথ্যপ্রযুক্তির জগৎ নিয়ে এসেছে চতুর্থ বিশ্ব

এত দিন জানতাম, বিশ্ব তিন রকম। প্রথম বিশ্ব; ন্যাটোভুক্ত উন্নত পাশ্চাত্য আমেরিকা, ব্রিটেন, জাপান ইত্যাদির নেতৃত্বে পশ্চিমি জোট। দ্বিতীয় বিশ্ব; ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত কমিউনিজম প্রভাবিত উন্নত সোভিয়েট ইউনিয়ন, চিন ইত্যাদির নেতৃত্বে পূর্ব দিকের জোট। তৃতীয় বিশ্ব; জোট-নিরপেক্ষ বাকি উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশ, যার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভারত। ইদানীং শোনা যাচ্ছে, বিশ্বে অত্যন্ত দরিদ্র দেশগুলি চতুর্থ বিশ্বের অন্তর্গত। মতান্তরে ফোর্থ ওয়ার্ল্ড হল জ্যাক কার্বি সৃষ্ট এক কমিক-বিশ্ব। শাসন-শোষণ, ডিভাইড অ্যান্ড রুল-এর বিচিত্র বিশ্বে ১৯৯০-উত্তর তথ্যপ্রযুক্তির জগৎ নিয়ে এল আর এক বিভেদ; ডিজিটাল ডিভিশন, যার অন্যতম পরিণাম 'কল্পবিশ্ব'। একে পঞ্চম বিশ্ব বলা যায়, যেখানে ধনী-দরিদ্র, পূর্ব-পশ্চিম, ন্যাটো-কমিউনিস্ট, উন্নত-অনুন্নত ইত্যাদি সীমারেখা ভুলে যাচ্ছে বা ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে এক মোহময় জগতে। এখানে সাবধান হতেই হবে। আজকের টিন-এজ নিউ জেনারেশন অবকাশের প্রায় পুরোটাই ব্যস্ত থাকে সমাজমাধ্যমে, ইন্টারনেটের 'ভার্চুয়াল রিয়ালিটি'-তে। এরা সমাজে মেশে না, বন্ধুদের সঙ্গে খেলে না, খুনসুটি-মারপিট করে না, বড়দের বকুনি খায় না। লাইক-শেয়ার-কমেন্টের জগতে অভ্যস্ত এরা সুস্থ প্রতিযোগিতায় অচল হয়ে যাচ্ছে। অপ্রাপ্তি, ব্যর্থতা সহ্য না করতে পেরে ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। এই ভারসাম্যের মুখ্য শর্ত স্মার্টফোন, আইপ্যাড ইত্যাদি ইলেকট্রনিক যন্ত্র, যা মানুষের এক আবশ্যক অঙ্গ হয়ে গিয়েছে। এই শর্ত সরিয়ে নিলে অদ্ভুত এক অসহায় বোধ করে আসক্ত ব্যক্তি, বিশেষ করে নবপ্রজন্ম। 'প্রবীণ ও অশক্ত মানুষদের জীবনে ব্যক্তিস্বাধীনতার এক নতুন অর্থ'। নিরানন্দ অবসর যাপন ঢের বেশি আনন্দঘন হয়ে উঠছে; এ কথাও আংশিক মেনে নেওয়া যায়। কারণ, সত্তরের দশকে সাহিত্যিক-দার্শনিক মার্শাল ম্যাকলুহানের উদ্ভাবন তথা আগ্রহ, যেখানে প্রচারমাধ্যম, গণমাধ্যম কার্যত এক বিপ্লবভূমির ইঙ্গিত দিয়েছিল। এখন হাড়ে হাড়ে সে প্রতিবিপ্লব টের পাওয়া যাচ্ছে। টেলিভিশনে আসক্ত বড়রা। গণমাধ্যম বড়দের মনোজগৎ ক্রমশ গ্রাস করছে। লেখক উপসংহারে লিখেছেন, আমরা আমাদের সামাজিক জীবনযাপনের পাসওয়ার্ডটি আউটসোর্স করে দিয়েছি; যা রূঢ় ও মর্মান্তিক সত্য। এর রেশ ধরে বলা যায়, আগামী কল্পবিশ্ব শাসন করবে অভিনব মেটাভার্সের জগৎ, যাকে ষষ্ঠ বিশ্ব বলা যায়। বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিচ্ছেন, আরও বেশি করে মানুষের সঙ্গে কথা বলতে। কথোপকথন বাড়ুক। আবেগ স্পর্শ করুক। ছোটদের সঙ্গে কথা বলতে হবে আরও। নিজের হেডফোন আগে সরাতে হবে। ডেকে আনতে হবে 'গল্পবিশ্ব'-কে।

আনন্দকথা

মা-কালীর মন্দিরের ঠিক পূর্বদিকে এই পুকুরের একটি বাসনমাজার ঘাট ও উল্লিখিত পথের অনতিদূরে আর একটি ঘাট। পথপার্শ্বস্থিত ওই ঘাটের নিকট একটি গাছ আছে, তাহাকে গাজীতলা বলে। ওই পথ ধরিয়া আর একটু পূর্বমুখে যাইলে আবার একটি দেউড়ি — বাগান হইতে বাহিতে আসিবার সদর ফটক। এই ফটক দিয়া আলমবাজার বা কলিকাতার লোক যাতায়াত করেন। দক্ষিণেশ্বরের লোক খিড়কি ফটক দিয়া আসেন। কলিকাতার লোক প্রায়ই এই সদর ফটক দিয়া কালীবাড়িতে প্রবেশ করেন। সেখানেও দ্বারবান বসিয়া পাহারা দিতেছে। কলিকাতা হইতে পরমহংসদেব যখন গভীর রাত্রে কালীবাড়িতে ফিরিয়া আসিতেন, তখন এই দেউড়ির দ্বারবান চাবি খুলিয়া দিত। পরমহংসদেব দ্বারবানকে ডাকিয়া ঘরে লইয়া যাইতেন ও লুচিমিষ্টান্নাদি ঠাকুরর প্রসাদ তাহাকে দিতেন।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

১৮২৪ বিশিষ্ট লেখক মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মদিন।
১৯৭৪ বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী রূপম ইসলামের জন্মদিন।
১৯৮৮ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় চেতেশ্বর পূজারার জন্মদিন।

রাম মন্দির পুনর্নির্মাণে পশ্চিমবঙ্গের প্রগতিশীলরা নির্লিপ্ত কেন

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

'দোহাই তোমার, তুমি শোলোক পোড়ো না , তুমি মালা পরিয়ো না, ওগুলো সবাইকে মানায় না...'

সব বুদ্ধিজীবীর দল এই পশ্চিমবঙ্গে এই কথাই বলছে। আরো বেশী করে বলছে রাম মন্দির পুনর্নির্মান দিনে। যখন সারা দেশ; বিশ্বব্যাপী অগনিত প্রবাসী ভারতীয় রাম মন্দির পুনর্নির্মান ও রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা মুহূর্তের অপেক্ষা উল্লাসে মত্ত তখন পশ্চিমবঙ্গে কতটা আবেগ সার্বিক ভাবে দেখছি। দেখছি না তা বলব না। কিন্তু সেই শ্রেণীর মধ্যে কি দেখছি যারা ঘটা করে বই মেলার ছবি দিয়ে নিজেদের এলিট প্রমান করে। যারা বড়দিনে মেরি ক্রিসমাস বলে গদগদ হয় সেই সব হিন্দু বাঙালির ক' জন রাম মন্দিরে উচ্ছাস প্রদর্শন করছে! হাতে গোনা সে শতাংশ।

সেই সব তথাকথিত শিক্ষিত প্রগতিশীল উচ্চাকাঙ্খি মুক্তমনা এবং স্যাকুইরালিজমের ভক্তবৃন্দ বরং বেজায় বিরক্ত এইসব রাম মন্দির এবং হিন্দুত্ব প্রদর্শনে। তাদের একদল বলছে রাষ্ট্র ক্ষমতা এবং পরিচালনায় কেন ধর্ম আসবে! এবং অবশ্যই রাম মন্দির পুনর্নির্মান বিষয়টিকে তারা ইসলামোফোবিয়ার অংশ হিসেবেই প্রদর্শন ও প্রমান করে। এবার প্রশ্ন সমমনোভাবাপন্ন এই এরা কারা? রাজ্যে বামপন্থীদের ভোট নেই। তারা শূন্য থেকে মহাশূন্যে পাড়ি দিচ্ছে ক্রমশ। নিশ্চিতভাবেই তারা ভোটের খাতায় রাজনৈতিক প্রসঙ্গে ক্রমে ক্রমে অধিক থেকে অধিকতর অপ্রাসঙ্গিক এমনকি হাস্যকর হয়ে উঠছে। তবে এই এরা কারা। এরা কি সবাই বাম ভোটার , বাম কর্মী বা সমর্থক। না মোটেও না। এরা পশ্চিমবঙ্গের সেই সুবিধাভোগী মানুষ সম্প্রদায় যারা মুখে বাম চেতনা চর্বন করে কিন্তু সবটুকু সুবিধা নেয় বা নিতে আগ্রহী শাসকদলের থেকে। এরা অধিকাংশই বাম কালচারের মজা নেয়, এই যেমন ধরি- নাস্তিক নই কিন্তু ধর্ম উদাসীন বিশেষ করে হিন্দুত্ব হলে। প্রগতিশীল তাই স্যাকুইরাল । স্যাকুইরাল তাই ধর্ম ভিত্তিক ইতিহাস চর্চায় এলার্জি। এবং অতি অবশ্যই তা যদি হিন্দুত্ব হয়। অধার্মিক না, নিজের বাড়িতে পুজো হয় কিন্তু কোথাও প্যান্ডেল পুড়লে প্রতিমা ভাঙলে তার বেলায় চুপ- অর্থাত ছদ্ম ধর্ম নিরপেক্ষ। কেউ কেউ আবার দুর্গাপুজো বলতে নারাজ। শারদোৎসবেই তারা রাজি। এইসব রুচিবোধের ভোটাররা বোধহয় রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন আবেগী নন। কারণ এরা আড্ডায় চা খানায় এবং প্রদর্শনে দারুণ বাম কিংবা বাম ঘেঁষা দেখিয়ে উন্নত চিন্তাশীল হওয়ার বাহবা জোগাড় করে কিন্তু সুবিধার বেলায় কোনো ঝান্ডা ধরি না অথবা শাসকদলের ঝান্ডাই প্রিয়। এই সম্প্রদায়ের কথাই বলছি যারা বামমার্কা নাস্তিক ঠিক না , কিন্তু স্যাকুইরাল এবং হিন্দুত্ব সম্বন্ধে উদাসীন বা বিরোধী বা গুণ বর্ণনা বিরোধী। কমিউনিস্টরা ভোটে নেই কিন্তু ভাঁজে ভাঁজে এখনও কালচারে যে বিদ্যমান তার প্রমান এখনও পশ্চিমবঙ্গ। তাদের কাছে সবচেয়ে অসাধ্য যদি কিছু থাকে তা হল হিন্দুত্বের জয়গান। তারা মুসলীম লীগে আপ্লুত হতে পারে, কিন্তু রাম মন্দির শুনলেই বলে ওঠে রাষ্ট্র এক ফ্যাসিবাদের ষড়যন্ত্রে আবদ্ধ। কমিউনিস্ট এবং বাম ঘেঁষা স্যাকুইরালরা এ রাজ্যে লেনিন স্তালিন বা নিদেন পক্ষে প্লেটোর সাম্যবাদ চর্চা করে। প্রত্যেকটি তত্ত্বই বিশ্বে অভয়বানী শোনাতে অপারগ। যা জনসংঘাতমদিরা দমন করতে পারেনি। যা পদ্যে গদ্যে সত্যিই পড়তে ভাল লাগে। কিন্তু সামাজিক বাস্তব সুখ দুঃখ চক্রে তা এক বান্ধবহীন যুক্তিহীন সুপ্তিহীন মত্ত রাতের মত উপস্থিত হয়। প্রত্যেক সাম্যবাদী তত্ত্ব দ্বন্দ্বে রূপান্তরিত। তবুও তারা বলপূর্বক মায়ামন্ত্র সুখস্বাদে কালচারাল ডিবেটকে পূর্ণ করেছে। এ রাজ্যের বুদ্ধিজীবীরা রামকে কল্পনা বলে। রামরাজ্য বলে আদৌ নাকি কিছুই হয়না বলে। ঠাট্টাও করতে থামেনা। কিন্তু দেশে দেশে যে কমিউনিস্ট মডেল ভেসতে গেছে, তা যে ছায়া ছাড়া আর কিছুই না তা স্বীকার করতে নারাজ। একটা কথা তাদের জিজ্ঞেস করতে চাই, প্লেটো নিঃসন্দেহে মহান দার্শনিক। তাঁর রিপাবলিক গ্রন্থের আদর্শ রাষ্ট্র তত্ত্ব বহুল চর্চিত। প্লেটো কল্পিত কেউ নন। তবে তাঁর গবেষণার তত্ত্ব এমন কাল্পনিক প্রমানিত হল কেন? লেনিন রক্ত মাংসের মানুষ। তিনিও গুরুত্বপূর্ণ মতামত সাম্যবাদের ওপর দিলেন। তবে তাও কেন চূড়ান্ত রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক অসাম্য তৈরি করে সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্থি মজ্জা ভেঙে দিল। যারা সাম্যবাদ ধর্মনিরপেক্ষতা এমনকি নাস্তিকতা নিয়ে আকর্ণ নিমজ্জিত থাকত তাদের দেশেই আজ কেন স্বৈরাচার , চার্চের চোখ রাঙানি, পকেট বাইবেল, চার্চের পরোক্ষ অনুশাসন! যে লেনিন- স্তালিন কিংবা প্লেটো তার নিজের মাটির মানুষের কাছেই চর্চার সন্ধান পাচ্ছে না তারা কেমন করে ভারতের কমিউনিস্ট এবং স্যাকুইরালদের কাছে আজকেও প্রভাব রাখে! রামচন্দ্রের ঘাটতি কোথায়? রামায়ণ বহুবার বহু সময়ে বহু জন রচনা করেছেন। তা তো তার গ্রহনযোগ্যতার এবং যুগে যুগে বহু সমাজে চর্চিত হওয়ার প্রমান দেয়। তারমানে তা প্রাসঙ্গিক। তা প্লেটোর তত্ত্বের মত অগাধ বিস্ময়ে শুধু বই হয়েই থেকে যায়নি। যে রাম গাথা শুধুমাত্র পুস্তকেই না শ্রুতিতেও প্রবাহিত হয়েছে গ্রামে প্রান্তরে তা কেমন করে কোন যুক্তিতে অবহেলিত হবে! রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের প্রথম কর্তব্য সেই পুরুষোত্তম রামের মর্যাদা এবং গৌরব অক্ষুন্ন রাখা। শ্রেণীহীন সমাজের ছবি কে দেখান। রামচন্দ্র। যিনি বানরসেনাদের আপন করছেন। যিনি বনবাসে সমগ্র প্রকৃতিকে সৃষ্টিকে নিজের করেছেন। যিনি রাজা হয়েও প্রজাকল্পে সব সুখ বিসর্জন দেন। ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও রাষ্ট্রবোধে সচেতন অবিচল চরিত্রের নাম রামচন্দ্র। ধরে নিলাম, একজন মূর্তি পূজা করেন না। এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্ধিহান। কিন্তু সে বিশ্বাসের সাথে রাম মন্দির পুনর্নির্মানের কি বৈরিতা। যদি তিনি রাষ্ট্রবাদী হন, ভারত আত্মার প্রতি প্রকৃতই সদাচার করেন তবেতো রাষ্ট্র গঠনে জাত পাত ধর্ম ভেদাভেদ হীন সমাজ দর্শনে তার প্রথম আদর্শ ও মডেল হওয়ার কথা রামচন্দ্র। কমিউনিস্টরা বলে , তারা ধর্ম মানে না। ঈশ্বর মানে না। তারা কেবল কাজ এবং সমাজতান্ত্রিকতায় বিশ্বাস রাখে। তবেতো তাদেরই প্রথম পছন্দ হওয়ার কথা রামায়ণ। যা পরিপূর্ণ হয়েছে অসংখ্য শ্রমঘন্টায়। রামসেতু গঠন তারই পূর্ণ শশীরূপ। যেখানে সবাই তার ক্ষমতা ও যোগ্যতা মত কর্মরত। রাষ্ট্র গঠনে যে ভাববাদী সাম্যবাদ বেকায়দায় পড়ে তাতো প্রমানিত। আমাদের বুদ্ধিজীবীদের আজ অনেকেই হয়তো স্মৃতিবিস্মৃত হয়েছে আজারবাইজান গনতন্ত্রের সাথে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নেরের যুদ্ধের কথা। রুশরা ইসলাম প্রীতি আদৌ দেখায়নি। বরং ১৯২২ এ মুসলিম অধ্যুষিত আজারবাইজানে অনৈতিক আক্রমন করে তা দখল করে। পরবর্তীতে বলসেভিকরা দাবি করে তারা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী । তারপরেও কেন তারা আজারবাইজান দখল করল? তারা করেছিল ওই ভূখন্ডের জ্বালানির লোভে। লাল ফৌজের তখন তীব্র জ্বালানি সঙ্কট। যুদ্ধ চালানোটাই মুশকিল হচ্ছিল। তাই তারা দখল করল তেলসমৃদ্ধ গ্রোজনি ও কয়লাসমৃদ্ধ দানবাস। এবং আজারবাইজান। ১৯২০ র ১৭ ই মার্চ ককেশাস রনাঙ্গনে বিপ্লবী কমিটিকে লেনিন নির্দেশ দেন — আমাদের অতি অবশ্যই বাকু দখল করতে হবে। তবুও সেই লেনিন চরিত্র হয়ে গেল এ রাজ্যের অসংখ্য বুদ্ধিজীবীর গুরু।দেবতা। রোলমডেল। কিন্তু রামচন্দ্র হলেন না। যে রামচন্দ্র লঙ্কা জয়ের পরেও নিজ দেশের প্রেমে দেশেই ফিরলেন। যুদ্ধে লঙ্কা জয় করলেন বটে কিন্তু দখলতো করলেন না। এমন চূড়ান্ত নৈতিক উদারতা কোন দেশের কোন চরিত্র তা সে বাস্তব হোক কিংবা কাল্পনিক, দেখাতে পেরেছে। রামচন্দ্র হিন্দু আদর্শ তথা ভারতীয় মূল্যবোধের প্রতীক যিনি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে হাঁটেন। যিনি যুদ্ধ কৌশলে জয়ী হয়েও সেখানে তাঁর আদর্শের প্রভাব বিস্তার করেন কিন্তু বাহুবলে ভিন দেশের মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করেননা। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তোপ রামচন্দ্র। তিনি সত্যাচারী কেবল। ওই ওদের ইতিহাসে লেখা আছে ' লেনিন- নারিমানভ তেল চুক্তি'—সে ইতিহাস কিন্তু বদলায়নি। বদলে গেছে লেনিন সাম্যবাদ। আজ সেখানে সেই রাশিয়ায় চূড়ান্ত স্বৈরাচার পুতিনের হুঙ্কার। অথচ যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত হচ্ছে রামচন্দ্রের গাথা। মুসলিম ভোট ব্যাঙ্কের জন্য এ রাজ্যের এমন দায় যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রটা সামাজিক সাংস্কৃতিক ধর্মীয় ক্ষেত্রকে রাশিয়ার আজারবাইজান দখলের মত গ্রাস করছে। এ রাজ্যের বুদ্ধিজীবীদের কাছে এটুকুই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই— রামমন্দির প্রতিষ্ঠার আনন্দে আমরা দেশবাসী বিহ্বল না। আমরা পুনর্নির্মানে আত্মহারা ও একই সাথে আত্মবিশ্বাসীও। এই একটি শব্দ— পুনর্নির্মান- তার সবটুকু গুরুত্ব তাৎপর্য বহন করছে। মন্দির নির্মাণ বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে হয়। কিন্তু এই পুনর্নির্মান আদতে স্বৈরাচারী ইতিহাসের থেকে বহুত্ত্ববাদী হিন্দুত্ব স্বাধীন হল। আগ্রাসনের ইতিহাসকে পিছনে রেখে সংহতির ভারতীয়ত্বের জয় হল। ভোট ব্যাঙ্ক কেনার দায়ে জর্জরিত জড় ইতিহাসের জট থেকে প্রত্যয়ী হিন্দুত্বের তথা সামগ্রিক ভারতীয়ত্বের ও বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় নীতির জয় হল। জয় হল জাতীয়তাবোধের। কল্যাণময় শক্তির। যে শক্তি সবাইকে এক রেখায় মানবতা শৈলির পাঠ দেয়। রামচন্দ্রকে আমি মর্যাদা পুরুষ বিশ্বাস করি। যে স্মার্ট বুদ্ধিমত্তার মানুষরা তাঁকে কাল্পনিক চরিত্র ভেবে হালকা চালে নেন তারাও তবে সেই কল্পনায় বর্ণিত রাম ধর্ম রামরাজ্য ও মানব ধর্মকেতো গ্রহণ করতে পারেন। তাতো প্লেটোর চাইতে অনেকটা বলিষ্ঠ ও দিশাধারী চরিত্র। স্বয়ং অ্যারিষ্টটল প্লেটো তত্ত্বের সমালোচনা করেন। লেনিন তো এখন বইতে চুপটি করে স্মৃতিচারণ করছে। পুঁজিবাদের বিরোধ করা কমিউনিস্ট চিন নিজেই আস্ত এক স্বৈরাচারী পুঁজিবাদী দ্বিচারি রাষ্ট্র।

তবুও রামচন্দ্রে আপনাদের ভরসা হচ্ছে না! ভগবান এইসব কৃতঘ্ন মূর্খদের কি করবেন তাই বুঝে পারছেন না। ওই বুদ্ধিজীবীরা- ছয়কে নয় এবং নয়কে ছয় করছে। ওদের কানা চোখ ইহলোকের দিকে। আচারে উক্তিতে ওরা এখনও মার্কসবাদী নস্টালজিয়ায় দারুণ সুখ পায়। ভাবনাতে ওরা আসলে পরাধীন।তাই রাম মন্দিরের ঘন্টায় ওদের আত্মপ্রসাদ মেলেনা।

এখন বেশ ভাবাচ্ছে মধ্যবিত্তের আয়

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

মানুষের আয়ের অবস্থা ভালো নয়। না, সকলের নয়। উচ্চবিত্তের কথা আজ বলছি না। বলছি তাদের কথা যারা অতিসাধারণ,সাধারণ,মধ্যবিত্ত। না, সেই সব মানুষ আজ মোটেই ভালো নেই। ভুল বললাম। অবস্থা অত্যন্ত করুণ। এবং দিন দিন তা বেড়েই চলেছে। বেকারের সংখ্যা যে কি প্রবল তা আপনি জানেন,আমিও জানি। ছোটবেলায় পড়া কথাটা বোধহয় আর চলে না—লেখাপড়া করে যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা এখন হাজার লাখে কোটিতে। আর দিনকে দিন তা বেড়েই চলেছে। এমন ভাবেই চলছে এখনকার সময়। সে সব কথা আজ না হয় নাইবা বললাম। বরং আজ যারা সাকার তাদের কথাই বলি। ভুল বললাম। যারা ভালো সাকার তাদের কথা বলি। কিন্তু তাদের কথা বললে তো আবার সব কথা বলা হবে না। বাজার মূল্য যে জায়গায়, তাতে কেউ আজ আর ভালো নেই। আমরা জানি যার যেমন আয় তার তেমন ব্যয়।সেখানেও অসুবিধে যাদের তারা হলো সেই— মধ্যবিত্ত।

কেন বলছি সে কথা — আসুন তারই সুলুক খোঁজে যায়।'মধ্যবিত্ত' হলো সেই নাম যারা সব জায়গায় পিছিয়ে পড়ে। যার অনেক কারনের মধ্যে বেশিটাই প্রধানত অর্থের অভাব।মধ্যবিত্তের আয় তেমন নয়,কিন্তু খরচ সব শ্রেণীর মত। তবে তার চলবে কি করে! কিন্তু না, তাও তাকে চালাতে হয়। প্রতিটি জিনিসের সঙ্গে তাদের লড়াই। দাম সব কিছু আকাশছোঁয়া হলেও তাকে বাঁচতে হয়। কি কঠিন লড়াই। তাকে লড়তে হয়। আর এতেই হিমশিম খাচ্ছে গোটা দেশের মানুষ। আর এরই মধ্যে বেশি কাহিল হচ্ছে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী-ই। কারণ তারা চরম অনিশ্চয়তায় নিমজ্জিত। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে এই মধ্যবিত্ত মানুষের আবেগ অনেক বেশি। তারা সহজে অন্যের কাছে নত হতে পারে না। না,তারা পারে না অন্যের থেকে কোনোভাবে ঠকিয়ে কোনো কাজ করতে। সুতরাং তাদের প্রতি পদে পদে বিপদ। কারণ তাদের বিবেক বড় জাগ্রত। অন্যদেরও জাগ্রত, তবে সেখানে বোধহয় অতটা জেগে থাকাটা দেখা যায় না। মানে সেলফ ইনপুট বোধহয় অতটা তেজালো নয়। সুতরাং মধ্যবিত্তের প্রবলেম অনেক বেশি। আবেগের প্রবলেম,রুচির প্রবলেম, দয়া,মায়া করুণা, দুঃখ, হতাশা, প্রকাশ, ভাব, ভালোবাসা কোনটা ছেড়ে কোনটার কথা বলবো। আর এই সব কিছুর মুলে রয়েছে অর্থ। এক্ষেত্রে গরীব মানুষের ও অতি গরীব মানুষের তেমন প্রবলেম হয় না। কারণ তাদের আবেগ অত বেশি কাজ করে না। তারা ছোট ছোট বিষয় বলে অনেক কিছু উড়িয়ে দেন। কিন্তু মধ্যবিত্ত এক্ষেত্রে অনেক বেশি আত্ম অভিমানী। আর এটাই বিগ প্রবলেম।

আমরা দেখেছি করোনা কালে কিভাবে সকলের আয় একেবারে তলানিতে চলে গেছিল। ঘুরে দাঁড়াতে অনেক সময় লেগেছিল। এখনো যার রেশ চলছে। কত কিছু লক ডাউন হয়ে গেছে। কত কিছুই না লক ডাউন আমাদের শেখালো। মানুষের কত সমস্যা। আর সব সমস্যার অনেকটা সমাধান করতে পারে পয়সা। কিন্তু মানুষের কাছে তার বড়ই অভাব। মধ্যবিত্তের এই এক প্রবলেম। এবং তা বেশ প্রবল। এখন আর মধ্যবিত্তের একজনের চাকরি করলে চলে না। সবাই ছুটছে। নইলে চলছে না। যারা আবার সংসার ধর্মে রয়েছে তারা আরও কঠিন জায়গায়। কি করে একটা ভালো শিক্ষা, ভালো খাদ্য,ভালো বাসস্থান, ভালো বস্ত্র যোগাবে তাই ঘিরে সমস্যায়। অসুবিধে হওয়ারই কথা। কারণ যা আয় দেখা যাচ্ছে তাতে মধ্যবিত্তের কুলোয় না। তাই তাকে আরও আয় করতে হয়। সকলকে করতে হয়। নইলে বিপদে পড়তে হয়। সুতরাং আয় বাড়াতে হয়। সিচুয়েশন এমনই যে ইচ্ছে না থাকলেও তোমাকে কাজ করতে হবে। হবেই।

রবি ঠাকুর বলেছেন—ঘরে যখন আগুন লাগিয়াছে তখন কূপখুঁরিতে যাওয়ার আয়োজন বৃথা। তাহলে কি এ কথাটা মধ্যবিত্তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য! মানে তুমি যখন মধ্যবিত্ত তোমার ওটাই বিত্ত। ওর বেশি তুমি নও। তুমি আগে থেকে বড় না হলে মধ্যবিত্ততে থেকে তোমাকে বড় হাওয়া চলবে না। কিন্তু কেন এই মধ্যবিত্ত পরিবারের হাল! সব পেয়েছির আসর কেনো তাদের চেনা নয়। কেনই বা তাদের হাল ফিরবে না — তা নিয়ে কেউ ভাবার নেই। কে তাদের হয়ে হাল ধরবে! এটা কোনো রাজনৈতিক বিষয় নয়। এ সমাধান করা সম্ভব নয়। বরং যেটা সম্ভব তা হলো বাজার মূল্য শিথিল করা। এটা আপামর জনসাধারণের জন্য ভেবে করলে ভালো হয়। এটা একটা দেশ, রাজ্য ঠিক করতেই পারে তার নিজস্ব পরিকাঠামোয়। আর তা হলেই সকলের মঙ্গল। আসুন না আমরা সেই মঙ্গল কর্মে নিয়োজিত হয়। যার চালকের ও নিয়ন্ত্রণের ভূমিকায় থাক আমার দেশ ওরফে রাষ্ট্রনায়ক।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

শিক্ষকের বদলির নির্দেশ আসার খবরে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: যেতে নাহি দিব...।

বুধবার সকালে কাঁকসার প্রয়াগপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের বদলির নির্দেশ আসার খবর চাউর হতেই স্কুলের সামনে বিক্ষোভ দেখান এলাকার বাসিন্দা ও অভিভাবকরা। বুধবার এই ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় বিদ্যালয়ের মধ্যে।

বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা এবং তাদের অভিভাবকরা বিক্ষোভ দেখান বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বদলি আটকানোর জন্য। অভিভাবকরা জানিয়েছেন, বিদ্যালয়ের টিচার ইনচার্জ রাজেশ কুমার অধিকারী দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়ে ছাত্রদের পড়ান। শুধু লেখাপড়া করানোই নয়, বিদ্যালয়ে কোনও ছাত্র ক্লাসে না আসলে পরের দিন তার বাড়ি গিয়ে ওই ছাত্রের অনুপস্থিতির খোঁজ খবর নিয়ে তাকে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসতেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছে তিনি একজন অভিভাবক।

আরও দাবি, এলাকার মানুষের কোনও সমস্যা হলে তাঁরা পরামর্শের জন্য ছুটে যান ওই শিক্ষকের কাছে। ওই বিদ্যালয়ে আগে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা একদমই ছিল না। ওই শিক্ষক বাড়ি থেকে ছাত্রছাত্রীদের তুলে এনে ক্লাস করাতেন। বর্তমানে ওই বিদ্যালয়ে ১৪১ জন পড়ুয়া আছে। এমনকি ওই বিদ্যালয়ে বর্তমানে শিক্ষার মান অনেক উন্নত হয়েছে। বুধবার এলাকার মানুষ খবর পান যে, রাজেশ অধিকারীকে বদলি করে দেওয়া হয়েছে। তিনি এই বিদ্যালয় ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবেন। এরপরেই গোটা গ্রামে খবর ছড়িয়ে পড়তেই বিদ্যালয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন অভিভাবিকরা।

বিদ্যালয়ের টিচার ইন চার্জ রাজেশ কুমার অধিকারী জানিয়েছেন, এলাকার মানুষ ও পড়ুয়াদের সঙ্গে একটা আবেগ তৈরি হয়েছে। যার কারণে কেউ তাকে ছাড়তে চাইছে না। যদিও তিনি গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের বিষয়টি তাঁর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। তারা বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবেন বলে তাকে জানিয়েছেন।

কাঁকসা ত্রিলোকচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান প্রসেনজিত ঘোষ জানিয়েছেন, বদলি নয়, ওই শিক্ষকের প্রোমোশন হয়েছে। তাই তাঁকে অন্য জায়গায় যেতে হবে এমনটাই জানা গিয়েছে। আসলে ওই শিক্ষক এলাকায় শিক্ষার মান উন্নত করেছেন। তাঁর সময়ে ছাত্র সংখ্যা বেড়েছে। বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতির হার কমেছে। যার কারণে এলাকার মানুষ তাকে ছাড়তে চায় না। এই বিষয়ে তিনি স্কুল পরিদর্শকের সঙ্গে কথা বলবেন যাতে ওই শিক্ষককে ওই বিদ্যালয়েই রাখা যায়।

১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে বাংলার গাফিলতি রয়েছে, অভিযোগ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পশ্চিমবঙ্গের ১০০ দিনের টাকা কবে বরাদ্দ হবে সে ব্যাপারে কোনওরকম প্রতিশ্রুতি দিতে পারলেন না কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী কপিল মোরেশ্বর পাতিল। বুধবার বিজেপির একটি কর্মসূচিতে যোগ দিতে মালদায় আসেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কপিল মোরেশ্বর পাতিল। মালদা টাউন স্টেশনেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সরাসরি ১০০ দিন প্রকল্পের টাকা বরাদ্দের ব্যাপারে গাফিলতির অভিযোগ তোলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। এদিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই মন্তব্যে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী বেচারাম মান্না এবং সাবিনা ইয়াসমিন। তাঁদের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকার গরিব মানুষের পরিশ্রমের টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে।

এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কপিল মোরেশ্বর পাটিল জানিয়েছেন, ১০০ দিনের প্রকল্পে রাজ্যেরই গাফিলতি রয়েছে। জবাব তাঁদেরকেই দিতে হবে। এর মধ্যে কোনও রাজনীতি নেই। তাছাড়া শুধু পশ্চিমবঙ্গের টাকা আটকে রাখা হবে কেন?

এদিকে ১০০ দিনের প্রকল্পের টাকা আটকে রাখা নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দাবিকে নস্যাৎ করেছেন রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বেচারাম মান্না ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন।

এদিন মালদায় রাজ্যের দুই প্রতিমন্ত্রী ১০০ দিনের প্রকল্প টাকা আটকে রাখা নিয়ে কেন্দ্রের ভূমিকায় সরব হন। মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, একাধিকবার কেন্দ্রীয় দল এ পর্যন্ত তদন্ত করে কোনও দুর্নীতির অভিযোগ কাগজ-কলমে অন্তত বলতে পারেননি। অথচ, টাকা দেওয়ার কথা হলেই মুখে দুর্নীতির কথা বলছেন কেন্দ্রের মন্ত্রী ও বিজেপির নেতারা। যেখানে দুর্নীতি হয়েছে তা প্রমাণ করুন। মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, এ পর্যন্ত ৬৮ বার কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল রাজ্যে এসেছেন। তাঁরা যা যা তথ্য চেয়েছিলেন, সমস্ত তথ্য দপ্তর থেকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরপরও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিতভাবে বাংলার টাকা আটকে রাখা হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসকে ঘায়েল করতে চাইছে বিজেপি। রাজ্যের মানুষ সব বোঝেন। এখন উদ্দেশ্যে প্রণোদিতভাবে কেন্দ্রের মন্ত্রীরা রাজ্যের ওপর দায় চাপানো হচ্ছে।

BANGIYA GRAMIN VIKASH BANK (A GOVT. ENTERPRISE)

নদিয়া রিজিওনাল অফিস
৫, আর.কে. মিত্র লেন, পাত্র মার্কেট, পো. কৃষ্ণনগর, জেলা : নদিয়া, পিন -৭৪১১০১

দখল নোটিশ

যেহেতু বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক-এর অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক-এর নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং, শাখার নাম, ফোন নং, ইমেল	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী/ জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) ১৩(০২)-তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবির পরিমাণ
(১) ঝিকরা bmjhk@bgvbank.co.in	**সৈফুদ্দিন মন্ডল, জিয়ারুল হক এবং কাদের মন্ডল স্বত্বা :/ঋণগ্রহীতা : ১. সৈফুদ্দিন মন্ডল পিতা প্রয়াত জাহাবক্স মন্ডল,** গ্রাম : গোয়ালডোব, পো : নগরউখরা, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১২৫৭ (ঋণগ্রহীতা)। **২. জিয়ারুল হক** পিতা ফরজুল্লা হক, গ্রাম : গোয়ালডোব, পো : নগরউখরা, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১২৫৭ **(জামিনদাতা)**। **৩. কাদের মন্ডল** পিতা আইজউদ্দিন মন্ডল, গ্রাম : গোয়ালডোব, পো : নগরউখরা, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১২৫৭ **(জামিনদাতা)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং ভবন মৌজা : দিঘলগ্রাম, জেএল নং ৮৭, প্লট নং : এলআর ৭৭৫, খতিয়ান নং এলআর ২২৬২, জমির শ্রেণি : ভিটা, এরিয়া : ১.৫০ শতক, উল্লেখ্য দলিল নং ১৮৮২-২০১২ সালের, চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী) : উত্তরে : পঞ্চায়েত সড়ক, দক্ষিণে : আকাশ আলি মন্ডল, পূর্বে : হালিম মন্ডল, পশ্চিমে : আবুল কায়েম মন্ডলের জমি, থানা : হরিণঘাটা, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১২৫৭, সৈফুদ্দিন মন্ডল, পিতা প্রয়াত জাহাবক্স মন্ডলের নামে সম্পত্তি, গ্রাম : গোয়ালডোব, পো: নগরউখরা, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১২৫৭ (ঋণগ্রহীতা)	ক) ২৩.০২.২০২৩ খ) ২০.০১.২০২৪ গ) ৪,৬৫,০৯০.২২ **টাকা (চার লাখ পঁয়ষট্টি হাজার নব্বই টাকা এবং বাইশ পয়সা)** (৩১.১২.২০২২ পর্যন্ত সুদ হিসেবকৃত) সহ অধার্য সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ।
(১) ঝিকরা bmjhk@bgvbank.co.in	**শ্যামল ঘোষ, বলাই ঘোষ এবং মল্লিকা ঘোষ স্বত্বা :/ ঋণগ্রহীতা : ১. শ্যামল ঘোষ,** পিতা বলাই ঘোষ, গ্রাম চন্দা, পো : অমনকান্দিয়া, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪৩২৪৯ **(ঋণগ্রহীতা), জামিনদাতা : ২. বলাই ঘোষ,** পিতা প্রয়াত পঞ্চানন ঘোষ, গ্রাম : চন্দা, পো : অমনকান্দিযা, জেলা : নদিয়া, পিন :৭৪৩২৪৯, **(জামিনদাতা) ৩. মল্লিকা ঘোষ** স্বামী শ্যামল ঘোষ, গ্রাম : চন্দা, পো : অমনকান্দিয়া, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪৩২৪৯ **(জামিনদাতা)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং তদস্থিত ভবন মৌজা : ঝিকরা, জেএল নং ৮৮, প্লট নং আরএস এভং এলআর ৪৫৫, খতিয়ান নং আরএস ৫৪ এলআর ৩৯৬, জমির শ্রেণি :ভিটা, এরিয়া : ০.০২ একর, দলিল নং ৪৫৮৯-১৯৭৪ চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী) : উত্তরে : কাজল সেনের সম্পত্তি, দক্ষিণে : রামপদ ঘোষের সম্পত্তি, পূর্বে : নিজস্ব জমি এবং পুকুর, পশ্চিমে : উহরা রোড, থানা : হরিণঘাটা, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১২৫৭-বলাই ঘোষ এর নামে গ্রাম : নন্দা, পো : অমনকান্দিয়া, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪৩২৪৯-জামিনদাতা অনুযায়ী।	ক) ২৩.০২.২০২৩ খ) ২০.০১.২০২৪ গ) ৯,০৮,৫৬৮.৭৯ **টাকা (নয় লাখ আট হাজার পাঁচশ আটষট্টি টাকা এবং উনআশি পয়সা)** (৩১.০৭.২০২২ পর্যন্ত সুদ হিসেবকৃত) সহ অধার্য সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ।

তারিখ : ২৫.০১.২০২৪
স্থান : কৃষ্ণনগর, নদিয়া

অনুমোদিত অফিসার, বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক, নদিয়া রিজিওনাল অফিস
৫, আর.কে. মিত্র লেন, পাত্র মার্কেট, পো. কৃষ্ণনগর, জেলা : নদিয়া, পিন -৭৪১১০১

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II, কলকাতা

'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ শ্রী এন কে লাকরা, ইমেল আইডি ঃ clo3.samb2kol@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৭২১০০৮

[রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ১৩.০২.২০২৪
সময় ঃ ২৪০ মিনিট বেলা ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ
প্রাক ডাক ইএমডি প্রদানের শেষ তারিখ - 'আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসির নিকট ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে প্রাক ডাক ই-এমডি দাখিল করতে পারেন। প্রাক ডাক ইএমডির সুযোগ এমসিটিসির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দাখিল এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যের ই-নিলাম প্রদান সাপেক্ষে দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সময় সাপেক্ষ ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য এবং ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যথেষ্ট পূর্বে শেষ সময়ের অসুবিধা এড়ানোর জন্য।'

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক কার্যকরী দখলীকৃত **১৩.০২.২০২৪** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **২৬,১৪,৯০,৮৫৪.৩০ টাকা (ছাব্বিশ কোটি চোদ্দ লাখ নব্বই হাজার আটশো চুয়ান্ন টাকা এবং তিরিশ পয়সা) টাকা ৩০.০৮.২০১৫** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ এবং **৩১.০৮.২০১৫** থেকে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **ঋণগ্রহীতা - মেসার্স স্টারশাইন নির্মাণ প্রাইভেট লিমিটেড,** রেজিস্টার্ড অফিস রুম নং ১১০৯, ১২তম তল, ওম টাওয়ার, ৩২ চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১ (পশ্চিমবঙ্গ) এবং **ডিরেক্টরগণ এবং জামিনদাতাগণ - (১) শ্রী বিকাশ কুমার আগরওয়ালা,** পিতা শ্রী ধনকুমার আগরওয়ালা, সাকিন পাটনা কেমিক্যাল ওয়ার্কস কম্পাউন্ড, পাটনা সিটি, পাটনা, বিহার, পিন - ৮০০০০৮, **(২) শ্রীমতি স্মিতা আগরওয়ালা,** স্বামী বিকাশ কুমার আগরওয়ালা, সাকিন পাটনা কেমিক্যাল ওয়ার্কস কম্পাউন্ড, পাটনা সিটি, পাটনা, বিহার, পিন - ৮০০০০৮, **(৩) শ্রী দীপক কুমার আগরওয়ালা,** পিতা শ্রী ধন কুমার আগরওয়াল, সাকিন 'রতন লাল বিল্ডিং, খরিদা মেন রোড, খড়গপুর, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১৩০৩ **(৪) মেসার্স বালমুকুন্দ পলিপ্লাস্ট প্রা. লি. (কর্পোরেট জামিনদাতা),** রেজিস্টার্ড অফিস রুম নং ১১০৯, ১২তম তল, ওম টাওয়ার, ৩২ চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১ (পশ্চিমবঙ্গ) **(৫) মেসার্স গঙ্গা প্লাস্টিক প্রোডাক্টস প্রা. লি. (কর্পোরেট জামিনদাতা),** রেজিস্টার্ড অফিস পাটনা কেমিক্যাল ওয়ার্কস কম্পাউন্ড, মোগলপুরা, পাটনা সিটি, পিন - ৮০০০০৮ (বিহার)

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা যদি কিছু থাকে সহ স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
১. বসবাসের রায়তি জমি সম্পত্তি ১ একর ৭৭ ডেসিমেল সমপরিমাণ ৫৬ কাঠা ১২ ধুর ১৬ ধুরকি সমপরিমাণ ৭৭১০১.২০ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা সিমলি মুরারপুর (এন এইচ এর দক্ষিণে), সার্ভে থানা-পাটনা সিটি (মালসালামি), থানা- দিদারগঞ্জ, সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস - পাটনা সিটি, জেলা রেজিস্ট্রেশন অফিস এবং জেলা- পাটনা (বিহার), জমাবন্দি নং -১১৬/বড়া পাঞ্জি (বর্তমান) জমাবন্দি নং -৬২৬, মেসার্স গঙ্গা প্লাস্টিক প্রোডাক্টস প্রাইভেট লিমিটেড উল্লেখ্য দলিল নং ৪৫৮ তারিখ ৩১.১২.২০১২। **(প্রতীকী দখলীকৃত)** **(ক)** তৌজি নং ৬৭০, খাতা নং ১০০৫, ক্যাডেস্ট্রল সার্ভে খসড়া নং ১৭০৬ -এরিয়া-৮৮ ডেসিমেল। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ক্যাডেস্ট্রল সার্ভে খসড়া নং -১৭৮০, ১৭৮১, দক্ষিণে : ক্যাডেস্ট্রল সার্ভে খসড়া নং ১৭৯২, পূর্বে : ক্যাডেস্ট্রল সার্ভে খসড়া নং -১৭৬১, ৭৯১। পশ্চিমে: ক্যাডেস্ট্রল সার্ভে খসড়া নং ১৭০৪, ১৭০৫। **(খ)** তৌজি নং ৬৭০, খাতা নং ১০০৫, ক্যাডেস্ট্রল সার্ভে খসড়া নং ১৭৯২, এরিয়া-৮৯ ডেসিমেল। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ক্যাডেস্ট্রল সার্ভে খসড়া নং ১৭০৬, দক্ষিণে: ক্যাডেস্ট্রল সার্ভে খসড়া নং ১৭৯৩, পূর্বে : ক্যাডেস্ট্রল সার্ভে খসড়া নং ১৭৯১, পশ্চিমে: ক্যাডেস্ট্রল সার্ভে খসড়া নং -১৭০৩, ১৭০৪। **সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২৯.০১.২০২৪, সময় : সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত।**	৬,০৬,০০,০০০.০০ টাকা	৬০,৬০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ - ১,০০,০০০.০০	
২. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট ৪জি পঞ্চম তলে, ব্লক ১, "শ্রী রাম নগর" হাউসিং কমপ্লেক্সে পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৫১৩ বর্গফুট আনুমানিক (কমবেশি) এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং যাবতীয় সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত এবং ১(এক) খোলা কার পার্কিং স্পেস ১০০ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা -তেঘড়িয়া, গ্রাম এবং থানা - রাজারহাট, গোপালপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৩, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য দলিল নং ১-৩৯৫৬-২০১০ সালের মেসার্স বালমুকুন্দ পলিপ্লাস্ট প্রা লি এর নামে। **(প্রতীকী দখলীকৃত)** **সম্পত্তির পর্যবেক্ষণ: তারিখ : ২৯.০১.২০২৪, সময় : সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টা।**	৬০,০০,০০০.০০ টাকা	৬,০০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ - ১,০০,০০০.০০	

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন https://www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিঙ্ক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp এবং https://tenders.gov.in দেখুন।

তারিখ ঃ ২৫.০১.২০২৪
স্থান ঃ কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / Bank of India BOI — Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা- বর্ধমান, পিন-৭১৩২১২, ফোন নং- ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১) দেখুন]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নে বর্ণিত তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক নিম্নে বর্ণিত প্রতিটি একাউন্ট এর সাপেক্ষে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাগণকে উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতাগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদার/বন্ধক্‌দাতাগণ ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত পরিসম্পদের দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নে বর্ণিত প্রতিটি একাউন্ট এর সাপেক্ষে বর্ণিত তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে উল্লিখিত অর্থ এবং তদুপরি সুদ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া -এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

ক্র. নং.	ক. ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারের নাম খ. শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তি/ সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ	ক) দখলের তারিখ খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	ক. ঋণগ্রহীতা : শ্রী শ্যামল মন্ডল (মেসার্স হোটেল সিলভার প্যালেসের স্বত্বাধিকারী) খ. শাখা: চিত্তরঞ্জন	জমি এবং ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার আরএস প্লট নং ১১৪ এবং এল.আর. প্লট নং - ২৫৬, এল.আর. খতিয়ান নং- ৪৮৪, জে এল নং- ৩৭, মৌজা- বেনাগরিয়া, রূপনারায়ণপুর, দুর্গা মন্দির রোড, থানা- সালানপুর, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পিন- ৭১৩৩৬৪, এলাকা- ০৫ কাঠা (ডিড নং আই- ৬৯৮৪) শ্রী শ্যামল মন্ডলের নামে। **পরিবেষ্টিত:** উত্তর দিকে- ১৫ ফুট চওড়া রাস্তা, দক্ষিণে- শ্রী শ্যামল মণ্ডল এবং অন্যরা, পূর্বে- আরএল দেওঘরিয়ার সম্পত্তি, পশ্চিমে- শ্রী শ্যামল মণ্ডল এবং অন্যান্যদের খালি জমি দ্বারা। জমি এবং ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার আরএস প্লট নং ১১৪ এবং এল.আর. প্লট নং - ২৫৬, খতিয়ান নং - ৯৭৫ এবং ৯৭৬, জে এল নং - ৩৭, মৌজা-বেনগোরিয়া, রূপনারায়ণপুর, দুর্গা মন্দির রোড, থানা সালানপুর, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পিন- ৭১৩৩৬৪, এলাকা- ১৩ কাঠা (ডিড নং আই- ৮৩৫০) শ্রী শ্যামল মন্ডল এবং শ্রী অমিত কুমার চৌধুরীর নামে। **পরিবেষ্টিত:** উত্তর দিকে- ১৫ ফুট চওড়া রাস্তা, দক্ষিণে- অমল ঘোষ এবং অন্যান্যদের বাড়ি, পূর্বে- আর এল দেওঘরিয়ার সম্পত্তি, পশ্চিমে- অন্যদের সম্পত্তি।	ক) ১৯.০১.২০২৪ খ) ২০.১০.২০২৩ গ) ১,৫৪,৪৬,৮৩৫.৭৪ টাকা **(কথায় এক কোটি চুয়ান্ন লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার আটশো পঁয়ত্রিশ টাকা চুয়াত্তর পয়সা)** এবং তার উপর সুদ।
২.	ক. ঋণগ্রহীতা : শ্রী অভিজিৎ ঘোষ খ. শাখা : গ্রামকুলী	২.০০ ডেসিমেল এলাকা সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার গ্রাম-পাথরাঘাটা, পোস্ট- বোহরকুলি, থানা- কালনা, মৌজা- পাথরঘাটা, জে এল নং- ২০৬, খ. নং - ১৬৫৬, প্লট নং - ২৪৩০, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পঃবঃ- ৭১২১৪৬, শ্রেণীবিভাগ-বাস্তু, পিন্ডিরা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে। **পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- কেষ্ট কুমারের বাড়ি, দক্ষিণে- নিমাই ঘোষের সম্পত্তি, পূর্বে- পঞ্চায়েত রোড, পশ্চিমে- নিতাই ঘোষের সম্পত্তি দ্বারা।	ক) ১৯.০১.২০২৪ খ) ২৩.০৮.২০২৩ গ) ৬,৫৩,৯৫৮.১৩ টাকা + সুদ **(ছয় লক্ষ তিপান্ন হাজার নয়শো আটান্ন টাকা তেরো পয়সা তদুপরি সুদ।)**
৩.	ক. ঋণগ্রহীতা : শ্রী গোলাম মোর্তজা মজুমদার খ. শাখা : শ্যামসুন্দর	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ১১৬, এলআর ও আরএস প্লট নং ১২৮৬, এলআর খতিয়ান নং ২০১৬, থানা-মাধবডিহি ও জেলা- পূর্ব বর্ধমান। পরিবেষ্টিত: উত্তরে- আসপিয়া মজুমদারের সম্পত্তি, দক্ষিণে- গোলাম মোর্তজা মজুমদারের সম্পত্তি, পূর্বে- ৮ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রোড, পশ্চিমে- আব্বাস মজুমদারের সম্পত্তি দ্বারা।	ক) ২০.০১.২০২৪ খ) ১৪.১১.২০২৩ গ) ১৪,৬৪,৮২৬.৩১ টাকা **(চৌদ্দ লক্ষ চৌষট্টি হাজার আটশো ছাব্বিশ টাকা এবং একত্রিশ পয়সা)** এবং তার উপর সুদ।
৪.	ক. ঋণগ্রহীতা : শ্রী চান্দু সিং খ. শাখা : শ্যামসুন্দর	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা বুরার, জেএল নং ৫১, এলআর খতিয়ান নং ৬২৩, প্লট নং ১২১৪ ও ১২১৪/১৪২৬, পোস্ট বুরার, থানা- রায়না পূর্ব বর্ধমান। পরিবেষ্টিত: উত্তরে- সন্তি মাঝির সম্পত্তি, দক্ষিণে- কানাই সিং-এর সম্পত্তি, পূর্বে- লেউল সিং-এর সম্পত্তি, পশ্চিমে- রাস্তা ও সন্তি মাঝির সম্পত্তি দ্বারা।	ক) ২০.০১.২০২৪ খ) ২২.০৯.২০২১ গ) ৩,৮২,১৩৪.৮৫ টাকা **(তিন লক্ষ বিরাশি হাজার একশো চৌত্রিশ টাকা পঁচাশি পয়সা)** এবং তার উপর সুদ।

তারিখ: ২৫.০১.২০২৪
স্থান: দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল

জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - রূপসা ভৌমিক চক্রবর্তী, ই-মেল আইডি - sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ০৯৬৭৪৭৬৬২৩৮

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) অধীনে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে **১২.০২.২০২৪** তারিখে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ডাকদাতা/গণ এমএসটিসি লি'-এর সহিত সংযুক্ত অ্যাকাউন্ট থেকে চালান মাধ্যমে https://www.mstcecommerce.com/ auctionhome/ibapi/index.jsp তে এনইএফটি/আরটিজিএস মাধ্যমে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ইএমডি পাঠাতে পারেন নিলামের তারিখের পূর্বে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ১২.০২.২০২৪
সময় - ১২০ মিনিট বেলা ১টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকে ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে
প্রাক ডাক ইএমডি প্রদানের শেষ তারিখ - 'আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসির নিকট ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে প্রাক ডাক ই-এমডি দাখিল করতে পারেন। প্রাক ডাক ইএমডির সুযোগ এমসিটিসির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দাখিল এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যের ই-নিলাম প্রদান সাপেক্ষে দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সময় সাপেক্ষ ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য এবং ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যথেষ্ট পূর্বে শেষ সময়ের অসুবিধা এড়ানোর জন্য।'

ঋণগ্রহীতার নাম, ঠিকানা, সম্পত্তির বিস্তারিত এবং বন্ধকদাতা	ক. সংরক্ষিত মূল্য খ. বায়না জমা (ইএমডি)	বকেয়া পরিমাণ	ক. দায়বদ্ধতা খ. দখলের ধরণ
ঋণগ্রহীতা : দ্য ৩ গাইজ নেটওয়ার্ক প্রা. লি. জামিনদাতাগণ : ১. গৌতম খারা, পিতা শ্রী নিত্যানন্দ খারা, ২. **শ্রী শ্যামলেন্দু ভট্টাচার্য,** পিতা শ্রী বাসুদেব ভট্টাচার্য, ৩. শ্রীমতি পম্পা ব্যানার্জি, স্বামী শ্রী জয়দেব ব্যানার্জি। **সম্পত্তি নং : ১:** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অফিস স্পেস নং ৩বি, ৩সি এবং ৩ ডি পরিমাণ ৩২০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪র্থতলে, "গ্ল্যামার বিল্ডিং" নামক বহুতল ভবনে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং অন্যান্য সুবিধা ও পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত জমির পরিমাণ ৭ কাঠা ৯ ছটাক ১৫ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত আরএস দাগ নং ৭৭৫, আরএস খতিয়ান নং ৭১৮, এলআর দাগ নং ৭৯১,এলআর খতিয়ান নং ৪২১/১, জেএল নং ৩৫, মৌজা :দুইল্যা, দুইল্যা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, আন্দুল রোড, থানা : সাঁকরাইল, জেলা: হাওড়া,(হস্তান্তর দলিল নং ৩৭২০-২০০৯ সালের তারিখ ১৫.০৯.২০০৯, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১১, পৃষ্ঠা ৫৫৪ থেকে ৫৮০, মেসার্স দ্য ৩ গাইজ নেটওয়ার্ক প্রা লি এর নামে)। **সম্পত্তি নং : ২ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৬বি, পরিমাণ ৮০০ বর্গফুট ৩য়তলে, "তিরুপতি অ্যাপার্টমেন্ট" নামক বহুতল ভবনে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং অন্যান্য সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত জমির পরিমাণ ১১ কাঠা ৮ ছটাক ২৮ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা : পোদরাহ, জেএল নং ৩৮, আরএস দাগ নং ৫৩৭, আরএস খতিয়ান নং ৩৫৪, এবং ৩৫৫, এলআর দাগ নং ৬৮২, আইএলআর খতিয়ান নং ৩২০৬ ছেতে ৩২১৩, থানা : সাঁকরাইল, জেলা : হাওড়া, (হস্তান্তর দলিল নং ৫১৮৯-২০০৮ সালের তারিখ ১৯.০৫.২০০৮, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৯, পৃষ্ঠা ১৫৩১ থেকে ১৫৭৩, শ্যামলেন্দু ভট্টাচার্য, জামিনদাতার নামে)।	সম্পত্তি নং : ০১ ক) ৭১,৯৫,০০০.০০ টাকা খ) ৭,১৯,৫০০.০০ টাকা সম্পত্তি নং : ০২ ক) ১৭,৬০,০০০.০০ টাকা খ) ১,৭৬,০০০.০০ টাকা	৫,২০,১৭,৬৬৭.০০ টাকা ০৯.০৮.২০১৮ অনুযায়ী এবং পুঞ্জীভূত অনাদায়ী সুদ এবং চার্জ এনপিএ তারিখ থেকে বকেয়া নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট	ক. নেই খ. স্বত্ব দখলীকৃত গ. যোগাযোগের ব্যক্তি : ৯৪৩৩০৯৬৫৬৬
		ডাক বাড়ানোর পরিমাণ - ২৫,০০০.০০ টাকা (প্রতিটি সম্পত্তির জন্য) পর্যবেক্ষণের তারিখ - ০৫.০২.২০২৪	

সম্পত্তি নং ১ অনুসন্ধান (সম্পত্তির আইডি SBIN151960302065)
সম্পত্তির অবস্থান | ভিডিও
ফটোগ্রাফস

সম্পত্তি নং ২ অনুসন্ধান (সম্পত্তির আইডি SBIN151960302071)
সম্পত্তির অবস্থান | ফটোগ্রাফস | ভিডিও

নির্ধারিত ঋণদাতা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রদত্ত লিংক অনুযায়ী বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত পাওয়া যাবে, ঋণদাতার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া অনুগ্রহ করে বিশেষ লিংক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp দেখুন।

আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে

তারিখ : ২৫.০১.২০২৪
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

SBI এসবিআই চন্দ্রকোনা টাউন ব্রাঞ্চ (১২৪৩৮)

গোসাই বাজার, চন্দ্রকোনা, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২১২০১ ইমেল - sbi.12438@sbi.co.in

পরিশিষ্ট IV [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

A/c No- 31459964655 (Cash Credit)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর আইন ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের **রুল ৯** সংস্থান অধীনে **১৬.১০.২০২৩** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী গৌতম সিং, পিতা রতন চন্দ্র সিং, গ্রাম - বসনচারা, ছত্তারগঞ্জ, থানা - চন্দ্রকোনা, পিন - ৭২১২০১, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর,** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১০,২৫,১৯৩.০০ টাকা (দশ লাখ পঁচিশ হাজার একশ তিরানব্বই টাকা) টাকা ১১.১০.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে শোধ করার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২২ জানুয়ারি ২০২৪** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সর্বসাধারণের প্রতি সামগ্রিকভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া **১০,২৫,১৯৩.০০ টাকা (দশ লাখ পঁচিশ হাজার একশ তিরানব্বই টাকা) টাকা** এবং পরবর্তী সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

স্বত্ব দলিল জমি এবং ভবনের বন্ধক দ্বারা সম্পত্তির বিবরণ : -
স্বত্বাধিকারী শ্রী গৌতম সিং, পিতা রতন চন্দ্র সিং, এবং শ্রী শিবনাথ সিং পিতা রতন চন্দ্র সিং, গ্রাম : বসনচারা, পো : ছত্রাগঞ্জ, থানা : চন্দ্রকোনা, পিন : ৭২১২০১, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ আনুমানিক এরিয়া **৬.০০ ডেসিমেল তদস্থিত ভবন এরিয়া ৪০৬ বর্গফুট (একতলা)** এবং **৩২০ বর্গফুট (দোতলা),** মৌজা : বসনচারা, থানা : চন্দ্রকোনা, জেএল নং ৬৮, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, প্লট নং এলআর ১৩৯১, শ্রেণি -বাস্তু, খতিয়ান নং এলআর ১০৭৭ এবং ১০৭৮, বসনচারা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, **দলিল নং : ৪৬৮১,** তারিখ : ২২.০৯.২০১০, এডিএসআর-চন্দ্রকোনা, বুক নং-১, ভল্যুম নং ১৪, পৃষ্ঠা ৩৬২৫ থেকে ৩৬৪১ শ্রী গৌতম সিং পিতা রতন চন্দ্র সিং এবং শ্রী শিবনাথ সিং পিতা রতন চন্দ্র সিং, এর নামে, গ্রাম : বসনচারা, পো : ছত্রাগঞ্জ, থানা : চন্দ্রকোনা, পিন : ৭২১২০১, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।
চৌহদ্দি : উত্তরে : রতন চন্দ্র সিং এর খালি জমি, **দক্ষিণে :** সি কে টাউন থেকে পলাশচাবড়ি রোড, **পূর্বে :** মন্দির এবং খালি জমি, **পশ্চিমে :** রতন চন্দ্র সিং এর জমি সমন্বিত।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ২২.০১.২০২৪
স্থান - চন্দ্রকোনা টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

মানাকসিয়া লিমিটেড

রেজিঃ অফিস : টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ৬ লায়ন্স রেঞ্জ, মেজেনাইন ফ্লোর, উত্তর-পশ্চিম কর্ণার, কলকাতা-৭০০ ০০১
দূরভাষ: +৯১-৩৩-২২৩১ ০০৫৫; ফ্যাক্স নং : +৯১-৩৩-২২৩০০৩৩৬
ই-মেল: investor.relations@manaksia.com, ওয়েবসাইট: www.manaksia.com
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার: L74950WB1984PLC038336

নোটিশ

কোম্পানির সদস্যদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('অ্যাক্ট') এর ধারা ১০৮ এবং ১১০ এবং আইনের অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে, কোম্পানির (ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসন) সাথে পড়ুন। ২০১৪ সালের রুলস, সংশোধিত হিসাবে, এবং এমসিএ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২২/২০২০, ৩৩/২০২০, ৩৯/২০২০, ১০/২০২১, ২০/২০২১, ০৩/২০২২, ১১/২০২২, ০৯/২০২৩ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ১৫ জুন, ২০২০, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, ২৩ জুন, ২০২১, ডিসেম্বর ০৮, ২০২১, ৫ মে ২০২২, ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ এবং সেপ্টেম্বর ৫, ২০২৩ যথাক্রমে ('এমসিএ সার্কুলার'), এবং কোম্পানির ২৪শে জানুয়ারী বুধবার সংশোধিত ('লিস্টিং রেগুলেশনস') হিসাবে সেবি (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর প্রযোজ্য বিধান অনুসারে ২০২৪, বিশেষ ব্যবসায় লেনদেনের জন্য শুক্রবার, ১৯ জানুয়ারী, ২০২৪ (কাট-অফ তারিখ) থেকে ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গুলি)/কোম্পানীর সাথে তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধিত করা সদস্যদের কাছে ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট নোটিশ পাঠানো সম্পূর্ণ হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত হিসাবে, যা কোম্পানির সদস্যদের দ্বারা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পাস করার প্রস্তাব করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই পোস্টাল ব্যালটের জন্য সদস্যদের কাছে নোটিশ, পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং প্রি-পেইড বিজনেস রিপ্লাই খামের ফিজিক্যাল কপি পাঠানো হয়নি। একজন ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে নোটিশটি ব্যবহার করা উচিত।
এমসিএ সার্কুলারগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে, সদস্যদের ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করা হবে এবং কোম্পানি সকল সদস্যদের কাছে ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ("এনএসডিএল") -এর পরিষেবাগুলি নিযুক্ত করেছে।
পরিচালনা পর্ষদ বিনোদ কোঠারি অ্যান্ড কোম্পানির অংশীদার, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি, ১০০৬-১০০৯, কৃষ্ণ বিল্ডিং, ২২৪, এজেসি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০ ০১৭, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে ই-ভোটিং এর মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য নিযুক্ত করেছে।
সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে:
১. পোস্টাল ব্যালটের নোটিশে নির্ধারিত ব্যবসা শুধুমাত্র ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে লেনদেন করা হবে।
২. ই-ভোটিং সময়কাল শনিবার, ২৭ জানুয়ারি, ২০২৪ -এ শুরু হবে [সকাল ০৯:০০টা (আইএসটি)] এবং রবিবার, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ [বিকাল ০৫:০০টা (আইএসটি)] -এ শেষ হবে। উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের পরে কোনো ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না। একবার শেয়ারহোল্ডার দ্বারা একটি রেজোলিউশনের উপর ভোট দেওয়া হলে, পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না।
৩. রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের কাট-অফ তারিখ হল শুক্রবার, ১৯ জানুয়ারি ২০২৪ এবং সদস্যদের ভোটদানের অধিকারগুলি তাদের দেওয়া কাট-অফ তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ারের মূলধন অনুপাতে হবে।
৪. যে ব্যক্তির নাম কাট-অফ তারিখে ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সদস্যদের রেজিস্টারে বা বেনিফিসিয়াল মালিকদের রেজিস্টারে নথিভুক্ত করা হয়েছে, তিনি শুধুমাত্র রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।
৫. পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে অর্থাৎ **www.manaksia.com** এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.bseindia.com** এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড অর্থাৎ, **www.nseindia.com**, এবং এনএসডিএল এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.evoting.nsdl.com** তে প্রদর্শিত হয়েছে।
৬. সদস্যরা, যারা ডিমেটেরিয়ালাইজড মোড বা ফিজিক্যাল আকারে শেয়ার ধারণ করছেন বা যারা তাদের ডিপোজিটরি/কোম্পানীর সাথে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তারা যে পদ্ধতিতে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারেন তা পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে।
৭. স্ক্রুটিনাইজার রিপোর্টের সাথে পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.manaksia.com** এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইটে www.evoting.nsdl.com এ উপলব্ধ করা হবে এবং বিএসই লিমিটেডকে অবহিত করা হবে ('বিএসই') এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ দ্য ইন্ডিয়া লিমিটেড ('এনএসই'), যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, মঙ্গলবার, ২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ তারিখে বা তার আগে। উপরন্তু, ফলাফলগুলিও নোটিশ বোর্ডে স্থাপন করা হবে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে।
৮. কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউএস) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি **www.evoting.nsdl.com**-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ বা কল করতে পারেন ০২২- ৪৮৮৬ ৭০০০ এবং ০২২- ২৪৯৯ ৭০০০ বা **evoting@nsdl.co.in**-এ সিনিয়র ম্যানেজার শ্রীমতি পল্লবী মাত্রেকে একটি অনুরোধ জানাতে।

মানাকসিয়া লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
বর্শা বনসাল
কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৪.০১.২০২৪

চুঁচুড়ার শ্রমিক মেলায় বিরোধী বিধায়ক ও সাংসদদের আমন্ত্রণ না করায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে হুগলি জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় শ্রমিক মেলা ২০২৪ অনুষ্ঠিত হচ্ছে চুঁচুড়ার রবীন্দ্র ভবনে। এই মেলায় শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত বিধায়ক ও সাংসদদের ডাকা হলেও বিরোধীদের বিশেষ করে বিজেপির সাংসদ ও বিধায়কদের ডাকা হয়নি। এই ঘটনা নিয়ে সরব হলেন আরামবাগের বিধায়ক মধুসূদন বাগ। এ থেকেই আমরা-ওরার অভিযোগ উঠল। এদিন থেকেই চুঁচুড়ায় দুই দিন ব্যাপী শ্রমিক মেলা চলবে। আমন্ত্রণ পত্রের কোথাও কোনও নাম নেই আরামবাগের চার বিজেপি বিধায়ক থেকে শুরু করে হুগলি লোকসভা কেন্দ্রে সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়ের। অথচ আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অপরূপা পোদ্দারের নাম রাখা হয়েছে। এই নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। সরকারি উদ্যোগে মেলা হওয়া সত্ত্বেও বিজেপি বিধায়ক হওয়ায় অচ্ছুৎ করে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ। 'আমরা-ওরা' সংস্কৃতি বাম আমলেও ছিল। তৃণমূলের আমলে আরও প্রকট ভাবে দেখা যাচ্ছে। এই বিষয়ে আরামবাগের বিধায়ক মধুসূদন বাগ বলেন, ২০২১ সালে বিজেপির বিধায়করা জয়লাভ করার পর থেকে কোনও সরকারি অনুষ্ঠানে ডাকা হয়নি। সমস্ত সরকারি অনুষ্ঠানে মেরুকরণ করা হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেস সরকারি কর্মসূচিকে দলীয় কর্মসূচিতে পরিণত করেছে। ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়কদের সঙ্গে বিমাতৃসুলভ আচরণ করা হচ্ছে। এটা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির একটা লজ্জাজনক দিক। এই নিয়ে আমাদের কাছে নতুন কিছু ব্যাপার নয়, এতে আমরা হতাশ নই। অপরদিকে, হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া বলেন, এটা আমার জানা নেই। এখানে জাতপাতের রাজনীতি হয় না। এখানে সবাই এক। কার্ডে নাম না থাকা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কোনও কারণে হয়তো মিসিং হয়েছে। সবমিলিয়ে এই ঘটনা নিয়ে রীতিমতো হইচই পড়ে যায় আরামবাগ জুড়ে।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকের রোল গ্রামে গ্রামীণ সড়কের ওপর মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ৪৬ বছর বয়সের চিচিঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা আনন্দ বাগদির।

স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায়, চিচিঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা আনন্দ বাগদি রোল গ্রামে একটি কাঠকলে কাজ করেন। প্রতিদিন বাড়ি থেকে সাইকেলে করে সেই কাঠকলে কাজ করতে যান। অন্যান্য দিনের মতো বুধবার সকালে সাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে কাঠকলের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন, ঠিক তখনই রোল গ্রামে ঢোকার আগে অপরদিক থেকে আসা একটি ১৪ চাকার স্টোনচিপ বোঝাই লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় সাময়িক উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ইন্দাস থানা পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। মৃতদেহটি উদ্ধার করে আনা হয় ইন্দাস থানায়। এরপর ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে। ঘাতক লরি এবং চালককে আটক করা হয়েছে।

ত্রিপুরারি প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্থ)
CIN : U70109WB2008PTC125328
লিকুইডেটরের ঠিকানা : অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্টস, ফ্ল্যাট ১এ, ১২এ, সুহাসিনি গাঙ্গুলি সরণি, কলকাতা - ৭০০০২৫
যোগাযোগ : +৯০০৭২০৫১৪৫, ইমেল : rashmi.chhawchharia@gmail.com/cirp.tripurari@gmail.com

২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড অধীনে বিক্রয় নোটিশ

কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস : ৪, ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ সরণি, ৪র্থ তল, রুম নং ৩০৩, কলকাতা - ৭০০০০১, পব
লিকুইডেটরের ঠিকানা : অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্টস, ফ্ল্যাট ১এ, ১২এ, সুহাসিনি গাঙ্গুলি সরণি, কলকাতা - ৭০০০২৫, পশ্চিমবঙ্গ
কোম্পানি, **ত্রিপুরারি প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড** (দেউলিয়াগ্রস্ত) ("কোম্পানি") বিক্রির বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশের আমন্ত্রণের জন্য সাধারণভাবে জনসাধারণকে ই-নিলামের মাধ্যমে। ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে "**যেখানে যেমন আছে, যা আছে, যেমন আছে, এবং কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত**" উল্লিখিত প্রস্তাবটি কোনো ধরনের ওয়ারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ ছাড়াই।

১.	নিলামের তারিখ এবং সময় :	২৪.০২.২০২৪ বেলা ১২ টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ, সর্বশেষ নিলাম সময় প্রতিবারই ৫ মিনিট সম্প্রসারিত হবে শেষ ৫ মিনিটের ডাকের সঙ্গে নিলাম শেষ হওয়ার পূর্বে পর্যন্ত।
২.	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	৪৮,৪২,৩০০ (আটচল্লিশ লাখ বিয়াল্লিশ হাজার তিনশো টাকা) টাকা।
৩.	ইএমডি	৪,৮৪,২৩০ (চার লাখ চুরাশি হাজার দুশো ত্রিশ টাকা) টাকা। ইওআই দাখিলে কোনও অংশগ্রহণ ফি লাগবে না।
৪.	নিলাম প্রক্রিয়াধীন সম্পদ	অ-চলতি বিনিয়োগ, কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার। আরও বিস্তারিত জানতে ইওআই পাওয়া ইমেল মারফত।
৫.	ইওআই দাখিলের শেষ তারিখ	০৮.০২.২০২৪।
৬.	নিলাম প্রক্রিয়াধীন সম্পদ পর্যবেক্ষণ শেষ করতে হবে ২০.০২.২০২৪ তারিখের মধ্যে।	
৭.	ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : ২২.০২.২০২৪ বিকেল ৫ টার মধ্যে।	
৮.	যোগ্যতার এবং অন্যান্য বিস্তারিত : ইওআই এর নিয়ম এবং শর্তাদি মেতাবেক। ইওআই নথি পাওয়া যাবে cirp.tripurari@gmail.com ইমেল মারফত।	

আগ্রহী ডাকদাতাগণকে ইমেল মারফত অনুরোধক্রমে প্রাপ্তব্য সংশ্লিষ্ট নিয়ম এবং শর্তাদি বিষয়ে সম্যক অবগত এবং সম্মত হয়েই আগ্রহ প্রকাশক আহ্বানে সাড়া দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। আরও বিস্তারিত জানতে, অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

স্বা/-
রশমি ছাউছারিয়া
ত্রিপুরারি প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিষয়ে লিকুইডেটর
আইবিবিআই রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P02016/2020-21/13148
এএফএ বৈধ ২১.০৬.২০২৪ পর্যন্ত
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৫.০১.২০২৪ ইমেল আইডি : rashmi.chhawchharia@gmail.com/cirp.tripurari@gmail.com

ফর্ম জি
সিং মেডিকেয়ার ইন্সটিটিউট প্রাইভেট লিমিটেড-
নার্সিংহোম পরিচালনা এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টার ব্যবসায় নিযুক্ত
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া
(ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস)
রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ(১) অধীনে)

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১	প্যান/সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম (পরবর্তীতে 'সিডি' হিসেবে উল্লিখিত)	**সিং মেডিকেয়ার ইন্সটিটিউট প্রাইভেট লিমিটেড** CIN : U85110WB1998PTC087120
২	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	২৬৩/৩ জিটি রোড (দক্ষিণ), হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১১০২, ভারত
৩	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রযোজ্য নয়
৪	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	২৬৩/৩ জিটি রোড (দক্ষিণ), হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১১০২, ভারত
৫	প্রধান পণ্য/পরিষেবা স্থাপনের ক্ষমতা	২০ বেডের নার্সিংহোম এবং ডায়গনস্টিক সেন্টার ওপিডি সুবিধা সহ
৬	বিগত আর্থিক বছরে প্রধান পণ্য/পরিষেবাদি বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	২০২২-২৩ আর্থিক বর্ষে টার্ন ওভার ৯১ লাখ টাকা
৭	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	১৮
৮	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : singhmedicare.ibc@gmail.com
৯	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) অধীনে	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : singhmedicare.ibc@gmail.com
১০	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	২৪.০২.২০২৪
১১	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	০৫.০২.২০২৪
১২	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	১০.০৩.২০২৪
১৩	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	২০.০৩.২০২৪
১৪	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	২৫.০৩.২০২৪
১৫	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২৪.০৪.২০২৪
১৬	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	singhmedicare.ibc@gmail.com

স্নেহ মাহেশ্বরী
রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P01751/2019-2020/12691
এএফএ নং - AA1/12691/02/051024/106063, বৈধ : ৫.১০.২০২৪
৯এন, ব্লক - এ, নিউ আলিপুর, কলকাতা ৭০০০৫৩
মোবাইল ৯৯০৩৬৭৮৯১৪
তারিখ : ২৫.০১.২০২৪ ইমেল : sneh.maheswari@gmail.com
স্থান : কলকাতা আরপি- সিং মেডিকেয়ার ইন্সটিটিউট প্রাইভেট লিমিটেড

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বারাসত জোনাল অফিস
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর ১, বিধান নগর কলকাতা - ৭০০০৬৪
প্রতীকী দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট-IV [দ্রষ্টব্য রুল -৮(১)]

যেহেতু,
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাকে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে। ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ নিম্নোক্ত মতে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী/অংশীদারগণ জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা, শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখলের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ (টাকা)
ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি রূপা সোম রায় **শাখা :সল্ট লেক**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জেফায়ার কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি লিমিটেড, ফ্ল্যাট নং ২এ,৩য়তলে, (পশ্চিমে) প্রেমিসেস নং ২৯-০১৬০ প্লট নং বিসি১২৯, ব্লক নং বিসি, ক্যাটাগরি এমআইজি, নিউটাউন, থানা : রাজারহাট, রেজিস্ট্রেশন সাব ডিস্ট্রিক্ট বিধাননগর/রাজারহাট, ডি আর -বারাসত এবং আরএ কলকাতা এবং জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা, রূপা সোম রায় এর নামে। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** স্ট্রিট নং ১৩১ (১৮ মিটার চওড়া), **দক্ষিণে :** প্রেমিসেস নং ২৭-১৬০। **পূর্বে :** প্রেমিসেস নং ০১-১৩১, **পশ্চিমে :** স্ট্রিট নং ১৬০ (১৮ মিটার চওড়া)।	১) ১৮.১২.২০১৯ ২) ২০.০১.২০২৪ ৩) **১৪,৫৯,৪২৪.১০ টাকা** (চোদ্দ লাখ উনষাট হাজার চারশ চব্বিশ টাকা এবং দশ পয়সা) সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ
ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি মিতা মুখার্জি **শাখা : সল্ট লেক**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং সি, একতলায়, রেণুবালা অ্যাপার্টমেন্টে, পোদ্দার গলি, হোল্ডিং নং ১৮৮১/১, মৌজা : নেয়াপাড়া, থানা : বারাসত, জেএল নং ৮৩, আরএস নং ১৩৭, আরএস খতিয়ান নং ৩৪৩, তৌজি নং ১৪৬, সাবেক দাগ নং ১৫১৮, আরএস দাগ নং ১৫৪৬/২৩৭১, ওয়ার্ড নং ১০ বারাসত পুরসভা অধীন, রেজিস্ট্রেশন সাব ডিস্ট্রিক্ট বারাসত, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, শ্রীমতি মিতা মুখার্জির নামে। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১২ ফুট চওড়া সড়ক, **দক্ষিণে :** অপূর্ব মল্লিকের ভবন, **পূর্বে :** ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, **পশ্চিমে :** শ্রী আশিস ঘোষের ভবন সমন্বিত।	১) ২৯.০৯.২০২৩ ২) ২০.০১.২০২৪ ৩) **৫,৫১,৫৮১.৩০ টাকা** (পাঁচ লাখ একান্ন হাজার পাঁচশ একাশি টাকা এবং তিরিশ পয়সা) সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ

স্থান : সল্টলেক
তারিখ : ২০.০১.২০২৪
স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড
(পূর্বের, এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্য স্কীম অফ অ্যামালগেমেশন-এর অধীনে যারা একত্রীকরণ করেছেন এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লি.-এর সঙ্গে ডিসেম্বর 4ঠা 2023-তে)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পুর্ব), মুম্বাই 400098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কোলকাতা

L&T Finance

দখলগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি
[আইন-8(1)]

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক (এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিং লিমিটেড (পূর্বের, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লি. যারা একত্রীত হয়েছেন এল&টি ফাইনান্স লি.-এর দ্য স্কীম অফ অমালগামেশন-এর অধীনে একত্রীত হওয়ার দ্বারা যার অনুমোদন করেছে এনসিএলটি মুম্বাই সেই সঙ্গে এনসিএলটি কলকাতা, ('এলটিএফ') যা 12ই এপ্রিল, 2021-এ এবং এখন এল অ্যান্ড টি ফাইনান্স লি. একত্রীত হয়েছেন এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লি (এলটিএফএইচ)-এর সঙ্গে যা 4ঠা ডিসেম্বর 2023-ত।) সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্স অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সোসাইটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 অনুসারে, এবং উক্ত আইনের ধারা 13(12) প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যাতে উক্ত আইন পড়া হয় [আইন 3] সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) আইন, 2002 অনুসারে যা ইস্যু হয়েছে ডিমান্ড নোটিশে ঋণগ্রহীতা / উপ-ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারেন্টর্সদের আহ্বান জানিয়ে যাতে পুন:প্রদান করা হয় ডিমান্ড নোটিশে উল্লেখিত অ্যামাউন্ট উক্ত নোটিশ প্রকাশিত হওয়ার 60 দিনের মধ্যে এবং পরবর্তী সুদ এব অন্যান্য চার্জেস ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন তারিখ পর্যন্ত। ঋণগ্রহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স অ্যামাউন্ট পুন:প্রদানে ব্যর্থ হলে, এতৎদ্বারা নোটিশ জারি করা হবে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে যে নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন উক্ত আইনের ধারা 13-এর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যা আইন 8-এর এই নোটিশের রুলস অনুসারে পড়া হয়।

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহণকারী/রা এবং সহ-ঋণগ্রহণকারী/রা এবং গ্যারেন্টারের নাম	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	ডিমান্ড নোটিশ: তারিখ	ডিমান্ড নোটিশ: বকেয়া অ্যাকাউন্ট (₹)	তারিখ এবং পজেশনের গ্রহণের ধরণ
KOLHL16000345	1. মেসার্স ওম অ্যাসোসিয়েটস (ঋণগ্রহীতা) 2. এনাক্ষী ঘোষ (সহ-ঋণগ্রহীতা৺গণ) 3. অরিজিৎ দাস (সহ-ঋণগ্রহীতা৺গণ) 4. সন্ধ্যা ঘোষ (সহ-ঋণগ্রহীতা৺গণ) 5. শ্রাবন্তী ঘোষ (সহ-ঋণগ্রহীতা৺গণ) 6. সায়ন্তী ঘোষ (সহ-ঋণগ্রহীতা৺গণ)	সমস্ত খণ্ড ও অংশের 2 কাঠা ও 25 বর্গফুট পরিমাপের স্থায়ী এবং অবস্থিত এখানে – মৌজা ব্রহ্মপুর, জে.এল. নং 48, তৌজি নং 60, আর.এস. নং 169, খতিয়ান নং 558, দাগ নং 145, পরিসর নং 67, গোষ্ঠতলা, থানা রিজেন্ট পার্ক, জেলা দক্ষিণ 24 পরগণা, ওয়ার্ড নং 111, কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমার মধ্যেই, কোলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ 700096 নিম্নরূপে সীমানাবদ্ধ – পূর্ব – 12 ফুট চওড়া প্যাসেজ পশ্চিম – দাগ নং 146 উত্তর – প্লট নং 8 দক্ষিণ – প্লট নং 6, দাগ নং 145 এবং 148	30-07-2021	04-07-2021 তারিখের হিসাবে টাঃ22,62,515.1/- (বাইশ লাখ বাষট্টি হাজার পাঁচশো পনেরো টাকা এক পয়সা মাত্র)	19-01-2024 বাস্তবিক দখল

নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে সর্বসাধারণকে এতদ্বারা সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করতে সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তিতে যেকোন লেনদেন করা, দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে পেমেন্ট/অর্থাদি পাওয়া পর্যন্ত আরো সুদ ও অন্যান্য মাসুলের সঙ্গে একত্রে দাবি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত অর্থরাশির জন্যে এলঅ্যাণ্ডটি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেডের চার্জ সাপেক্ষে হবে।

স্বাক্ষরিত
তারিখ: 25.01.2024 **অনুমোদিত আধিকারিক**
স্থান: কোলকাতা এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড-এর তরফে

যুনিয়ন বৈংক Union Bank of India
A Government of India Undertaking

রিজিওনাল অফিস : গ্রেটার কলকাতা
৩, মিডলটন রো, পার্ক স্ট্রিট এরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ই-মেল: crld.rogreaterkolkata@unionbankofindia.bank
ফোন নং : ০৩৩ ৪০০৬ ০২৮৯

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য মেগা ই-নিলাম (সারফেইসি অ্যাক্ট অধীন)

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তিসমূহর জন্য রুল ৬(২) এবং স্থাবর সম্পত্তিসমূহর জন্য রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) বিধানের সহিত পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীন অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে বন্ধকীকৃত/দায়বদ্ধ/অঙ্গীকারকৃত/চার্জকৃত অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তিসমূহ **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া/সুরক্ষিত ঋণদাতার** নিকট যা সুরক্ষিত ঋণদাতা হিসেবে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সংশ্লিষ্ট শাখার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক গঠনমূলক/বাস্তবিক দখলীকৃত **১৪.০২.২০২৪** তারিখে বিক্রয় করা হবে '**যেখানে যে অবস্থায় আছে', যেখানে যা আছে**' এবং '**যেখানে যেভাবে আছে ভিত্তিতে' ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**র বকেয়া পরিমাণ সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে আদায়ের জন্য।

সংরক্ষিত মূল্যের বিস্তারিত এবং ইএমডি প্রতিটি জামিনদত্ত সম্পত্তি (সমূহ)-র জন্য। বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে ওয়েবপোর্টালে প্রদত্ত অনুযায়ী। বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.unionbankofindia.co.in** প্রদত্ত লিঙ্ক অনুযায়ী।

নিম্নোক্ত সম্পত্তি '**অনলাইন ই-নিলাম**' বিক্রি করা হবে ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং এমসিটিসি ই-কমার্সের ওয়েবসাইট **https://www.mstcecommerce.com** মাধ্যমে।

নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ দুপুর ১২.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা
টেন্ডার/ইএমডি জমা দেবার শেষ তারিখ ঃ ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ বিকেল ৫.০০টা পর্যন্ত
ইএমডি জমা দেবার ধরন ঃ ডাকদাতা তার এমএসটিসি ওয়ালেটের মাধ্যমে ইএমডি জমা দিতে পারেন

লট নং	ক) ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম গ) সম্পত্তির বিবরণ ঘ) মালিক/সমূহের নাম ঙ) আইএফএসসি কোড চ) সম্পত্তি আইডি	ক) সংরক্ষিত মূল্য টাকায় খ) বায়না অর্থ জমা টাকায়	ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ	ক) বকেয়া ঋণ খ) যোগাযোগের ব্যক্তি এবং মোবাইল নং	ক) দায়বদ্ধতা খ) গঠনমূলক/বাস্তবিক দখল
১.	ক) **শ্রী সৌমিত্র সেনাপতি,** পিতা- শ্রীধর সেনাপতি এবং **শ্রীমতি সুপর্ণা সেনাপতি,** স্বামী-সৌমিত্র সেনাপতি **খ) ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সাউথ সিঁথি ব্রাঞ্চ (৫৬৪৩৬২)** **গ) সম্পত্তি:** আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার নং ০২, মার্বেল মেঝের লিফট সুবিধা ছাড়াই, পরিমাপ ৫৬৮ বর্গফুট (পাঁচশত আটষট্টি বর্গফুট) সুপার বিল্ট আপ এলাকা, যার আছে ২ (দুই) বেড রুম, ১ (এক) ডাইনিং কাম ড্রয়িং, ১ (এক) রান্নাঘর, ১ (এক) টয়লেট এবং ১ (এক) ব্যালকনি বিল্ডিংয়ের দ্বিতীয় তলার পিছনের অংশে ,প্রায় ১ (এক) কাঠা ১২ (বার) ছটাক ১৮ (আঠার) বর্গফুট পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এর উপর নির্মিত সেইসঙ্গে তথায় থাকা (জি+৩) তলা বিল্ডিং সহ, থানা ও পৌরসভা বরানগর, ২১ নং ওয়ার্ডের মধ্যে অবস্থিত, জেএল নং ১০, আরএস/এলআর খতিয়ান নং ৩০২, মৌজা - নৈনান পূর্ব, রে সা নং ১২, আরএস / এল.আর দাগ নং ৩০৬ সম্পর্কিত, হোল্ডিং নং.৫০৩, তৌজি নং ১২৯৮/২৮৩৩ এর অধীনে, জেলা ২৪ পরগনা উত্তর, প্রেমিসেস নং ৫/১/ই, বীর অনন্ত রাম মন্ডল লেন, কলকাতা - ৭০০০৫০, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস কাসিপুর দমদম এর মধ্যে - **শ্রী সৌমিত্র সেনাপতির নামে।** যে জমিতে ফ্ল্যাট তৈরি করা হয়েছে **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তরে- ১৬' চওড়া মিউনিসিপ্যাল রোড, দক্ষিণে- প্রেমিসেস নং ৫/১/ডি, বীর অনন্ত রাম মণ্ডল লেন, পূর্বে- ২০' চওড়া পৌরসভা রাস্তা, পশ্চিমে- প্রেমিসেস নং ৫/১/জে, বীর অনন্ত রাম মন্ডল লেন দ্বারা। **ঘ) শ্রী সৌমিত্র সেনাপতি** **ঙ) UBIN0564362 চ) UBINKOLKOG8436**	ক) ১৮,৩৬,০০০.০০ টাকা খ) ১,৮৩,৬০০.০০ টাকা	১৮,৩৬০.০০ টাকা	(ক) ১৬,৭৮,৩৯৫.৫৪ টাকা (ষোলো লক্ষ আটাত্তর হাজার তিনশত পঁচানব্বই টাকা এবং চুয়ান্ন পয়সা মাত্র) **০৩.০৬.২০২৩ অনুযায়ী** সহ চুক্তিভিত্তিক হারে সুদ ও ব্যয় দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখের পরে পরিশোধিত পরিমান যদি থাকে বাদ দিয়ে **(খ) শ্রী মনীশ কুমার মো. ৭৩৫১৮১১৮৮৮**	ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই খ) গঠনমূলক দখল
২.	ক) **মেসার্স সায়ন্তন ব্রাইটস গার্মেন্টস,** **স্বত্বাধিকারী : শ্রী লাগনু কুমার জাসু** **জামিনদার : শ্রীমতী সান্তনা জাসু** **খ) ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সামালি শাখা (৫৬১৯৫৯)** **গ) সম্পত্তি:** দোতলা বিল্ডিং এর ২য় তলায় অবস্থিত দক্ষিণ দিক, ৩য় দোকান, ৮৪ বর্গফুট পরিমাপের দোকানের (দোকানঘর) এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মৌজা-চন্দনদহ, তৌজি নং ৪০১, রেসা নং ১১৩, জেএল নং ৩৭, আরএস খতিয়ান - ৯৯২, এলআর খতিয়ান নং ১৭১১/১ দাগ নং ৫৭৯, গ্রাম - মৌখালি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মধ্যে, থানা- বিষ্ণুপুর, এডিএসআরও- বিষ্ণুপুর এর অধীনে **শ্রী লাগনু কুমার জাসুর নামে। সীমানা:** উত্তরে- অপূর্ব সামন্ত; দক্ষিণে- স্বপন মাইতি; পূর্ব দিকে- বিক্রেতার জমি; পশ্চিমে- পিডব্লিউডি রোড। **ঘ) শ্রী লাগনু কুমার জাসু** **ঙ) UBIN0914851 চ) UBINKOLKOG1317A**	ক) ৩,৩৬,০০০.০০ টাকা খ) ৩৩,৬০০.০০ টাকা	৩,৩৬০.০০ টাকা	(ক) ১১,৫৩,২৯৫.৩৬ টাকা (এগারো লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার দুইশত পঁচানব্বই টাকা এবং ছত্রিশ পয়সা মাত্র) **২৪.০৫.২০২৩ অনুযায়ী** সহ চুক্তিভিত্তিক হারে সুদ ও ব্যয় দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখের পরে পরিশোধিত পরিমান যদি থাকে বাদ দিয়ে **(খ) শ্রী মনীশ কুমার মো. ৭৩৫১৮১১৮৮৮**	ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই খ) গঠনমূলক দখল
৩.	ক) **মেসার্স সায়ন্তন ব্রাইটস গার্মেন্টস,** **স্বত্বাধিকারী : শ্রী লাগনু কুমার জাসু** **জামিনদার : শ্রীমতী সান্তনা জাসু** **খ) ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সামালি শাখা (৫৬১৯৫৯)** **গ) সম্পত্তি:** তথায় থাকা বিল্ডিং সহ ৪ ডেসিমেল পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল [জমির পরিমাপ ৩৭ ডেসিমেল (দাগ নং ২২০-১১ ডেসিমেল এবং দাগ নং-২২১ -২৬ ডেসিমেল জন্য)] এবং মৌজা-মৌখালী গ্রাম, তৌজি নং-৪০১, আরএস ১১৩, জেএল নং-৩৯, আরএস - খতিয়ান নং ৯৩, আর.এস. দাগ নং ২২০, ২২১, এডিএসআরও- বিষ্ণুপুর এর অধীনে, মৌখালি গ্রাম পঞ্চায়েত, গ্রাম- মামুদপুর, পোস্ট- চারা শ্যামদাস, থানা- বিষ্ণুপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা -তে অবস্থিত **শ্রী লাগনু কুমার জাসুর নামে। সীমানা: দাগ নং ২২০ এর জন্য-** উত্তরে-বাবলু জাসু, দক্ষিণ- জীবন বোনু, পূর্বে- মঙ্গলা বোনু, পশ্চিম-অশ্বিনী বোনু দ্বারা। **দাগ নং ২২১ এর জন্য** - উত্তরে- নীলোৎপল জাসু, দক্ষিণে- জীবন বোনু, পূর্বে- মঙ্গলা বোনু, পশ্চিম-অশ্বিনী বোনু দ্বারা। **ঘ) শ্রী লাগনু কুমার জাসু** **ঙ) UBIN0914851 চ) UBINKOLKOG1317B**	ক) ৯,৯৫,০০০.০০ টাকা খ) ৯৯,৫০০.০০ টাকা	৯,৯৫০.০০ টাকা	(ক) ১১,৫৩,২৯৫.৩৬ টাকা (এগারো লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার দুইশত পঁচানব্বই টাকা এবং ছত্রিশ পয়সা মাত্র) **২৪.০৫.২০২৩ অনুযায়ী** সহ চুক্তিভিত্তিক হারে সুদ ও ব্যয় দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখের পরে পরিশোধিত পরিমান যদি থাকে বাদ দিয়ে **(খ) শ্রী মনীশ কুমার মো. ৭৩৫১৮১১৮৮৮**	ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই খ) গঠনমূলক দখল
৪.	ক) **মেসার্স ত্রিনাথ বস্ত্রালয়, স্বত্বাধিকারী - শ্রী ধর্ম ঘোষ** **খ) আমতলা শাখা (৫৫১৩৫০)** **গ) সম্পত্তি :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৪ ছটাক ২ বর্গফুট, আরএস দাগ নং ৫১৬/১১৫৮ এবং পরিমাণ ১১ ছটাক ৪৩ বর্গফুট আরএস দাগ নং ৫১৭/১১৫৯ তদস্থিত ভবন অবস্থিত পরগণা - আজিমাবাদ, মৌজা - আমতলা গ্রাম, তৌজি নং ৩৯৫, জেএল নং ৭৩, আরএস নং ১৯, আরএস দাগ নং ৫১৬/১১৫৮ এবং ৫১৬/১১৫৯, আরএস খতিয়ান নং ৫৫৪, চণ্ডী গ্রামপঞ্চায়েত অধীন, থানা - বিষ্ণুপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এডিএসআর বিষ্ণুপুর ঠিকানায় **শ্রী ধর্ম ঘোষ,** পিতা গোপাল ঘোষ-**এর নামে** সমুদয় **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে - ৫ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ, দক্ষিণে - দাগ নং ৫১৬/১১৫৮, ৫১৭/১১৫৯ এর জমি, পূর্বে- ৮ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ, পশ্চিমে - বিক্রেতার নিজস্ব জমি সমন্বিত। **ঘ) শ্রী ধর্ম ঘোষ,** পিতা গোপাল ঘোষ **ঙ) UBIN0551350 চ) UBINKOLKOG0110**	ক) ২৪,৫৮,০০০.০০ টাকা খ) ২,৪৫,৮০০.০০ টাকা	২৪,৫৮০.০০ টাকা	ক. ২৩,৬০,১১৬.৮৩ টাকা (তেইশ লক্ষ ষাট হাজার একশো ষোল টাকা এবং তিরাশি পয়সা মাত্র সেইসঙ্গে তদুপরি ০১.০১.২০২৩ থেকে চুক্তিভিত্তিক হারে সুদ ও ব্যয় দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখের পরে পরিশোধিত পরিমান যদি থাকে বাদ দিয়ে **(খ) শ্রী মনীশ কুমার মো. ৭৩৫১৮১১৮৮৮**	ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই খ) গঠনমূলক দখল
৫.	ক) **শ্রী মৃণাল কান্তি মন্ডল এবং শ্রী চন্দন মন্ডল** **খ) কুন্দ্রালি শাখা (৮০৪৬১৪)** **গ) সম্পত্তি :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিণা ১ কাঠা ৯ ছটাক ৩০ বর্গফুট এবং তদস্থিত জি-২ তলা ভবন অবস্থিত মৌজা - বারুইপুর, জেএল নং ৩১, আরএস নং ৭১, তৌজি নং ২৫০, খতিয়ান নং ২৯৫৯ এবং ৮৫৪০, দাগ নং ১২৮৫ এবং ১২৮৬, হোল্ডিং নং ৯০৫, বারুইপুর পুরসভা অধীন থানা বারুইপুর, ওয়ার্ড নং ১৪, বারুইপুর পুরসভা, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঠিকানায় **মৃণাল কান্তি মন্ডলের নামে** (স্বত্ব দলিল নং-২৮৯/১৯৯১) অনুযায়ী সমুদয় **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে - বিভিন্ন দাগের জমি দক্ষিণে - দাগ নং ১২৮৫ এবং ১২৮৬ জমি এবং ৮ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ পূর্বে - দাগ নং ১২৮৬ জমি পশ্চিমে - দাগ নং ১২৮৫ জমি সমন্বিত। **ঘ) মৃণাল কান্তি মন্ডল** **ঙ) UBIN0804614 চ) UBINKOLKOG3866**	ক) ৩১,১২,০০০.০০ টাকা খ) ৩,১১,২০০.০০ টাকা	৩১,১২০.০০ টাকা	ক. ১৪,৯১,৮৩১.০০ টাকা (চৌদ্দ লক্ষ একানব্বই হাজার আটশো একত্রিশ টাকা মাত্র), সেইসঙ্গে তদুপরি ০১.১১.২০২২ থেকে চুক্তিভিত্তিক হারে সুদ ও ব্যয় দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখের পরে পরিশোধিত পরিমান যদি থাকে বাদ দিয়ে **(খ) শ্রী মনীশ কুমার মো. ৭৩৫১৮১১৮৮৮**	ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই খ) গঠনমূলক দখল

*** সরকারি রুল অনুযায়ী জিএসটি প্রযোজ্য।**
*** সরকারি রুল অনুযায়ী টিডিএস প্রযোজ্য।**
বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদি বিস্তারিত জানতে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ই-নিলাম ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.unionbankofindia.co.in** এবং আইবিএপিআই পোর্টাল ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** দেখুন। ই-নিলামের অংশগ্রহণ এবং রেজিস্ট্রেশনের জন্য ডাকদাতাদের এমএসটিসি'র ইকমার্স ওয়েবসাইট **https://www.mstcecommerce.com** দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সকল ডাকদাতাকে আবশ্যিকভাবে কেওয়াইসি নীতি পালন করতে হবে ই-নিলাম পোর্টালের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন এবং অংশগ্রহণের জন্য।
যেকোনও প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য **এমএসটিসি হেল্পডেস্ক** ০৩৩-২২৯০১০০৪ পরিচালন এবং রেজিস্ট্রেশনের অবস্থা জানতে **ibapiop@mstcecommerce.com** আর্থিক এবং ইএমডির অবস্থান জানতে **ibapifin@mstcecommerce.com** সাহায্য নিন। সহায়ক নম্বরগুলি '১৮০০ ১০২ ৫০২৬' এবং '০১১-৪১১০৬১৩১' দেখুন আইবিএপিআই পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্যার জন্য।

বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় নোটিশ, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২) এবং ৮(৬) / রুল ৯(১) অধীনে

সংশ্লিষ্ট নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৬(২) এবং রুল ৮(৬) / ৯(১) অধীনে গণ্য করতে হবে ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে উক্ত ঋণ বিষয়ে ই-নিলাম বিক্রয় উক্ত তারিখ অনুযায়ী

ই-নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলী নিম্নরূপ:

১. "**যেখানে যা আছে**" এবং "**যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে**" এবং "**যেখানে যেমন ভাবে আছে ভিত্তিতে**" বিক্রয় করা হবে, এবং "অন লাইনে" পরিচালিত হবে।
২. ই-অকশন বিড ফর্ম, ঘোষণা, অনলাইন নিলাম বিক্রির সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলী ওয়েবসাইট **(ক) https://www.unionbankofindia.co.in, (খ) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** দরদাতারা **https://www.ibapi.in** দেখতে পারেন, যেখানে শিক্ষা বিষয়ক ভিডিও সহ দরদাতার জন্য "নির্দেশিকা" পাওয়া যাবে। দরদাতাদের অগ্রিম নিম্নলিখিত কার্যগুলি সম্পন্ন করতে হবে :
ধাপ ১:- দরদাতা/ক্রয়কারী নিবন্ধন দরদাতাদের ই-নিলাম অকশন প্ল্যাটফর্মে (উপরে দেওয়া লিংক এ) তাদেরতার মোবাইল নম্বরএবং ই-মেইল আইডি ব্যবহার করে নিবন্ধন করতে হবে।
ধাপ ২:- কেওয়াইসি যাচাইকরণ দরদাতার প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি আপলোড করতে হবে। (সম্পূর্ণ কেওয়াইসি নথি পাওয়ার পর এবং তার যাচাইকরণের ৩ দিনের মধ্যে নিবন্ধন সক্রিয় করা হবে) ই নিলাম সফলভাবে সম্পন্ন হলে বিডার কর্তৃক জমা দেওয়া কেওয়াইসি নথি সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে উপলব্ধ করা হবে।
ধাপ ৩:- দরদাতাদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি অর্থ স্থানান্তর ই-অকশন প্ল্যাটফর্মে তৈরি চালান ব্যবহার করে এনইএফটি/ স্থানান্তর ব্যবহার করে অনলাইন/অফলাইন তহবিল স্থানান্তর। ই-নিলামে অংশগ্রহণের আগে ইএমডি পরিমান অর্থ দরদাতার ওয়ালেটে উপলব্ধ হতে হবে যাতে নিলামের পরবর্তী কাজ পরিপূর্ণ হয়।
ধাপ ৪:- নিলামের সময় অংশগ্রহণের জন্য উপরে উল্লিখিত এমএসটিসি পোর্টালে লগ ইন করতে হবে।
৩. অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা শেষ পাওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে জানা যায় উক্ত সম্পত্তি/গুলির উপর কোন দ্বায়ভার নেই। যদিও ইচ্ছুক দরদাতাদের তাদের বিড জমা দেওয়ার পূর্বে নিলামে রাখা উক্ত সম্পত্তির জায়ভার, দাবি/অধিকার/বকেয়া/স্বত্ব এবং যা সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে সে বিষয়ে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করা উচিত। ই-নিলাম বিজ্ঞাপন ব্যাংকের কোন প্রতিশ্রুতি বা প্রতিনিধি গঠন করে বলে গণ্য হবে না। ব্যাংকের কাছে জানা বা অজানা, বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের দ্বায়ভার নিয়ে সম্পত্তিটি বিক্রি করা হচ্ছে। অনুমোদিত আধিকারিক /সুরক্ষিত পাওনাদার কোনোভাবেই তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/পাওনার জন্য দায়ী থাকবে না। নিলামে বিক্রির জন্য রাখা সম্পত্তি/গুলি সম্পর্কে অনলাইন বিড জমা দেওয়ার পরে কোন দাবী গ্রহণ করা হবে না।
৪. **অনলাইন ই-নিলামের তারিখ ১৪.০২.২০২৪ দুপুর ১২.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০ টার মধ্যে।**
৫. **ইএমডি এবং ডকুমেন্ট জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং সময় ১৩.০২.২০২৪ বিকাল ০৫.০০টা পর্যন্ত বা তার আগে।**
৬. **পরিদর্শনের ১৩.০২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টার মধ্যে।**
৭. শুধুমাত্র অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে বিড জমা দিতে হবে।
৮. ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য তার ওয়ালেটে বিড মূল্য থাকতে হবে। দরদাতাকে সেই সম্পত্তি(গুলির) নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন হবে না যার জন্য এই ধরনের ইএমডি পরিমাণ জমা করা হচ্ছে।
৯. দরপত্র জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তির বিষয়ে পরিদর্শন ও সন্তুষ্ট হওয়ার ব্যাপারে দায়িত্ব ইচ্ছুক দরদাতাদের। এমএসটিসি ৩ দিনের মধ্যে ফেরত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে।
১০. আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট কোন সুদ বহন করবে না। সফল দরদাতাকে সফল বিডের পরিমাণের ২৫% (ক্রয় মূল্যে) (আপনার গ্লোবাল ওয়ালেট থেকে ইতিমধ্যেই প্রদত্ত ইএমডি পরিমাণ হিসাবে ১০% রিজার্ভ মূল্য সহ) জমা দিতে হবে অবিলম্বে যেটা নিলামের দিনে বা পরবর্তী কাজের দিনের মধ্যে, এবং তার অনুকূলে থেকে ই-নিলামের বিক্রির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে সফল ডাকদাতাকে বিডের অবশিষ্ট ৭৫% পরিমাণ (ক্রয়মূল্য)জমা করতে হবে। নিলাম বিক্রয় ব্যাংকের নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে।
১১. ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট ১৯৬১ এর সেকশন ১৯৪-আইএ অনুসারে, টিডিএস @ ১.০০% বিক্রয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেখানে বিক্রয় বিবেচনা ৫০,০০,০০০/-টাকা (পঞ্চাশ লক্ষ টাকা) এবং তার উপরে। সফল দরদাতা/ক্রেতাকে বিক্রয়মূল্য থেকে টিডিএস কেটে আয়কর দফতরে ফরম নং ১৬-বি-তে জমা দেবে, যাতে ব্যাংকের নাম এবং প্যান নম্বর এএএসিইউ০৫৬৪জি বিক্রেতার হিসেবে থাকবে এবং টিডিএস সার্টিফিকেট এর মূল রশিদ জমা দেবে ব্যাংকে। (কৃষি জমি ব্যতীত স্থাবর সম্পত্তির জন্য প্রযোজ্য)
১২. সফল বিডার কর্তৃক অর্থ জমা করার ক্ষেত্রে ডিফল্ট হলে ইতিমধ্যে জমা করা সম্পূর্ণ টাকা বাজেয়াপ্ত হবে, এবং সম্পত্তি পুনরায় নিলামে রাখা হবে এবং খেলাপি দরদাতার সম্পত্তি/পরিমাণের ব্যাপারে কোন দাবি/অধিকার থাকবে না।
১৩. ক্রেতা প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি/রেজিস্ট্রেশন ফি/টিডিএস নিলাম মূল্য/অন্যান্য চার্জ ইত্যাদি বহন করবে এবং সেই সাথে বিধিবদ্ধ/অ -সংবিধিবদ্ধ পাওনা, কর, মূল্যায়ন চার্জ ইত্যাদি।
১৪. অনুমোদিত আধিকারিক কোন কারণ উল্লেখ না করে ই-নিলাম বিক্রয় কার্যক্রম স্থগিত/ বাতিল করতে পারেন। যদি ই-নিলাম বিক্রয় বিক্রির পূর্বনির্ধারিত তারিখ থেকে ১৫ দিনের জন্য স্থগিত করা হয়, তবে এটি পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হবে। অনুমোদিত আধিকারিকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, বলবৎ এবং প্রশ্নাতীত।
১৫. বিক্রেতার সার্টিফিকেট অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক সফল বিডারের অনুকূলে সম্পূর্ণ ক্রয় মূল্য/ বিড পরিমাণ জমা করার পরে এবং সমস্ত কর/ চার্জ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে শুধুমাত্র জারি করা হবে এবং অন্য কোনো নামে দেওয়া হবে না।
১৬. পরিবহন, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন চার্জ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক চার্জের জন্য প্রযোজ্য আইনি চার্জ নিলাম ক্রেতা বহন করবে।
১৭. সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে নির্ধারিত নিয়ম/শর্ত সাপেক্ষে হবে। বিক্রয়ের শর্তাবলী সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে /জিজ্ঞাস্য থাকলে প্রদত্ত যোগাযোগ নম্বরে সংশ্লিষ্ট শাখাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।
১৮. যে সকল দরদাতা দরপত্র জমা দিয়েছেন, তারা ই-নিলাম বিক্রির শর্তাবলী পড়েছেন এবং বুঝেছেন এবং তাদের দ্বারা আবদ্ধ বলে গণ্য হবে।

বিশেষ নির্দেশনা / সতর্কতা :

ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে শেষ মিনিট/ সেকেন্ডের ডাক এড়াতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অথবা পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার সংশ্লিষ্ট শেষ সময়ের (ইন্টারনেটে ফেলিওর, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ইত্যাদি) ত্রুটির জন্য দায়ী হবে না সব দায় নিতে হবে ডাকদাতাদের। সংশ্লিষ্ট অসুবিধা এড়ানোর জন্য ডাকদাতাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা/বিকল্প ব্যবস্থার যেমন ব্যাক আপ পাওয়ার সাপ্লাই এবং প্রয়োজনীয় তাৎক্ষণিক ব্যবস্থাদির মোকাবিলার জন্য ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করা হচ্ছে সফলভাবে নিলামে অংশগ্রহণের জন্য।

তারিখ : ২৪.০১.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

মৃত বাংলাদেশি বিজিবি জওয়ানের দেহ ফেরাল বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: বিএসএফের গুলিতে মৃত বাংলাদেশি বিজিবি জওয়ানের দেহ ফেরাল বিএসএফ জওয়ানরা। থমথমে গোটা সীমান্ত পারা। তারকাটার গা ঘেঁষে বিএসএফ জওয়ানদের কাঁধে নিয়ে আসা হল কফিন বন্দি মৃতদেহ। বুধবার কিছুক্ষণ বাদে আনুষ্ঠানিকভাবে দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর তত্ত্বাবধানে মৃত বাংলাদেশি জওয়ানের দেহ পৌঁছল বাংলাদেশের মাটিতে। অবশেষে মৃত বাংলাদেশি জওয়ানের দেহ ফেরাল বিএসএফ। প্রসঙ্গত, গত সোমবার উত্তর ২৪ পরগনার ভারত বাংলাদেশের বাঁশঘাটা সীমান্ত পাচারকারী সন্দেহে বিএসএফের গুলিতে মৃত্যু হয় ওই বাংলাদেশি জওয়ানের। মৃতের নাম মহম্মদ রইসউদ্দিন। ওইদিন ভোর রাতে একদল গোরু পাচারকারীর সঙ্গে সাময়িক খণ্ডযুদ্ধ বাধে বিএসএফের। পাচারকারীরা সীমান্তের কাঁটাতার পেরিয়ে গোরু নিয়ে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্য উদ্যত হলে পাহারারত বিএসএফ জওয়ানরা ওই পাচারকারীদের বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করে। পাল্টা জওয়ানদের ওপর আক্রমণ করে পাচারকারীরা। এরপরই পাচারকারীদের লক্ষ করে গুলি চালায় বিএসএফ। এরই মধ্যে পাচারকারীদের দলে মিশে থাকা ওই বাংলাদেশি বিজিবি জওয়ানের মৃত্যু হয় বিএসএফের ছোঁড়া গুলিতে। ঘটনায় চাঞ্চল্যের পাশাপাশি প্রবল উত্তেজনা ছড়ায় গোটা সীমান্তে। পাশাপাশি কাঁটাতারের পাশ থেকে মৃত ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বনগাঁ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় বিএসএফের তরফে। ঘটনার পর পরই পাচারকারী সন্দেহে বিএসএফের গুলিতে নিহত ব্যক্তিকে নিজেদের সেনা জওয়ান দাবি করা বাংলাদেশ সরকারের তরফে, তা নিয়ে তোলপাড় হয়ে ওঠে গোটা সীমান্ত। পরিস্থিতি সামাল দিতে দু'দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কর্তাদের মধ্যে ফ্ল্যাগ মিটিং ও করা হয়। গোটা ঘটনার তদন্তে নামে বনগাঁ থানার পুলিশ। ঘটনার একদিন পরে হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পর বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের হাতে মৃত জওয়ানের দেহ তুলে দেওয়া হয় বিএসএফের পক্ষ থেকে। তবে এত কিছুর পরেও উঠছে প্রশ্ন পাচারকারীদের সঙ্গে ওই জওয়ানের কোনও যোগ ছিল কিনা? ওই দিন ভোররাতে সীমান্তের কাঁটা তার পেরিয়ে ওই জওয়ান কেন ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকেছিল তার উত্তর খুঁজছে পুলিশ।

আবাস যোজনার তদন্তে এসে হাসি মুখে ফিরল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: আবাস যোজনার তালিকা নিয়ে আসলেন, তদন্ত করলেন এবং হাসি মুখে ফিরলেন কেন্দ্রের তদন্তকারী দল। দুর্নীতির কোনও চিহ্নই তারা পেলেন না। যাওয়ার সময় কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের এই রাজ্যের দায়িত্বে থাকা রাজকুমার গৌতম সংবাদমাধ্যমকে হাসি মুখে জানিয়ে গেলেন কেন্দ্র ও রাজ্যকে রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবেন। আবাস যোজনার কাজ খতিয়ে দেখতে বুধবার সকালে বারাসাত পুরসভায় এসে পৌঁছেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল। আবাস যোজনার বিষয়ে খতিয়ে দেখতেই ৮ জনের প্রতিনিধি দল আসেন। প্রথমে পুরসভা এসে পুরপ্রধান অশনি মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পরেই পুরপ্রধানের সঙ্গে সঙ্গে নিয়েই বেরিয়ে পড়েন বারাসাত পুরসভার ২৮, ৩০, ৩২, ৩৩ এই ওয়ার্ডগুলি পরিদর্শনে। সেখানে গিয়ে আবাস যোজনায় ঘর পাওয়া পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন। বিভিন্ন বিষয় জানতে চান। সব শুনে হাসি মুখে বেরিয়ে যান প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। এই প্রসঙ্গে পুরপ্রধান অশনি মুখোপাধ্যায় জানান, আমরা দলনেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশিত পথেই কাজ করেছি। ফলে তদন্তকারী দল কাজের কোন অসঙ্গতি পাননি। তারা যথেষ্ট খুশি। রাজনৈতিক মহলের দাবি, রাজ্যের বিরোধীরা আবাস যোজনায় দুর্নীতি হয়েছিল বলে বাজার গরম করেছিলো। কিন্তু তদন্তে এসে সেই অভিযোগের নামগন্ধও পেল না তদন্তকারী দলেও সদস্যরা। বিরোধীদের অভিযোগ যে ভিত্তিহীন তা আবার প্রমাণিত হল।

মালদায় শুরু হল সৃষ্টিশ্রী মেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রাজ্যে এই প্রথম মালদায় শুরু হল সৃষ্টিশ্রী মেলা। এখানে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা নিজেদের শিল্পকর্ম থেকে শুরু করে নানান ধরনের প্রসাধনী সামগ্রী ও মুখরোচক খাবার স্টলে রাখতে পারবেন। ক্রেতাদের কাছে বেচাকেনার মাধ্যমে এবং এই মেলা থেকে প্রচার পেয়ে আগামী দিনে এই মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি নির্ভরশীল হওয়ার ক্ষেত্রে পথ আরো প্রশস্ত হবে। বুধবার এই সৃষ্টিশ্রী মেলায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসে এমনটাই জানিয়েছেন রাজ্যের গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বেচারাম মান্না। ইংরেজবাজারের রামকৃষ্ণ পল্লির মাঠেই শুরু হয়েছে এই সৃষ্টিশ্রী মেলা। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গ্রামোন্নয়ন ও বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী বেচারাম মান্না, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, বস্ত্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তাজমুল হোসেন, মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া সহ অন্যান্য আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও হুগলি এই ৬ জেলার প্রতিনিধিদের নিয়ে মেলার আয়োজন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয় মেলার। মেলায় রয়েছে ৪১টি স্টল। জৈব সার দিয়ে উৎপাদিত সবজি, ফল প্রদর্শন করা হয় মেলায়। মন্ত্রী বেচারাম মান্না জানিয়েছেন, বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের হাতে তৈরি করা পিঠে, পুলি সহ বিভিন্ন খাবার বিক্রি ও প্রদর্শনী করা হয়। মহিলা শিল্পীদের হাতে তৈরি করা কাঠের তৈরি সামগ্রী এই মেলা স্টলগুলিতে রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন ঘরোয়া সামগ্রীও এই মেলাতে পাওয়া যাবে। উদ্বোধনের পর মেলা ঘুরে দেখেন অনুষ্ঠানে আগত অতিথিরা। ২৪ থেকে ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত মালদা শহরের পল্লিশ্রী ময়দানে চলবে আঞ্চলিক সৃষ্টিশ্রী মেলা।

বৃদ্ধকে ঘরে ফেরাতে অস্বীকার পরিবারের, ঘর খুঁজল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: নার্সিংহোমে ফেলে পরিবার চলে গিয়েছে আর ফেরত নিতে চাইছে না বলে অভিযোগ। শেষ জন্মদিনেই বৃদ্ধকে নতুন ঘর খুঁজে দিল পুলিশ। হাওড়ার লিলুয়ার বাসিন্দা বছর ষাটের শুভাশিস বক্সির জন্মদিন ২৩ জানুয়ারি। এখন থেকে চুঁচুড়ার এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার বৃদ্ধাশ্রমে থাকবেন শুভাশিসবাবু। সূত্রের খবর, গত ২ ডিসেম্বর ওই বৃদ্ধকে তাঁর বোন উত্তরপাড়া স্টেশনের পাশে একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করে দিয়ে যান। স্নায়ুর সমস্যা ছিল। নার্সিংহোমেই তাঁর অস্ত্রোপচার হয়। কিন্তু বর্তমানে ভালো হয়ে উঠলেও আর তাঁকে বাড়ির লোকজনরা ফিরিয়ে নেননি। বাড়িতে তাঁর স্ত্রী, মেয়ে রয়েছে। কিন্তু, তাঁরা আলাদা থাকেন। অন্য কেউ আর যোগাযোগ না করায় এক মাস ২১ দিন ধরে তিনি উত্তরপাড়ার নার্সিংহোমেই ছিলেন বৃদ্ধ। শেষ পর্যন্ত নার্সিংহোম থেকে পুলিশকে জানানো হয়। এরপরেই চন্দননগর পুলিশের স্পর্শ টিম সোজা চলে আসে নার্সিংহোমে। বৃদ্ধের সঙ্গে কথা বলেন পুলিশের কর্তা। শুরু হয় তাঁর থাকার নতুন ঠিকানা।

উত্তরপাড়া থানার এসআই কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় বলছেন, 'নার্সিংহোম থেকেই পুলিশকে জানানো হয়েছিল। তারপরেই আমরা ঘটনাটা খতিয়ে দেখি। দেখা যায় পরিবারের লোকজন ওনাকে আর ফেরাতে চাইছেন না। এরপরই আমরা আমাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টা জানাই। বৃদ্ধাশ্রমের খোঁজ চলে। অনেক চেষ্টার পর চুঁচুড়ায় একটা বৃদ্ধাশ্রমের খোঁজ মেলে।' পুলিশের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন এলাকার বাসিন্দারা। এদিন স্থানীয় বাসিন্দা বলছেন, 'খুবই ভালো কাজ হল। শেষ পর্যন্ত একটা বৃদ্ধাশ্রম পেলেন। একটা থাকার জায়গা পেলেন। আশা করি এবার উনি ভালো ভাবে থাকতে পারবেন। তবে সমাজ এখন যেদিকে যাচ্ছে তা খুব একটা ভালো নয়। অনেক ছেলেমেয়েই মা-বাবাকে একা বাড়িতে রেখে বাইরে চলে যাচ্ছে। অনেকে ফ্ল্যাটের মধ্যেই মারা যাচ্ছেন। এ ঘটনাও বারবার দেখা যাচ্ছে। আমরা যদি সবাই এই বিষয়গুলি ভেবে দেখি। তাহলে হয়তো সমাজটা একটু বদলাতে পারে।'

ছাতনায় শুরু সৃষ্টিশ্রী মেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশন আনন্দধারার উদ্যোগে বাঁকুড়া জেলা গ্রামীণ জীবিকা মিশন আনন্দধারা জেলা কার্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় এবং ছাতনা পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় আজ, ২৪ জানুয়ারি ছাতনার বাসুলি মন্দির প্রাঙ্গণে শুরু হয়েছে তৃতীয় বাঁকুড়া জেলা সৃষ্টিশ্রী মেলা অনুষ্ঠিত হল। এই মেলা চলবে ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত।

বুধবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ এই মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডি। বাঁকুড়া জেলার বাইশটি ব্লকের হস্তশিল্পের বিভিন্ন সামগ্রী প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের স্টল সম্ভার নিয়ে হয়েছে এই সৃষ্টিশ্রী মেলা। হাতের তৈরি গয়না, চাটাই শিল্প, ডোকরা শিল্প, খাদির সামগ্রী ও অন্যান্য হস্তশিল্পের সামগ্রীর পসরা নিয়ে স্টলগুলিতে বসেছে জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে আগত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। সুলভ মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন হস্তশিল্প সামগ্রী। পাশাপাশি লোকপ্রসার শিল্পীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও অন্যান্য স্থানীয় শিল্পীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকছে প্রতিদিনই। এছাড়াও এদিন এই মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া জেলা পরিষদের পূর্ত কার্য পরিবহণ কর্মাধ্যক্ষ অভিজিৎ বিদ, জেলা পরিষদের সদস্য সুভাশিস বটব্যাল, প্রাণিসম্পদ কর্মাধ্যক্ষ ছাতনা ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৌরভ ধল্ল, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বঙ্কিম মিশ্র সহ-সভাপতি কল্যাণ মণ্ডল সহ অন্যান্য সরকারি আধিকারিকরা।

Abridged form of e-NIT-16/SGP/2023-24

Circulations memo **no-01(3)/Sar/2023 & 02(3)/Sar/2023 dated 22.01.2024 for eNIT-16/SGP/2023-24 & NIT-17/SGP/2023-24.** Online & Offline applications are hereby invited from intending bidders for 15(Fifteen) no works under Sarangpur Gram Panchayat. Bid submission closing date **02.02.2024 & 01.02.2024 at 1.00 PM.** Other details may be seen from the website **https://wbtenders.gov.in** & office Notice Board.
(M) 9734013308
Sd/- Prodhan, Sarangpur G.P
Domkal, Murshidabad

Abridged form of e-NIT-18/SGP/2023-24

Circulations memo **no-03(3)/Sar/2024, dated-22.01.2024 for eNIT-18/SGP/2023-24.** Applications are hereby invited from intending bidders for 2(Two) no works under Sarangpur Gram Panchayat. Bid submission closing date **02.02.2024 at 1.00 PM.** Other details may be seen from the website **https://wbtenders.gov.in** & office Notice Board.
(M) 9734013308
Sd/- Prodhan, Sarangpur G.P
Domkal, Murshidabad

Durgapur Abhoynagar-I Gram Panchayat
Samabaypally, Nischinda, Howrah - 711205

Notice Inviting e-Tender

E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 6 no. different development work(s) vide **(i) NIT No.: WB/HOW/BJPS/DA-I GP/Tied Sanitation/NIT- 56 & 57, Date: 09/01/2024, (ii) NIT No.: WB/HOW/BJPS/DA-I GP/Untied/NIT- 01 & 02, Date: 17/01/2024 & (iii) NIT No.: WB/HOW/BJPS/DA-I GP/5th SFC/NIT- 03 & 04, Date: 17/01/2024 respectively. Tender ID: 2023_ZPHD_639314_1, 2023_ZPHD_639438_1, 2023_ZPHD_648814_1, 2023_ZPHD_648828_1, 2023_ZPHD_649147_1, 2023_ZPHD_649204_1.** Bid Submission End Date: **(i) NIT- 56 & 57 (27.01.2024 up to 05.00 PM), (ii) NIT- 01, 02, 03 & 04 (02.02.2024 up to 05.00 PM).** Technical Bid Opening Date: **(i) 30.01.2024 at 11.00 AM. (ii) 05.02.2024 at 11.00 AM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd/-Prodhan
Durgapur Abhoynagar-I Gram Panchayat

NOTICE INVITING e-TENDER

The Prodhan, Abujhati-II Gram Panchayat has invited e-Tender against **Tender Reference No. AGP-II/e-Tender-15/2023-24 (2nd Call) Date : 22.01.2024** & **Tender Reference No. AGP-II/e-Tender- 17/2023-24 Date : 22.01.2024** in this Gram Panchayat. Bid Submission End Date and Time: **02.02.2024** up to 09.45 A.M. Bid Opening Date (Technical) : **05.02.2024** at 10.00 A.M. Details of Tender Notice may be seen at **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Prodhan
Abujhati-II Gram Panchayet
Vill. & P.O.- Kulingram, P.S.-
Jamalpur, Dist.- Purba Bardhaman

Short Notice Inviting Spot BID - 02/MSD/PHED OF 2023-2024

Sealed Tenders are invited by the Executive Engineer, Murshidabad-Division, PHE Dte., for Temporary arrangement of tubewell with submersible pump, toilet, pipe lines for water supply with allied works in connection with Republic Day to be celebrated on 26th January 2024 at Square Field, Berhampore under Murshidabad Division, P.H.E.Dte. Last date of application is **25/01/2024 up to 2.00 P.M.** For details, please visit the **website: www.wbphed.gov.in**
Sd/- Executive Engineer
Murshidabad-Division
P.H.Engineering Dte

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ১৪/২৩-২৪ তারিখঃ ২৪.০১.২০২৪ স্টোর্স সামগ্রী সংগ্রহের জন্য। সকল বিবরণ সহ নিম্নলিখিত আইটেমগুলির জন্য ই-টেন্ডার ইতিমধ্যেই **www.ireps.gov.in**-তে আপলোড করা হয়েছে। ম্যানুয়াল বিড গ্রাহ্য হবে না। সংশোধনী, যদি থাকে, তবে তা কেবলমাত্র উপরোক্ত ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।

টেন্ডার নং.	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ	বন্ধের তারিখ ও সময়
০৩২৩২০২৯	ইআরসি মার্ক.III	২০৭৩৩৪টি	৩১.০১.২০২৪, দুপুর ২টো
০২২৪৫০২০	১৪৪ এএইচ, ২২০ভি রিচার্জেবল অ্যাডভান্সড্ কেমিস্ট্রি ব্যাটারি প্যাক	৩ সেট	১২.০২.২০২৪, দুপুর ২টো
০৩২৩৫১৫৬	ইআরসি মার্ক. V	৫৫০০০টি	১৩.০২.২০২৪, দুপুর ২টো
০২২৩৫৩৪২	২৪ ফাইবার ওএফসি কেবল	৪২ কিমি.	১৩.০২.২০২৪, দুপুর ২টো
০২২৩৫২৬৬	৪সি x ৩০০ বর্গ মিমি. এবং ৪সিx২৪০ বর্গ মিমি. কপার কন্ডাক্টর	১) ১৮৫০৩ মিটার ২) ১৩৩৫ মিটার	২২.০২.২০২৪, দুপুর ২টো

প্রিন্সিপাল সিএমএম, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

Chakdaha Municipality

NOTICE

Chakdaha Municipality invites E tender vide memo no. WBMAD/CM/ GARG/ NIT13-2ND/23-24,Tender Id 2024_MAD_651995_1, WBMAD/CM/GARG/NIT14-2nd/23-24, Tender Id2024_ MAD_652036_1, WBMAD/ CM/ GARG/ NIT15-2 nd/23-24, Tender Id 2024_MAD_652071_1, WBMAD/CM/ GARG/ NIT16-2nd/23-24, Tender Id 2024_MAD_652102_1, WBMAD/CM/ GARG/ NIT17-2nd/23-24, Tender Id 2024_MAD_652102_1. For various work under Chakdaha Municipality. For further information please visit **www.wbtenders.gov.in**

Notice e-Tender

*The Prodhan Garibpur Gram Panchayat invites e-Tender through e-Procurement System from the bonafied and resourceful Contractors for NIeT Nos.: i) 06/PRODHAN/GARIBPUR GP/2023-24 ii) 07/PRODHAN/GARIBPUR GP/2023-24 iii) 08/PRODHAN/GARIBPUR GP/2023-24, All Dated: 19.01.2024, All Last date of Bid submission **07.02.2024** upto 14:00 Hours. For details please visit http://wbtenders.gov.in*

Sd/-
*Prodhan **Garibpur** G.P.*
DOMKAL BLOCK, MURSHIDABAD

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল-সিইই-ইএম-ওয়ার্কস-এমইএ, তারিখঃ ১৯.০১.২০২৪। ডেপুটি সিইই/টিআরডি/এইচকিউ, পূর্ব রেলওয়ে, ১৭, এন. এস. রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং. ইএল-সিইই-ইএম-ওয়ার্কস-এমইএ। **কাজের নামঃ** পিএটি স্কিম-এর অধীনে পূর্ব রেলওয়ে-তে বাধ্যতামূলক এনার্জি অডিট (এমইএ)। **টেন্ডার মূল্যঃ ₹ ১১,৮০,০০০.০০। বায়না অর্থঃ** ₹ ২৩,৬০০.০০। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ৯০ (নব্বই) দিন। **বন্ধ করার তারিখঃ** ০৯.০২.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী যে ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে **www.ireps.gov.in** MISC-241/2023-24
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ই-টেন্ডার/২০২৪/০৩, তারিখ ২৩.০১.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইঞ্জি), দঃপূঃরেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **ক্রঃ নং ও টেন্ডার নং; কাজের বিবরণ; টেন্ডার মূল্যমান; বায়নামূল্য** যথাক্রমে ঃ **(১) ই-কেজিপি-ওয়েস্ট-০১-২০২৪;** ডিইএন/ওয়েস্ট/কেজিপির অধিক্ষেত্রে ০৪টি স্টেশনে ডিপ টিউবওয়েলের ব্যবস্থা এবং ১০টি স্টেশনে ওভারহেড ট্যাঙ্ক সহ পুরনো করুগেটেড পাইপলাইনের প্রতিস্থাপন; ৭,৭৯,৬৬,৩১২.২৬ টাকা; ৫,৩৯,৮০০ টাকা। **(২) ই-কেজিপি-ওয়েস্ট-০২-২০২৪;** খড়গপুর ইয়ার্ড ঃ ৩ সেট টিডব্লুএস এবং লাইনের স্লিউ স্থানান্তর ও নবীকরণের দ্বারা ওয়েস্ট এন্ডে লেআউটের কারেকশন (২য় কল); ৭২,৩২,৫৮৯.২৪ টাকা; ১,৪৪,৭০০ টাকা। **(৩) ই-কেজিপি-সাউথ-০২-২০২৪;** সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার (সাউথ)/খড়গপুরের অধিক্ষেত্রে খড়গপুর—ভদ্রক শাখায় সেস/ব্যাঙ্ক-এর শক্তিশালীকরণ এবং বিস্তৃতকরণ; ৩,৪৩,২৩,৭৩৭.২২ টাকা; ৩,২১,৬০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য** ঃ প্রতিটির জন্য ০.০০। **খোলার তারিখ** ঃ ক্রঃ নং ১ ও ২-এর জন্য ০৯.০২.২০২৪ এবং ক্রঃ নং ৩-এর জন্য ১২.০২.২০২৪। **কাজ শেষ করার সময়সীমা** ঃ ক্রঃ নং ১ ও ৩-এর জন্য ১২ (বারো) মাস এবং ক্রঃ নং ২-এর জন্য ৬ (ছয়) মাস। **বিড জমা শুরুর তারিখ** ঃ ক্রঃ নং ১ ও ২-এর জন্য ২৬.০১.২০২৪ থেকে ০৯.০২.২০২৪ তারিখে দুপুর ৩টা পর্যন্ত এবং ক্রঃ নং ৩-এর জন্য ২৯.০১.২০২৪ থেকে ১২.০২.২০২৪ তারিখে দুপুর ৩টা পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/স্পেসিফিকেশনের জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে এবং অনলাইনে বিড জমা করতে পারেন। কোনওভাবেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **দ্রষ্টব্য ঃ** সম্ভাব্য বিডাররা সব টেন্ডারে অংশ নিতে নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-1057)**

Bolpur, Birbhum
Office of the Board of Councillor,
Bolpur, Birbhum Address : Chandidas Road, Bolpur, P.O. & P.S.- Bolpur, Dist.- Birbhum, West Bengal, PIN-731204
Memo No. 2999/BM/2023-24 Dated 22.01.2024

Application are invited from eligible women candidates for filling up of (01) One) vacant post of HHW under Bolpur Municipality. Interested candidates can apply within 15.02.2024 up to 5.00 P.M. For details visit ULB's website i.e. **www.bolpurmunicipality.org/** Office Notice Board.
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.myhmc.in

WB-HMC/NIT/ED/13/EE-II/BEUP/23-24 তারিখ : ২২.০১.২০২৪

ই-টেন্ডার নোটিশ

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (রোডস), **এইচএমসি, ওয়ার্ড নং ৪৫ (বিইইউপি) ২য় কল, অধীনে থানামাকুরা পঞ্চাননতলায় বড়বাড়ি ব্রাদার্স ইউনিয়ন ক্লাব থেকে এইচ/ও শেখ আনোয়ার হোসেন পর্যন্ত কংক্রিট সড়ক নির্মাণের জন্য** সঙ্গতিপন্ন, প্রখ্যাত এবং একই ধরণের কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিশ এবং বিভাগীয় **EE-II/https://wbtenders.gov.in** থেকে। **টেন্ডার (অনলাইন) দাখিলের শেষ তারিখ : ০৭.০২.২০২৪ সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত।** এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও টেন্ডার গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন। টেন্ডার আইডি :**2023_MAD_651999_1**
২৫০(২)/২৩-২৪ **এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার**
২৪.১.২৪ **হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন**

জগদীশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে প্রধান এলাকার নলকুপ, ঢালায় রাস্তা, বিল্ডিং সংক্রান্ত এবং ড্রেন এর কাজের জন্য (15th FC & 5th SFC GRANT) থেকে দরপত্র আহ্বান করছেন। NIT NO –23,24,25,26/JGP/ISGPP-II/2023-24, **& 27/5th SFC/2023-24** Dated -16/01/2024. Bid Submission Start Date -17/01/2024 at 11.00 am and Bid Submission End Date 01/02/2024 at 4.00 pm, Bid opening Date -05/02/2024 at 11.30am. Online e- Tender সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য **www.wbtenders.gov.in** ভিজিট করুন
ধন্যবাদান্তে
প্রধান
জগদীশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

THE PARK Kolkata

NOTICE

Sealed Tenders are invited on the prescribed form for the supply of the following items to The Park Kolkata, for the Financial Year 2024-25. **Fruits, Vegetables, Milk & Dairy Products, Poultry & Eggs, Fish & Sea Foods, Mutton, Imported Cold Cuts, Imported Cheese Products, Grocery Indian & Imported, Tenderloin, Processed Meat, Chinese Food, Frozen Peas, Charcoal, Flowers Supply, Industrial Salt, Disposal items, Chemicals, Stationeries, Housekeeping Items and Engineering products.**

Particulars of specification and prescribed form can be obtained from the Purchase Office of The Park Hotel Kolkata within 12 days from the date of the advertisement between 11.00 to 16.00 hours on cash payment of ₹ **1000/- (Non Refundable)** for each category.

Sealed Tenders will be received till 16.30 Hrs. on **5th February, 2024** at The Park Kolkata (Time Office). Late applications and soft copy shall not be accepted.

THE PARK HOTEL KOLKATA
17, Park Street, Kolkata-700016,
Tel : +91 33 4004 9000, Fax : +91 19 2249 4000

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস: বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪২ ১০১
ই-মেইল: z184@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **২১.০২.২০২৪ তারিখে** তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে, পুনরুদ্ধারের জন্য, যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর পাওনা, নিচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লেখ করা ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ)-এর থেকে।

ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমা গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	**ক) ১. মেসার্স থ্রি স্টার হার্ডওয়্যার (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী - মাইনুদ্দিন আহমেদ** গ্রাম - গ্রামসালিকা, পোস্ট- ফতেপুর, থানা- বুরওয়ান, জেলা - মুর্শিদাবাদ (পঃবঃ), পিন - ৭৪৩ ১৩২। **২. মাইনুদ্দিন আহমেদ, পিতা- প্রয়াত ফিরোজ আলম (ঋণগ্রহীতা /স্বত্বাধিকারী / বন্ধকদাতা / জামিনদার)** গ্রাম - গ্রামসালিকা, পোস্ট- ফতেপুর, থানা- বুরওয়ান, জেলা - মুর্শিদাবাদ (পঃবঃ), পিন - ৭৪৩ ১৩২। **জামিনদার (গণ)/ বন্ধকদাতা (গণ):** **১. জনাব মহিউদ্দিন আহম্মদ,** পিতা- প্রয়াত ফিরোজ আলম **২. জনাব সাইফুদ্দিন আহমেদ,** পিতা- প্রয়াত ফিরোজ আলম উভয়েরই ঠিকানা- গ্রাম - বেলগ্রাম, পোস্ট- পঞ্চথুপি, থানা - বুরওয়ান, জেলা - মুর্শিদাবাদ (পঃবঃ), পিন - ৭৪২ ১৬১. এছাড়াও এখানে -গ্রাম - গ্রামসালিকা, পোস্ট- ফতেপুর, থানা - বুরওয়ান, জেলা - মুর্শিদাবাদ (পঃবঃ), পিন - ৭৪৩ ১৩২ **৩. মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি, মরহুম ফিরোজ আলম (বর্তমানে মৃত),** পিতা- প্রয়াত হেদায়েত আলী, **অর্থাৎ আইনি উত্তরাধিকারী দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করেছেন:** **i. মাইনুদ্দিন আহমেদ,** পিতা- প্রয়াত ফিরোজ আলম গ্রাম - গ্রামসালিকা, পোস্ট- ফতেপুর, থানা - বুরওয়ান, জেলা - মুর্শিদাবাদ (পঃবঃ), পিন - ৭৪৩ ১৩২। **ii. জনাব মহিউদ্দিন আহম্মেদ,** পিতা- প্রয়াত ফিরোজ আলম গ্রাম - বেলগ্রাম, পোস্ট- পঞ্চথুপি, থানা - বুরওয়ান, জেলা - মুর্শিদাবাদ (পঃবঃ), পিন - ৭৪২ ১৬১। **iii. জনাব সাইফুদ্দিন আহমেদ,** পিতা- প্রয়াত ফিরোজ আলম গ্রাম - বেলগ্রাম, পোস্ট- পঞ্চথুপি, থানা - বুরওয়ান, জেলা - মুর্শিদাবাদ (পঃবঃ), পিন - ৭৪২ ১৬১ **খ) সুন্দরপুর শাখা**	তথায় থাকা বিল্ডিং সহ জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জে এল নং ১৩০, মৌজা - নিমা বাহাদুরপুর, প্লট নং আরএস ১৫, ১৮,এবং এলআর ১৬, ১৯, খতিয়ান নং এলআর ২১২৪, ২১৪২, ২১৪১, ২১৪৩, গ্রাম , বাহাদুরপুর, পোস্ট-ফতেপুর, থানা- বুরওয়ান, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পঃবঃ, পিন , ৭৪২১৬১, মোট এলাকা- ২২.৮৪ ডেসিমেল বিক্রয় দলিল নং ১৬৯৭ তারিখ- ২৪.০৬.২০০৩, বিক্রয় দলিল নং. আই-১৫৩৩ তারিখ- ১৯.০৪.২০০৫, বিক্রয় দলিল নং. আই- ৪৪৬৫ তারিখ- ২৫.০২.২০০৪ এবং হেবানামা দলিল নং. ৫০১৬ তারিখ- ২৯.১২.২০০৮ অনুযায়ী। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- নামির সেখের সম্পত্তি, দক্ষিণ- পানুটিয়া মেটাল রোড, পূর্ব- প্রকৃতি রঞ্জন মিত্রের সম্পত্তি, পশ্চিম- হাইওয়ে ড্রেন দ্বারা।	**৩,৩২,০১,৩৬৪.০৪ টাকা** (তিন কোটি বত্রিশ লক্ষ এক হাজার তিনশত চৌষট্টি টাকা এবং চার পয়সা মাত্র) **২৩.০১.২০২৪** অনুযায়ী সহ সুদ/চার্জ এবং তার উপর খরচ।	**ক) ১০৬.০০ লক্ষ টাকা** (এক কোটি ছয় লক্ষ টাকা মাত্র) **খ) ১০.৬০ টাকা** (দশ লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB122718681731** **ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা** **চ) বাস্তবিক দখল**
২.	**ক) ১. মেসার্স থ্রি স্টার হার্ডওয়্যার (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী - মাইনুদ্দিন আহমেদ** গ্রাম - গ্রামসালিকা, পোস্ট- ফতেপুর, থানা - বুরওয়ান, জেলা - মুর্শিদাবাদ (পঃবঃ), পিন - ৭৪৩ ১৩২। **২. মাইনুদ্দিন আহমেদ,** পিতা- প্রয়াত ফিরোজ আলম (ঋণগ্রহীতা /স্বত্বাধিকারী / বন্ধকদাতা / জামিনদার) গ্রাম - গ্রামসালিকা, পোস্ট- ফতেপুর, থানা - বুরওয়ান, জেলা - মুর্শিদাবাদ (পঃবঃ), পিন - ৭৪৩ ১৩২। **জামিনদার (গণ)/ বন্ধকদাতা (গণ):** **১. জনাব মহিউদ্দিন আহম্মদ,** পিতা- প্রয়াত ফিরোজ আলম **২. জনাব সাইফুদ্দিন আহমেদ,** পিতা- প্রয়াত ফিরোজ আলম উভয়েরই ঠিকানা- গ্রাম - বেলগ্রাম, পোস্ট- পঞ্চথুপি, থানা - বুরওয়ান, জেলা - মুর্শিদাবাদ (পঃবঃ), পিন - ৭৪২ ১৬১. এছাড়াও এখানে -গ্রাম - গ্রামসালিকা, পোস্ট- ফতেপুর, থানা - বুরওয়ান, জেলা - মুর্শিদাবাদ (পঃবঃ), পিন - ৭৪৩ ১৩২ **৩. মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি, মরহুম ফিরোজ আলম (বর্তমানে মৃত),** পিতা- প্রয়াত হেদায়েত আলী, **অর্থাৎ আইনি উত্তরাধিকারী দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করেছেন:** **i. মাইনুদ্দিন আহমেদ,** পিতা- প্রয়াত ফিরোজ আলম গ্রাম - গ্রামসালিকা, পোস্ট- ফতেপুর, থানা - বুরওয়ান, জেলা - মুর্শিদাবাদ (পঃবঃ), পিন - ৭৪৩ ১৩২। **ii. জনাব মহিউদ্দিন আহম্মেদ,** পিতা- প্রয়াত ফিরোজ আলম গ্রাম - বেলগ্রাম, পোস্ট- পঞ্চথুপি, থানা - বুরওয়ান, জেলা - মুর্শিদাবাদ (পঃবঃ), পিন - ৭৪২ ১৬১। **iii. জনাব সাইফুদ্দিন আহমেদ,** পিতা- প্রয়াত ফিরোজ আলম গ্রাম - বেলগ্রাম, পোস্ট- পঞ্চথুপি, থানা - বুরওয়ান, জেলা - মুর্শিদাবাদ (পঃবঃ), পিন - ৭৪২ ১৬১ **খ) সুন্দরপুর শাখা**	জেএল নং ১২১, মৌজা - গ্রামশালিকা, প্লট নং আরএস ১০১৩ এবং ১০১৪, এলআর-১১১১ এবং ১১১৩, খতিয়ান নং আরএস ১১৭১, ১১৭২, এলআর ১৫৪৭, গ্রাম , বাহাদুরপুর, পোস্ট- ফতেপুর, থানা - বুরওয়ান, মুর্শিদাবাদ, পঃবঃ, পিন - ৭৪২ ১৬১ এর অধীনে জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমির মোট এলাকার পরিমাপ ৩২.০০ ডেসিমেল, **ফিরোজ আলমের নামে আছে। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - আবু সেখের জমি, দক্ষিণ - মেটাল রোড, পূর্ব- মোহাম্মদ হান্নানের জমি, পশ্চিম - হিরু সেখের জমি দ্বারা।	**৩,৩২,০১,৩৬৪.০৪ টাকা** (তিন কোটি বত্রিশ লক্ষ এক হাজার তিনশত চৌষট্টি টাকা এবং চার পয়সা মাত্র) **২৩.০১.২০২৪** অনুযায়ী সহ সুদ/চার্জ এবং তার উপর খরচ।	**ক) ৭৬.৫০ লক্ষ টাকা** (ছিয়াত্তর লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৭.৬৫ টাকা** (সাত লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB122718681732** **ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা** **চ) বাস্তবিক দখল**
৩.	**ক) ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা : শ্রী দেবনারায়ণ ব্যানার্জী,** পিতা- প্রয়াত রাজ কুমার ব্যানার্জী গ্রাম - সাগরদিঘী, পোস্ট- সাগরদিঘি, মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ২২৬, পশ্চিমবঙ্গ। **জামিনদার: শ্রীমতি দীপ্তি ব্যানার্জি,** স্বামী- দেবনারায়ণ ব্যানার্জী গ্রাম - সাগরদিঘী, পোস্ট- সাগরদিঘি, মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ২২৬, পশ্চিমবঙ্গ। **খ) সাগরদিঘী শাখা**	তথায় থাকা নির্মান সহ জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা- পোপাড়া, জেএল নং ০৮৮, খতিয়ান নং ৪১১৫, প্লট নং এলআর ৩০৮১, জমির এলাকা ২.২৫ ডেসিমেল পোপাড়া, পোস্ট- সাগরদিঘী ও থানা- সাগরদিঘি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ২২৬, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রেণীবিভাগ - বাড়ি, স্বত্ব দলিল আই-১৯২৩ তারিখ ২৯/০৪/২০১১, এডিএসআর- মুর্শিদাবাদ-২ -তে নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি শ্রী দেবনারায়ণ ব্যানার্জীর নামে আছে,** পিতা প্রয়াত রাজ কুমার ব্যানার্জী। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - নিজের জমি তারপর চিন্ময় ঘোষের জমি, দক্ষিণ - ১০ ফুট চওড়া রাস্তা, পূর্ব - মাধব চন্দ্র ঘোষের সম্পত্তি, পশ্চিম - নারায়ণ দাসের জমি দ্বারা।	**৬,৪৫,৭৪৯.৩৭ টাকা** (ছয় লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার সাতশত উনপঞ্চাশ টাকা এবং সাঁইত্রিশ পয়সা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ৪,৪৩,৫০০.৮২ টাকা + ১,৬২,২৪৮.৫৫ টাকা) **২৩.০১.২০২৪** অনুযায়ী সহ সুদ/চার্জ এবং তার উপর খরচ।	**ক) ২২.০০ লক্ষ টাকা** (বাইশ লক্ষ টাকা মাত্র) **খ) ২.২০ টাকা** (দুই লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB11302188874** **ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**
৪.	**ক) ১. ঋণগ্রহীতা- মেসার্স. এইচ.এম. হার্ডওয়্যার** **স্বত্বাধিকারী- মহঃ হাসানুজ্জামান সেখ,** পিতা- সফিউর রহমান গ্রাম - উদয়চাঁদপুর, পোস্ট- জীবন্তী, থানা- কান্দি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৩৬। **২. ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদার তথা বন্ধকদাতা:** **স্বত্বাধিকারী - মহঃ হাসানুজ্জামান সেখ,** পিতা- সফিউর রহমান গ্রাম - উদয়চাঁদপুর, পোস্ট- জীবন্তী, থানা- কান্দি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৩৬। **৩. জামিনদার- সফিউর রহমান, পিতা- প্রয়াত হাজী এহসান** গ্রাম - উদয়চাঁদপুর, পোস্ট- জীবন্তি, থানা- কান্দি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৩৬। **৪. জামিনদার তথা বন্ধকদাতা- জনাব ইকবাল হোসেন,** পিতা- সফিউর রহমান গ্রাম - উদয়চাঁদপুর, পোস্ট- জীবন্তি, থানা- কান্দি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৩৬। **খ) কে এন রোড শাখা**	**সম্পত্তি ১:** গ্রাম-উদয়চাঁদপুরে অবস্থিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মহালান্দী ২ গ্রাম-পঞ্চায়েত এর অধীনে, পোস্ট-জীবন্তি, থানা-কান্দি, জেলা-মুর্শিদাবাদ (পঃবঃ) পিন-৭৪২১৩৬, খতিয়ান-আরএস ২৮৬, এল.আর.-৩৬২৩, প্লট এল আর ৯৩৪, শ্রেণী-বাড়ি.এরিয়া- ৫.৫০ ডেসিমেল। স্বত্ব দলিল- আই-১৩০ তারিখ- ২৯.০৯.২০১০, এডিএসআর বহরমপুরে নিবন্ধিত, **সম্পত্তিটি জনাব হাসানুজ্জামান সেখের নামে আছে। সীমানা:** উত্তর- মাটির রাস্তা, দক্ষিণ- ভূজু সেখের সম্পত্তি, পূর্ব- সফিউর রহমানের জমি, পশ্চিম- পিডব্লিউডি, গোডাউন ও রোড। **সম্পত্তি ২:** গ্রাম-উদয়চাঁদপুরে অবস্থিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মহালান্দী ২ গ্রাম-পঞ্চায়েত এর অধীনে, পোস্ট-জীবন্তি, থানা-কান্দি, জেলা-মুর্শিদাবাদ (পঃবঃ) পিন-৭৪২১৩৬, খতিয়ান-আরএস ২৯৫৭, এল.আর. ৩৬২২, প্লট এলআর ৯৪০, শ্রেণী- ভিটি, এলাকা- ৪.৫০ ডেসিমেল। স্বত্ব দলিল- আই-৫২০০, তারিখ- ১৬.০৭.২০১৩, এডিএসআর বহরমপুরে নিবন্ধিত, **সম্পত্তিটি জনাব ইকবাল হোসেনের নামে আছে। সীমানা:** উত্তর- ৬'০০" প্রশস্ত রাস্তা, দক্ষিণ- সাফিউর রহমানের জমি, পূর্ব- মুরসালিম সেখের জমি, পশ্চিম- রাখুহরি মন্ডলের সম্পত্তি। **সম্পত্তি ৩:** গ্রাম-উদয়চাঁদপুরে অবস্থিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মহালান্দী ২ গ্রাম-পঞ্চায়েত এর অধীনে, পোস্ট-জীবন্তি, থানা-কান্দি, জেলা-মুর্শিদাবাদ (পঃবঃ) পিন-৭৪২১৩৬, খতিয়ান- আরএস -২৯৫৭, এলআর ৩৬২২, প্লট আরএস ৯৩৯, শ্রেণী- ভিটি, এলাকা- ৪ ডেসিমেল। স্বত্ব দলিল- আই- ৭০৪৭, তারিখ- ২১.১২.২০১১, এডিএসআর বহরমপুরে নিবন্ধিত, **সম্পত্তিটি জনাব ইকবাল হোসেনের নামে আছে। সীমানা:** মেইন মেটাল রোড, দক্ষিণ- হাসনুরজামান সেখের সম্পত্তি, পূর্ব- রাখ হরি মণ্ডলের সম্পত্তি, পশ্চিম- ১৫'০০" রোড তারপর বসির সেখের সম্পত্তি।	**৭৮,৪৯,৬৫১.৫৫ টাকা** (আটাত্তর লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার ছয়শত একান্ন টাকা এবং পঞ্চান্ন পয়সা মাত্র) (বুক ব্যালান্স + এমওআই + এমওএক্স = ৪৮,৫৯,৪৪৪.০০ টাকা + ২৯,৮১,৩৫৭.৫৫ টাকা + ৮,৮৫০.০০ টাকা) **২৩.০১.২০২৪** অনুযায়ী সহ সুদ/চার্জ এবং তার উপর খরচ।	**সম্পত্তি ১ :** **ক) ৩৬,০০,০০০.০০ টাকা** (ছত্রিশ লক্ষ টাকা মাত্র) **খ) ৩,৬০,০০০.০০ টাকা** (তিন লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB300416607831** **ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল** **সম্পত্তি ২ :** **ক) ৫,০০,০০০.০০ টাকা** (পাঁচ লক্ষ টাকা মাত্র) **খ) ৫০,০০০.০০ টাকা** (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB300416607832** **ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল** **সম্পত্তি ৩ :** **ক) ২২,০০,০০০.০০ টাকা** (বাইশ লক্ষ টাকা মাত্র) **খ) ২,২০,০০০.০০ টাকা** (দুই লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB300416607833** **ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ - ২১.০২.২০২৪; সময় - দুপুর ০১.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্দানকারীর প্ল্যাটফর্ম : (১) www.indianbank.co.in (২) https://www.ibapi.in (৩) https://wwwmstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লিঃ -এর ওয়েবসাইট (**www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi**) দেখুন। টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্য **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং** ০৩৩ ২৩৪০০০২০ / ২৩৪০০০২১ / ২৩৪০০০২২ এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের অন্য চালু হেল্পলাইন নম্বরে অনুগ্রহ করে ফোন করুন। এমএসটিসি লিঃ -এর সাথে রেজিস্ট্রেশন স্টেটাস **ibapiop@@mstcecommerce.com**, ইএমডি স্টেটাস জানার জন্য **ibapifin@@mstcecommerce.com** -এ অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন। সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিশদ তথ্যাদি এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়মাবলী ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https://ibapi.in** দেখুন এবং এই পোর্টাল সংশ্লিষ্ট কোনও সংশয় দূরীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" -এ যোগাযোগ করুন।
বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** -এ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির আইডি নং ব্যবহার করুন।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা (গণ)/ জামিনদার(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ২৪.০১.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : বহরমপুর ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

প্রথম দুই টেস্টে কোহলির বিকল্প রজত পাতিদার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ব্যক্তিগত কারণে ইংল্যান্ড সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে খেলবেন না বিরাট কোহলি। কোহলির বদলি হিসেবে এই দুই টেস্টের ভারত দলে সুযোগ পেয়েছেন তাঁর আইপিএলের দল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সতীর্থ রজত পাতিদার।

দল থেকে বাদ পড়া অভিজ্ঞ চেতেস্বর পূজারা ও অজিঙ্কা রাহানে আলোচনায় ছিলেন। ডাক পাওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন ঘরোয়া ক্রিকেটে অনেক দিন ধরে পারফর্ম করে যাওয়া সরফরাজ খানও। তাদের অপেক্ষা বাড়ছে।

শেষ পর্যন্ত রজতকে দলে নিয়েছে বিসিসিআই। মঙ্গলবার দলের সঙ্গে প্রথম টেস্টের ভেন্যু হায়দরাবাদে যোগ দিয়েছেন তিনি। দলে সুযোগ পেলেও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম টেস্টের একাদশে তাঁর থাকার সুযোগ খুবই কম।

অনেক দিন ধরেই ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটে পরিচিত নাম রজত। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৩০ বছর বয়সী এই ব্যাটসম্যানের রান ৯৩ ইনিংসে ৪০০০। গড় ৪৫.৯৭, শতক আছে ১২টি। গত ডিসেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডেতে অভিষেক হয়েছে রজতের। সর্বশেষ ইংল্যান্ড লায়ন্সের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচে ১৫১ রানের ইনিংস খেলেছিলেন রজত।

ভারত ও ইংল্যান্ড পাঁচটি টেস্ট খেলবে। সিরিজের প্রথম টেস্ট শুরু হবে ২৫ জানুয়ারি, ভেন্যু হায়দরাবাদ। প্রথম দুই টেস্টে ৪ নম্বরে কোহলির জায়গা কে নেবেন, সেটি একটি প্রশ্ন। শ্রেয়াস আইয়ার ও শুবমান গিল আছেন, আছেন লোকেশ রাহুলও। রাহুল শুধু ব্যাটসম্যান হিসেবেই খেলতে পারেন। উইকেটকিপার হিসেবে দেখা যেতে পারে কেএস ভরত কিংবা প্রথমবার দলে সুযোগ পাওয়া ধ্রুব জুরেল।

আবারও টি-টোয়েন্টির বর্ষসেরা ভারতের সূর্যকুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৭ ইনিংসে ৭৩৩ রান। ৪৮.৮৬ গড়, স্ট্রাইক রেট ১৫৫.৯৫। ২০২৩ সালে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সূর্যকুমার যাদবের পরিসংখ্যান। সংখ্যাগুলোই কথা বলছে ভারতীয় ব্যাটসম্যানের টি-টোয়েন্টি ফর্ম এক কথায় দুর্দান্ত। এই পারফরম্যান্স দিয়ে আইসিসির বর্ষসেরা পুরুষ টি-টোয়েন্টি খেলোয়াড় নির্বাচিত হলেন সূর্যকুমার। টানা দ্বিতীয়বার এই সম্মান পেলেন ‘স্কাই’ হিসেবেও পরিচিত সূর্যকুমার।

সেরার নির্বাচনে সংক্ষিপ্ত তালিকায় সূর্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ছিলেন জিম্বাবুয়ের সিকান্দার রাজা, উগান্ডার আলপেশ রামজানি ও নিউজিল্যান্ডের মার্ক চ্যাপম্যান।

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে মাত্র ৭ রানের এক ইনিংস খেলেই ২০২৩ সালটা শুরু করেছিলেন সূর্যকুমার। তবে পরের দুই ইনিংসে ৩৬ বলে ৫১ ও ৫১ বলে ১১২ রান করেন বিস্ফোরক এই ব্যাটসম্যান। এরপর বছরজুড়েই ২০ ওভারের ক্রিকেটে চলেছে সূর্যকুমারের রাজত্ব। বছরের শেষ দিকে তো ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে অধিনায়কত্বও করেছেন সূর্য।

মেয়েদের টি-টোয়েন্টির বর্ষসেরার নামও ঘোষণা করেছে আইসিসি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক হেইলি ম্যাথুস হয়েছেন বর্ষসেরা নারী টি-টোয়েন্টি খেলোয়াড়। অস্ট্রেলিয়ার এলিস পেরি, ইংল্যান্ডের সোফি একলস্টোন ও শ্রীলঙ্কার চামারি আতাপাত্তুকে পেছনে ফেলেছেন ২০২৩ সালে ১৪ ম্যাচে ৭০০ রান করার পাশাপাশি ১৯ উইকেট নেওয়া ম্যাথুস।

২০২৩ সালের সহযোগী দেশের সেরা ক্রিকেটারদের নামও ঘোষণা করেছে আইসিসি। মেয়েদের বিভাগে সেরা হয়েছেন কেনিয়ার কুইন্টর অ্যাবেল। সহযোগী দেশের সেরা পুরুষ খেলোয়াড় হয়েছেন নেদারল্যান্ডসের বাস ডি লিডি।

ভারতের বিপক্ষে প্রথম টেস্টের একাদশে নেই অ্যান্ডারসন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টের জন্য একাদশ ঘোষণা করেছে ইংল্যান্ড। অভিষেক হতে যাচ্ছে ২৪ বছর বয়সী বাঁহাতি স্পিনার টম হার্টলির। দলে আছেন আরও দুই স্পিনার; রেহান আহমেদ ও জ্যাক লিচ।

একমাত্র পেসার হিসেবে আছেন মার্ক উড। তবে জায়গা হয়নি জেমস অ্যান্ডারসনের। গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে খেলার পর প্রথমবার একাদশে সুযোগ পেয়েছেন উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান বেন ফোকস।

তিন স্পিনার খেলানোর কারণেই একাদশে জায়গা হয়নি ৬৯০ উইকেটের মালিক অ্যান্ডারসনের। এমন সিদ্ধান্ত যদিও মোটেই অবাক করা নয়। অস্ট্রেলিয়া তাদের সর্বশেষ সফরে নাথান লায়নের সঙ্গে আরও দুই স্পিনার টড মার্ফি ও স্কট কুনেমানকে খেলিয়েছিল। ইংল্যান্ডও তাদের সর্বশেষ সফরে একই কৌশল ব্যবহার করেছে। ৭০০ উইকেটের মাইলফলক ছোঁয়ার জন্য অ্যান্ডারসনকে তাই অপেক্ষা করতে হচ্ছে। ভারতের মাটিতে অ্যান্ডারসনের উইকেট ১৩ টেস্টের ২২ ইনিংসে ৩৪টি।

তবে দুই ঘটনাতেই ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার দলে ছিলেন একজন পেস বোলিং অলরাউন্ডার। এই ইংল্যান্ড দলে বেন স্টোকস আছেন। তবে তাঁর ফিটনেস প্রশ্ন আছে। ভারতে এই সিরিজে স্টোকসকে সম্ভবত শুধু ব্যাটসম্যান হিসেবেই খেলতে হবে।

ইংল্যান্ডের তিন স্পিনারের মধ্যে রেহান ও হার্টলি দুজনই অনভিজ্ঞ। রেহান এর আগে টেস্ট খেলেছেন মাত্র ১টি। হায়দরাবাদে অভিষেক হতে যাওয়া হার্টলি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছেন ২০টি, উইকেট ৪০টি। আরেক বাঁহাতি স্পিনার লিচের অভিজ্ঞতা ৩৫ টেস্টের, উইকেট ১৪০টি। প্রথম টেস্টে উইকেটকিপারের দায়িত্বে থাকবেন ফোকস, বেয়ারস্টো খেলবেন একজন ব্যাটসম্যান হিসেবে।

ভারত ও ইংল্যান্ড পাঁচটি টেস্ট খেলবে। সিরিজের প্রথম টেস্ট শুরু হবে আগামীকাল, ভেন্যু হায়দরাবাদ।

আইসিসির বর্ষসেরা উদীয়মান রাচিন রবীন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের যশস্বী জয়সোয়াল, দক্ষিণ আফ্রিকার জেরাল্ড কোয়েৎজি ও শ্রীলঙ্কার দিলশান মাদুশঙ্কাকে টপকে ২০২৩ সালের আইসিসি বর্ষসেরা উদীয়মান পুরুষ ক্রিকেটারের পুরস্কার জিতেছেন রাচিন রবীন্দ্র।

আর মেয়েদের ক্রিকেটে বর্ষসেরা উদীয়মানের স্বীকৃতি পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার ফিবি লিচফিল্ড। বর্ষসেরা উদীয়মানের লড়াইয়ে লিচফিল্ডের সঙ্গে ছিলেন বাংলাদেশের মারুফা আক্তার, ইংল্যান্ডের লরেন বেল ও স্কটল্যান্ডের ডার্সি কার্টার।

আইসিসির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়।

২৪ বছর বয়সী রাচিন টেস্ট ও টি,টোয়েন্টি দিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পা রাখেন ২০২১। তবে ওয়ানডে অভিষেক ২০২৩ সালের মার্চে। ৫০ ওভার ক্রিকেটে পা রাখার পর থেকে স্বপ্নের মতো একটি বছর কাটিয়েছেন রাচিন। বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের হয়ে এক আসরে সর্বোচ্চ ৩টি শতকের রেকর্ড গড়েন তিনি। তোলেন টুর্নামেন্টের চতুর্থ সর্বোচ্চ ৫৭৮ রান।

সব মিলিয়ে ২০২৩ সালে ২৫ ওয়ানডেতে ৪১ গড়ে ৮২০ রান এই ব্যাটিং অলরাউন্ডারের, বল হাতেও আছে ১৮ উইকেট। এ ছাড়া টি, টোয়েন্টি সংস্করণে ১৩৩.৮২ স্ট্রাইক রেটে ৯১ রান এবং বাঁহাতি স্পিনে ৫ উইকেট নেন তিনি।

আইসিসি বর্ষসেরা উদীয়মানের স্বীকৃতি পেয়ে উচ্ছ্বসিত রাচিন বলেন, ‘আইসিসি কর্তৃক স্বীকৃত হওয়াটা সব সময়ই বিশেষ কিছু, যা এক দারুণ বছরেরই প্রতিফলন। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে খেলার সুযোগ পাওয়াটাও ছিল বিশেষ কিছু।’

মেয়েদের ক্রিকেটে বর্ষসেরা হওয়া লিচফিল্ড ২০২৩ সাল শুরু করেছিলেন পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডেতে টানা দুই অর্ধশতকে। ২০ বছর বয়সী এই ব্যাটার বছরের মাঝামাঝিতে ডাবলিনে ১০৬ রানের ইনিংস খেলেন আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে।

এ ছাড়া অক্টোবরে টি,টোয়েন্টি অভিষেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে মাত্র ১৯ বলে ৫ ছক্কায় খেলেন ৫২ রানের অপরাজিত ইনিংস। সব মিলিয়ে সর্বশেষ বছরে লিচফিল্ড টেস্টে ২১.৭৫ গড়ে ৮৭ রান, ওয়ানডেতে ৪৯.১৪ গড়ে ৩৪৪ রান এবং টি,টোয়েন্টিতে ৮৮ গড়ে ৮৮ রান তোলেন।

ভারত অভিযানে ‘বাজবলে’ই আস্থা উডের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ঘরের মাঠে গত এক যুগে একবারই টেস্ট সিরিজ হেরেছে ভারত। ২০১২ সালে অ্যালিস্টার কুকের নেতৃত্বাধীন ইংল্যান্ডের কাছে ভারত হেরেছিল ২,১ ব ব্যবধানে। এরপর নিজেদের ডেরায় জিতেছে টানা ১৬ সিরিজ। এর মধ্যে ইংল্যান্ডও হেরেছে দুবার; ২০১৬ ও ২০২১ সালে।

তবে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এবার ভারতকে কঠিন পরীক্ষা দিয়েই সিরিজ জিততে হবে। কারণ, একটাই;বাজবল; যেটার মূলমন্ত্র বিশ্বের যেকোনো দেশে, যেকোনো পিচে, যেকোনো পরিস্থিতিতে আক্রমণাত্মক ও ফলকেন্দ্রিক ক্রিকেট খেলা। ভারত সফর বড় যত চ্যালেঞ্জ হোক না কেন, সেখানেও ইংল্যান্ড বাজবলে আস্থা রাখবে বলে জানিয়েছেন দলটির ফাস্ট বোলার মার্ক উড।

হায়দরাবাদে ভারত,ইংল্যান্ড প্রথম টেস্ট শুরু হচ্ছে আগামীকাল। গতকাল ম্যাচের ভেন্যু রাজীব গান্ধী স্টেডিয়ামে অনুশীলন করেছে দুই দল। অনুশীলন শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে উড বলেছেন, ‘আমার মনে হয় না আমরা রক্ষণাত্মক খেলব, আমরা একইভাবেই (বাজবল) খেলব।’

স্পিনবান্ধব পিচের কারণেই ভারতে বাজবল রীতিতে খেলা ইংল্যান্ডের জন্য সবচেয়ে কঠিন হবে। তবে ৩৪ বছর বয়সী উড মনে করেন, চাপমুক্ত থাকলে পারলে সেখানে সুযোগ বুঝে আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলা সম্ভব, ‘আমাদের ওপর চাপ আসবে। তবে সেই চাপ ঝেড়ে ফেলতে হবে। মাঠে কিছুটা নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে। তারপর যখন সময় হবে, আবার আক্রমণাত্মক খেলতে হবে। ঘরের মাঠে ভারত খুব কমই হারে। আমাদের সামনে কী চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে, সেটা জানি।’

এই সফর উডের কাছে ফ্রি হিটের মতো মনে হচ্ছে, ‘আমি মনে করি এটা আমাদের কাছে কিছুটা ফ্রি হিটের মতো। মাঠে নেমেই আমরা চালিয়ে খেলতে পারি এবং ভিন্ন কিছুর চেষ্টা করতে পারি।’

সাধারণত ভারতে টেস্ট সিরিজ শুরুর সপ্তাহখানেক আগেই দেশটিতে পা রাখে ইংল্যান্ড। অন্তত একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে তারপর সিরিজ শুরু করে। কিন্তু এবার দলটি ভারতে এসেছে সিরিজ শুরুর মাত্র তিন দিন আগে। সিরিজের প্রস্তুতি তারা নিয়েছে আবুধাবিতে। এ কারণে বেশ সমালোচিতও হয়েছে।

তবে উড জানিয়েছেন, ইংল্যান্ড খুব ভালো প্রস্তুতি নিয়েই ভারতে এসেছে, ‘আমরা সত্যিই খুব ভালো প্রস্তুতি নিয়েছি। অনুশীলনে আমাদের দলীয় বন্ধনটা দারুণ ছিল। আমরা মানসিক ও শারীরিকভাবে চাঙা হয়েই এসেছি এবং এখন পুরোপুরি প্রস্তুত।’

উড যা,ই বলুন না কেন, ভারতের কোচ রাহুল দ্রাবিড় তাঁর দল নিয়ে আত্মবিশ্বাসী। সংবাদ সম্মেলনে দ্রাবিড় জানিয়েছেন, ইংল্যান্ডের আক্রমণকে পাল্টা আক্রমণে প্রতিহত করার সামর্থ্য ভারতের আছে, ‘ওদেরকে (ইংল্যান্ডকে) আক্রমণাত্মক খেলতে দেখা সত্যিই রোমাঞ্চকর ব্যাপার এবং এভাবে খেলে ওরা সফলও হয়েছে। তবে আমরা জানি এ ধরনের কন্ডিশন ওদের জন্য চ্যালেঞ্জিং হবে। এই কন্ডিশন সম্পর্কে আমাদের খুব ভালো ধারণা আছে।’

ভিসা বাতিলের প্রতিবাদে আসতেই চাননি স্টোকস!

নিজস্ব প্রতিনিধি: বৃহস্পতিবার থেকে শুরু ভারত বনাম ইংল্যান্ড প্রথম টেস্ট। তার আগে দুই শিবির উত্তপ্ত ইংরেজ বোলার শোয়েব বশিরের ভিসা বাতিল প্রসঙ্গে। আগেই স্টোকস জানিয়েছিলেন, তিনি ভিসা বাতিলে অখুশি। বুধবার বোমা ফাটালেন ইংরেজ অধিনায়ক। জানালেন, শোয়েবের ভিসা না হওয়া পর্যন্ত ভারতে আসতেই চাননি তিনি। তবে ইংল্যান্ডের প্রথম টেস্ট বয়কট করার কোনও ভাবনাচিন্তা ছিল না বলেই জানিয়েছেন।

বশিরের সঙ্গে যে ব্যবহার করা হয়েছে তার প্রতিবাদ করেছেন স্টোকস। পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ২০ বছরের ইংরেজ বোলারের ভিসা বাতিল করেছে ভারত। বুধবার সে প্রসঙ্গে স্টোকস বললেন, তআবু ধাবিতে থাকার সময় প্রথম যখন খবরটা শুনি, আমি দলকে বলেছিলাম যে ও ভিসা না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের ভারতে যাওয়াই উচিত নয়। তবে সেটা বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যেত।

স্টোকসের সংযোজন, তভারতে না এলে সেটা নিয়ে সমস্যা তৈরি হত। হয়তো আমি আবেগ ধরে রাখতে না পেরে এমন কিছু বলে দিয়েছিলাম। কিন্তু ভারতে না আসার কোনও ইচ্ছে আমাদের মধ্যে ছিল না। ব্যাশের (বশির) প্রতি পূর্ণ সমর্থন রয়েছে আমাদের। ব্যাশকে এই পরিস্থিতির মধ্যে যেতে হচ্ছে দেখে আমি বিধ্বস্ত। যখন কোনও সতীর্থ এ রকম পরিস্থিতির মধ্যে যায়, তখন নেতা এবং অধিনায়ক হিসাবে যে কেউ আবেগপ্রবণ হবেই।দ

আগের দিন তিনি বলেছিলেন, তঅধিনায়ক হিসাবে এমন ঘটনার সম্মুখীন হয়ে আমি হতাশ। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি আমরা দল ঘোষণা করেছি। এখন এসে বশির জানতে পারছে যে ও ভিসা না পাওয়ার কারণে ভারতে খেলতে আসতে পারবে না।

দিনভর উত্তেজনা, সন্ধ্যায় ভারতের ভিসা পেলেন ইংল্যান্ডের বশির

নিজস্ব প্রতিনিধি: পাকিস্তানি নাগরিক বা পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত অন্য দেশের নাগরিকদের ভিসা দিতে ভারত সরকারের গড়িমসি করার অভ্যাস বেশ পুরোনো। ভারতের এই টালবাহানার নতুন ভুক্তভোগী শোয়েব বশির।

প্রায় দেড় মাস আগে লন্ডনের ভারতীয় দূতাবাসে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেওয়ার পরও ভারত সফরে যেতে পারছিলেন না ইংল্যান্ড দলে প্রথমবার ডাক পাওয়া বশির। আবুধাবিতে ক্যাম্প শেষে ইংল্যান্ড দল ভারতে গেলেও ভিসা না পাওয়ায় বশিরকে ফিরতে হয়েছিল দেশে। এ নিয়ে ইংল্যান্ডে তীব্র প্রতিক্রিয়া হলে শেষ পর্যন্ত আজ তাঁকে ভারতের ভিসা দেওয়া হয়েছে। ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) জানিয়েছে, এ সপ্তাহেই ভারতে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন বশির।

এর আগে বশিরের ভিসা প্রসঙ্গ হয়ে ওঠে ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের ‘টক অব দ্য ডে’। বিষয়টি ব্রিটিশ সরকার পর্যন্ত গড়িয়েছিল। ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকসও সংবাদ সম্মেলনে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত হলেও বশিরের জন্ম ইংল্যান্ডের সারেতে। কাউন্টি ক্রিকেট ক্লাব সমারসেটের সঙ্গে তিনি গত বছর থেকে চুক্তিবদ্ধ। তাঁর চাচা গিল্ডফোর্ড সিটি ক্রিকেট ক্লাবের উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান ছিলেন। ব্রিটিশ সরকার মনে করছে, শুধু পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত হওয়ার কারণে বশিরকে ভিসা দিচ্ছিল না ভারত।

সরকারের এক মুখপাত্র ইএসপিএন ক্রিকইনফোকে বলেছেন, ‘এটা শোয়েব বশির ও ভারত সরকারের মধ্যকার বিষয় হলেও আমাদের আশা ভিসা প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ভারত সব ব্রিটিশ নাগরিকের সঙ্গে ন্যায্য আচরণ করবে। এর আগেও পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিকদের ভিসা পাওয়া নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে। সমস্যাগুলো লন্ডনের ভারতীয় দূতাবাসে উত্থাপন করা হয়েছে।’

পানশালা কাণ্ডের পর টি-টোয়েন্টি সিরিজ দিয়ে ফিরছেন ম্যাক্স

নিজস্ব প্রতিনিধি: ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল ঘোষণা করেছে অস্ট্রেলিয়া। সিরিজে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন অলরাউন্ডার মিচেল মার্শ। পানশালা-কাণ্ডের পর ওয়ানডে সিরিজে না থাকা গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ফিরেছেন টি-টোয়েন্টি সিরিজে। নিয়মিত অধিনায়ক প্যাট কামিন্স ও আরেক পেসার মিচেল স্টার্ককে বিশ্রামে দেওয়া হয়েছে। নেই স্টিভ স্মিথও।

অ্যালকোহল-সংশ্লিষ্ট ঘটনায় গ্লেন ম্যাক্সওয়েল গত শুক্রবার অ্যাডিলেডে এক হাসপাতালে ভর্তি হন। একটি পানশালায় রক ব্যান্ড ‘সিক্স অ্যান্ড আউট’-এর গান শুনতে গিয়েছিলেন ম্যাক্সওয়েল।

সেখানে একপর্যায়ে মঞ্চের পেছনে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে অ্যালকোহল পান করেন ম্যাক্সওয়েল।

এরপর অস্ট্রেলীয় তারকা জ্ঞান হারান। কী কারণে, সেটি অবশ্য এখনো জানা যায়নি। বন্ধুরা জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পরই অ্যাম্বুলেন্স ডাকেন। হাসপাতালে যাওয়ার পথে জ্ঞান ফেরে তাঁর। এরপর তাঁকে ওয়ানডে সিরিজ থেকে বিশ্রামে রাখা হয়। তবে বিশ্রাম বেশি দিন দীর্ঘ হচ্ছে না।

আসছে জুনে হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেবে, সেটা এখনো ঘোষণা করা হয়নি। আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ও ওয়ানডে বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক কামিন্সেরই বিশ্বকাপে নেতৃত্ব দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

নেতৃত্ব পাওয়ার লড়াইয়ে আছেন মার্শ ও ম্যাথু ওয়েডও। এর আগে গত বছরের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে হওয়া দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মার্শ। মার্শের অবর্তমানে সর্বশেষ ভারত সিরিজে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেন ওয়েড।

চাপ কমানোর অংশ হিসেবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ থেকে কামিন্স ও স্টার্ককে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। তারা নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পরবর্তী টি-টোয়েন্টি সিরিজ দিয়ে ফিরতে পারেন। সেই সিরিজে ফিরতে পারেন স্মিথও। বিশ্বকাপের আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৩টি ও নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৩টি মোট ৬টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলার সুযোগ পাবে অস্ট্রেলিয়া।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**